বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

টেকনিক পার্ট : গদ্যাংশ

প্রবন্ধ/গল্প	লেখকের নাম	ভাষারীতি
বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধুরীতি
বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
গৃহ	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সাধুরীতি
আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	চলিতরীতি
মানব-কল্যাণ	আবুল ফজল	চলিতরীতি
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	চলিতরীতি
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চলিতরীতি
মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	চলিতরীতি
নেকলেস	মূল লেখক : গী দ্য মোপাসাঁ অনুবাদক : পূর্ণেন্দু দস্তিদার	চলিতরীতি

গদ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

গদ্য- ০১ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

- **প্রথম লাইন–** যশের জন্য লিখিবেন না।
- **শেষ লাইন–** এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।
- **উৎস :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গদ্য- ০২ অপরিচিতা

- **প্রথম লাইন–** আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- **শেষ লাইন–** ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।
- **উৎস :** 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

গদ্য- ০৩ বিলাসী

- **প্রথম লাইন–** পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।
- **শেষ লাইন–** কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।
- **উৎস :** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি 'ছবি' (১৯২০) গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রি.) বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

গদ্য- ০৪ গৃহ

- **প্রথম লাইন–** গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়–
- **শেষ লাইন–** সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের।
- **উৎস :** 'গৃহ' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'মতিচূর' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে।

গদ্য- ০৫ আহ্বান

- **প্রথম লাইন–** দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- **শেষ লাইন–** সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,–অ মোর গোপাল।
- **উৎস :** 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য- ০৬ আমার পথ

- **প্রথম লাইন–** আমার কর্ণধার আমি।
- **শেষ লাইন–** দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।
- **উৎস :** প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য- ০৭ মানব-কল্যাণ

- **প্রথম লাইন–** মানব-কল্যাণ– এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়।
- **শেষ লাইন–** তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক।
- **উৎস :** আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

গদ্য- ০৮ মাসি-পিসি

- **প্রথম লাইন–** শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।
- **শেষ লাইন–** যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।
- **উৎস :** 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

গদ্য- ০৯ বায়ান্নর দিনগুলো

- **প্রথম লাইন–** এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।
- **শেষ লাইন–** শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।
- **উৎস :** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য- ১০ রেইনকোট

- **প্রথম লাইন–** ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল।
- **শেষ লাইন–** তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।
- **উৎস :** 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র* ১ থেকে।

গদ্য- ১১ মহাজাগতিক কিউরেটর

- **প্রথম লাইন–** সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো।
- **শেষ লাইন–** দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।
- **উৎস :** 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

CamScanner

গদ্য-১২ নেকলেস

- প্রথম লাইন- সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।
- শেষ লাইন- তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।
- উৎস : বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম La Parure। ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা La Gaulois-এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

টেকনিক পার্ট : পদ্যাংশ

কবিতা	কবি	ছন্দ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অক্ষরবৃত্ত
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মাত্রাবৃত্ত
বিদ্রোহী	কাজী নজরুল ইসলাম	মাত্রাবৃত্ত
প্রতিদান	জসীমউদ্দীন	মাত্রাবৃত্ত
সুচেতনা	জীবনানন্দ দাশ	মাত্রাবৃত্ত
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	অক্ষরবৃত্ত
পদ্মা	ফররুখ আহমদ	চতুর্দশপদী
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	মাত্রাবৃত্ত
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	গদ্যছন্দ
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	গদ্যছন্দ
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	গদ্যছন্দ
ছবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	গদ্যছন্দ

পদ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

কবিতা-০১ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

- প্রথম লাইন- "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে-
- শেষ লাইন- গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।
- উৎস : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ছন্দ : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

কবিতা-০২ সোনার তরী

- প্রথম লাইন- গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- শেষ লাইন- যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- উৎস : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে, পদ্মাবক্ষে বোটে বসে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে কবিতাটি রচিত।
- ছন্দ : 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের।

কবিতা-০৩ বিদ্রোহী

- প্রথম লাইন- বল বীর- বল উন্নত মম শির!
- শেষ লাইন- বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
- উৎস : 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
- ছন্দ : 'বিদ্রোহী' কবিতাটি মিশ্র মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার, অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্‌ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

কবিতা-০৪ প্রতিদান

- প্রথম লাইন- আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
- শেষ লাইন- আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- উৎস : 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- ছন্দ : কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

কবিতা-০৫ সুচেতনা

- প্রথম লাইন- সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
- শেষ লাইন- শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
- উৎস : 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলি...
- ছন্দ : কবিতাটি ৮ + ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রা...

কবিতা-০৬ তাহারেই পড়ে মনে

- প্রথম লাইন- হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
- শেষ লাইন- রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।
- উৎস : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে।
- ছন্দ : কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব দশ মাত্রা...

কবিতা-০৭ পদ্মা

- প্রথম লাইন- অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ
- শেষ লাইন- তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
- উৎস : ফররুখ আহমদের 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
- ধরন : 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। • ছন্দ : অক্ষরবৃত্ত।

কবিতা-০৮ আঠারো বছর বয়স

- প্রথম লাইন- আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
- শেষ লাইন- এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- উৎস : সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ছন্দ : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ...

কবিতা-০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

- প্রথম লাইন- আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
- শেষ লাইন- শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।
- উৎস : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা।
- ছন্দ : কবিতাটিতে গদ্যছন্দ ও প্রবহমানতা বিদ্যমান।

কবিতা-১০ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

- প্রথম লাইন- আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
- শেষ লাইন- আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
- উৎস : কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'-র নাম-কবিতা।
- ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

কবিতা-১১ নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

- প্রথম লাইন- নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
- শেষ লাইন- দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"
- উৎস : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এ নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।
- ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

কবিতা-১২ ছবি

- প্রথম লাইন- আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
- শেষ লাইন- এই ছবির মতো দেশের- থিম!
- উৎস : 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

জন্মপরিচয়	■ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জুন (বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর।
ছদ্মনাম	■ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম কমলাকান্ত।
কর্মজীবন/পেশা	■ পদবি : ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৮) পদে নিযুক্ত। ■ কর্মস্থল : যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর প্রভৃতি।
পরিচিতি	■ বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। ■ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন। ■ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (১৮৫৮)।
খেতাব	■ সাহিত্যসম্রাট সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। ■ হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ। তাঁকে বাংলার ওয়াল্টার স্কট ও বলা হয়।
সাহিত্য স্বীকৃতি	■ বাংলা উপন্যাসের জনক • যুগন্ধর সাহিত্য স্রষ্টা। ■ বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ লেখক।
মৃত্যু	■ তিনি ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ; ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দে কলকাতায় মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস, ১৮৬৫), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭)।
ত্রয়ী উপন্যাস	আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
কাব্যগ্রন্থ	ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) : তাঁর রচিত প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।
প্রবন্ধ	লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬)।

প্রবন্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যশের জন্য লিখলে লেখা ভালো হয় না, যশও হয় না।
- প্রাবন্ধিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য নয় বরং ভালো লেখার জন্য লেখা আহ্বান করেছেন।
- লেখা ভালো হলে আপনি আসবে– যশ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আমাদের এখনও ইউরোপের মতো টাকার জন্য লেখার দিন হয় নাই।
- সকল পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করে লিখলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হয়ে পড়ে।
- প্রাবন্ধিক অবশ্য লিখতে বলেছেন– যে লেখা দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গল করতে পারে অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
- যা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যার উদ্দেশ্য এ লেখা হিতকর নয় এবং তা একবারে পরিহার্য।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য– সত্য ও ধর্ম।
- 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য' এ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ– মহাপাপ।
- প্রাবন্ধিক লেখার পর হঠাৎ লেখা না ছাপিয়ে নবীন লেখকদের কিছুকাল ফেলে রেখে সংশোধন করতে বলেছেন।
- যে ধরনের সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর– সাময়িক সাহিত্য।
- কাব্য, নাটক, উপন্যাস দু এক বছর ফেলে রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।
- প্রাবন্ধিকের মতে, সাময়িক পত্রিকা ছাড়া না জেনে কোনো বিষয় লিখা না এবং ছাপানো ভাল নহে।
- 'যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য।' সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।
- যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ– অকর্তব্য।
- সমাজের বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের পক্ষে– অতিশয় বিরক্তিকর।
- সমাজের বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা রচনার জন্য বিশেষ– ক্ষতিকারক।
- প্রাবন্ধিক বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করতে নিষেধ করেছেন।
- বিদ্যা প্রকাশ অরুচিকর– প্রকাশ পায়।
- বর্তমানে রচনায় কেবল ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বহু স্থানে লেখকে পান থেকে উদ্ধৃত করছেন।
- প্রাবন্ধিকের ভাষায়– 'যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।'
- অলংকার বা শ্লেষ অভাবে অলংকার প্রয়োগ বা রসিকতার চেষ্টা রচনাকে কদর্য করা ছাড়া আর কিছু নাই।
- 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধ অনুসারে 'তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক– যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন'।
- প্রাবন্ধিকের মতে, সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা।
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বোঝানো।
- প্রাবন্ধিকের মতে, অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না।
- অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়। এ বাক্যের অনুকৃত শব্দের অর্থ– অনুকরণ (নকল) করা হয়েছে এমন।
- প্রাবন্ধিকের মতে, যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না।
- বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বাঙ্গালার ভরসা মাত্র– বাঙ্গলা সাহিত্য।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস–
ⓚ চরিত্রহীন ⓛ আলালের ঘরের দুলাল ⓜ দুর্গেশনন্দিনী ⓝ বিষবৃক্ষ উ: [illegible]

০২. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
ⓚ সাধনা ⓛ কবি ও কল্পনা ⓜ বঙ্গদর্শন ⓝ সংবাদ প্রভাকর উ: [illegible]

০৩. রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন কোনটি?
ⓚ কপালকুণ্ডলা ⓛ বিষবৃক্ষ ⓜ কমলাকান্তের দপ্তর ⓝ চন্দ্রশেখর উ: [illegible]

০৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিড়াল' কী ধরনের রচনা?
ⓚ উপন্যাস ⓛ প্রবন্ধ ⓜ গল্প ⓝ কবিতা উ: [illegible]

০৫. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের?
ⓚ কমলাকান্ত, সাম্য, বিবিধ প্রবন্ধ ⓛ বিজ্ঞান রহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য
ⓜ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী ⓝ কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আনন্দমঠ উ: [illegible]

০৬. পেশায় তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে 'তিনি' কে?
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓛ প্রমথ চৌধুরী
ⓜ মফিজ বাদশাহ ⓝ সৈয়দ আলী আহসান উ: [illegible]

০৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ⓚ কপালকুণ্ডলা ⓛ বিষবৃক্ষ ⓜ দুর্গেশনন্দিনী ⓝ আনন্দমঠ উ: [illegible]

০৮. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
ⓚ ১৮৯১ ⓛ ১৮৯৪ ⓜ ১৮৯২ ⓝ ১৮৯৩ উ: [illegible]

০৯. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস নয়?
ⓚ চরিত্রহীন ⓛ সীতারাম ⓜ রাজসিংহ ⓝ চন্দ্রশেখর উ: [illegible]

১০. বাংলা উপন্যাসের জনক কে?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ⓛ শরৎচন্দ্র ⓜ বঙ্কিমচন্দ্র ⓝ বিভূতিভূষণ উ: [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

লেখক	প্রকৃত নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছদ্মনাম : ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্মপরিচয়	জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ খ্রি. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত। পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা : সারদা দেবী।
পুরস্কার	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩)
মৃত্যু	৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, প্রভাত সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, সানাই, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, মহুয়া, কল্পনা, পত্রপুট, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা, উৎসর্গ, আকাশ-প্রদীপ।
উপন্যাস	বৌ ঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, নৌকাডুবি, রাজর্ষি, শেষের কবিতা, দুইবোন, চার অধ্যায়, মালঞ্চ।
নাটক	প্রকৃতির প্রতিশোধ, অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, তাসের দেশ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চণ্ডালিকা, নটীর পূজা, কালের যাত্রা, শারদোৎসব।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অনুপমের নিজের করা কিছু উক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**
  - 'কন্যার পিতা মাত্রই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র।'
  - 'আমার পুরোপুরি বয়সই হইল না।'
  - ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নেই।
  - তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।
  - 'থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাইরে আছেন মামা।' অনুপমের উক্তিতে ফুটে উঠেছে– অক্ষমতা, পরনির্ভরতা এবং ব্যক্তিত্বহীনতা।
  - অনুপম মাতুলকে যখন ছেড়ে দেন তখন তার বয়স– ২৭ বছর।
  - আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। এ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে অনুপমের– প্রতিবাদহীন, বাকস্বাধীনতাহীন।
  - বিবাহ ভেঙে যাওয়ার পরও অনুপম কল্যাণীর আশা ছাড়ে নাই– চার বছর।
  - অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর– ছয় বছরের বড়।
  - অনুপম নিতান্তই ভালো মানুষ কারণ– ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।
  - কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করবেন– গল্পকথক (অনুপম) একজন সৎপাত্র।
  - অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা– এম.এ.।
  - যে কারণে মামার মুখ অনর্গল ছুটিতেছিল– ধন-মানের বাগাড়ম্বরে।
  - আমরা যেখানে 'চমৎকার' বলি, সেখানে বিনুদা বলেন– চলনসই।
  - অনুপম তার মামাকে– ফল্গুর বালির সাথে তুলনা করেছেন।
  - অপমানে মামার মুখ– লাল হয়ে উঠল।
  - 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা– মামা।
  - অনুপমের মামার মন নরম হলো– হরিশের সরস রসনার গুণে।
  - মামার কাছে মেয়ের চেয়ে বাপের খবরটা– গুরুতর।
  - মার হাতেই আমি মানুষ। এখানে 'আমি' হলো– অনুপম।
  - চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য।
- বিনুদার ভাষাটা– অত্যন্ত আঁট।
- 'আন্দামান দ্বীপ'– বঙ্গোপসাগরের সাগরের সীমানাভুক্ত।
- সাতাশ বছর বয়সের একটু– বিশেষ মূল্য।
- অনুপমের মা– গরিব ঘরের মেয়ে।
- হরিশ ছুটিতে এসেছিল– কলকাতায়।
- বিনুদার ওপর অনুপম– ষোলো আনা নির্ভর করতে পারে।
- 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে' উক্তিটি– হরিশের।
- 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে!' উক্তিটি– শম্ভুনাথবাবুর।
- বসন্তের বাতাসে অনুপমের শরীর মন– কাঁপতে লাগল।
- হরিশ আসর জমাতে– অদ্বিতীয় ছিল।
- বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে– কলকাতায় আসতে হলো।
- 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার নাম– শম্ভুনাথ সেন।
- বিয়ের তিন দিন পূর্বে কন্যার পিতা– পাত্রকে দেখেন।
- অনুপমের দৃষ্টিতে দেনা-পাওনার বিষয়টি ছিল– স্থূল।
- ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছা নেই– শম্ভুনাথবাবুর।
- অনুপমের বাবা প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন– ওকালতি করে।
- অনুপমের বন্ধু হরিশ কাজ করে– কানপুর।
- 'অপরিচিতা' গল্পে রসিক বলা হয়েছে– হরিশকে।
- বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স ছিল– পনেরো।
- অনুপমের মামা বিশেষ কাজে– কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিল।
- কল্যাণীকে আশীর্বাদের জন্য পাঠানো হলো– বিনুদাদাকে।
- অনুপমের পিসতুতো ভাই– বিনুদাদা।
- অনুপম যখন কল্যাণীর পাশে আসে তখন তার ছিল– চব্বিশ।
- অনুপম তিন বছর ধরে কানপুরে অপেক্ষা করছে– কল্যাণীর জন্য।
- অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধ সংলগ্ন সময়ের– বাঙালি যুবক।
- মানুষের মাঝে অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়– গলার স্বর।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. **অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?**
(ক) বরযাত্রী হিসেবে (খ) বাড়ির লোক বলে
(গ) গহনা পরখ করতে (ঘ) গাড়ি চালাতে **উ: গ**

০২. **বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?**
(ক) মামা (খ) বিনুদাদা (গ) হরিশ (ঘ) অনুপম **উ: ক**

০৩. **'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?**
(ক) সাদামাঠা (খ) নিতান্ত মধ্যম রকমের (গ) নিম্নমানের (ঘ) জমকালো **উ: খ**

০৪. **'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?**
(ক) লেখকের (খ) কল্যাণীর (গ) শম্ভুনাথের (ঘ) বিনুদাদার **উ: গ**

০৫. **'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা কে?**
(ক) শম্ভুনাথ বাবু (খ) অনুপমের মামা (গ) হরিশ (ঘ) বিনুদাদা **উ: খ**

০৬. **অনুপমের কাছে চিরকালই সবচেয়ে বড় সত্য কী?**
(ক) গানের ধুয়া (খ) গলার স্বর (গ) বিবাহ (ঘ) মনুষ্যত্ব **উ: খ**

০৭. **কার চোখের পলক পড়ছিল না?**
(ক) অনুপমের (খ) হরিশের (গ) মেয়েটির (ঘ) মায়ের **উ: ঘ**

০৮. **বিয়ের আসরে মামা অনুপমের সামনে কী রূপে অবস্থান করছিলেন?**
(ক) সংসারের কাণ্ডারি (খ) মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা
(গ) একমাত্র অভিভাবক (ঘ) সাক্ষাৎ যমদূত **উ: খ**

০৯. **অনুপমের মামা বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না কেন?**
(ক) অভিমানে (খ) কষ্টে (গ) রাগে (ঘ) লজ্জায় **উ: ঘ**

১০. **অনুপম মেয়েটির সুধাকণ্ঠকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
(ক) হীরার কাঠি (খ) সোনার কাঠি
(গ) রূপার কাঠি (ঘ) জিয়ন কাঠি **উ: খ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

বিলাসী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

জন্মপরিচয়	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ (বাংলা : ৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পৈতৃক নিবাস : মামুদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। পিতা : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতা : ভুবনমোহিনী দেবী। অনিলা দেবী তাঁর বড় বোন।
সম্মাননা	সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *জগত্তারিণী স্বর্ণপদক* (১৯২৩)। 'মন্দির' গল্পের জন্য *কুন্তলীন পুরস্কার* (১৯০৩) পান।
ডাক ও ছদ্মনাম	ডাকনাম : ন্যাড়া। ছদ্মনাম : অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা, পরশুরাম (রাজশেখর বসুর ছদ্মনামও পরশুরাম), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
ডিগ্রি লাভ	তিনি ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি লাভ।
জীবনাবসান	শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	বড়দিদি (১৯০৭, প্রথম উপন্যাস), শ্রীকান্ত (১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব-১৯১৮, ৩য় পর্ব-১৯২৭, ৪র্থ পর্ব-১৯৩৩), পল্লী সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬)।
ছোটগল্প	মন্দির (প্রথম গল্প), বিলাসী (১৯২০), মহেশ (১৯২৬), অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬), অনুরাধা, সতী, মামলার ফল, মেজদিদি, ছবি।
প্রবন্ধ	নারীর মূল্য (১৯২৩), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২), তরুণের বিদ্রোহ (১৯১৯), স্বরাজ সাধনায় নারী, ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য।
নাটক	ষোড়শী (১৯২৮, 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ), রমা (১৯২৮, 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ 'বিলাসী' গল্পটি বর্ণিত হয়েছে– ন্যাড়ার জবানিতে।
- ☑ 'বিলাসী' গল্প অনুসারে ন্যাড়া হলো– গল্পকথক স্বয়ং লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ☑ ন্যাড়া বিদ্যার্জন করতে যায়– দুই ক্রোশ হেঁটে।
- ☑ 'বিলাসী' গল্পে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে হতো– চার ক্রোশ হেঁটে।
- ☑ পাড়াগাঁর ছেলেদের পেটে যত ক্রোশের বিদ্যা থাকে এবং তার তেজ প্রকাশ পায়– চার ক্রোশ।
- ☑ ছেলেদের শতকরা আশিজনকে হাঁটিয়া বিদ্যালাভ করতে হয়– যাদের বাটী (বাড়ি) পল্লিগ্রামে।
- ☑ ছেলেদের সকাল যতটার মধ্যে বের হয়ে যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙতে হয়– সকাল আটটার মধ্যে।
- ☑ 'চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়' তাহলে আট মাইলের– ঢের বেশি।
- ☑ বিদ্যার জন্য খুশি হয়ে বর দেবেন– মা সরস্বতী।
- ☑ 'বিলাসী' গল্পে দুর্ভাগা বালকদের মা বলা হয়েছে– মা সরস্বতীকে।
- ☑ 'বিলাসী' গল্পে পল্লির হতশ্রী অবস্থার জন্য দায়ী–শিক্ষিত ভদ্রজন।
- ☑ 'মাস্টারকে ঠেঙানো উচিত' অভিমতটি– যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদের।
- ☑ বাঙালিদের মতে যাদেরকে গালাগালি করলে দেশ উদ্ধার হবে– ইংরেজদের।
- ☑ ন্যাড়ার স্কুলে যেতে পার হতে হয়– দু'তিনটি গ্রাম।
- ☑ পল্লির লেখা পড়ার অবস্থাটা– বিদ্যা অর্জনের চেয়ে অপকর্মের পরিধি বেশি।
- ☑ বিলাসী গল্পে যে রোগের কথা বলা হয়েছে– ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা।
- ☑ বিলাসী গল্পে রাজধানীর প্রসঙ্গ আছে– কামস্কাটকার।
- ☑ কামস্কাটকায় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে– সতেরোটি।
- ☑ 'ধুচুনি' হলো– চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।
- ☑ 'কামস্কাটকা'র হলো– রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। [উল্লেখ্য, এর প্রকৃত উচ্চারণ 'কামচাটকা' (Kamchatka)]।
- ☑ দরকারি তথ্য অবগত হওয়ার ফুরসত না থাকলে একজামিনের সময় হুমায়ুনের বাপের নাম জানতে চাইলে লেখা হত– তোগলক খাঁ।
- ☑ 'বিলাসী' গল্পে যে মুঘল সম্রাটের নাম আছে– হুমায়ুন।
- ☑ চল্লিশের কোঠা বলতে বোঝায়– চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ যে কোনো একটি সংখ্যা।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের সহপাঠীর নাম ছিল– ন্যাড়া।
- ☑ আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়।' এখানে যে, যাদের চেয়ে অনেক বড়– মৃত্যুঞ্জয় তার সহপাঠীদের চেয়ে অনেক বড়।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় পড়ত– থার্ড ক্লাসে।
- ☑ 'আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।' এখানে বলা হয়েছে– মৃত্যুঞ্জয়ের কথা।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শোনেনি– তার সহপাঠীরা।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় কখনও ওঠে নি– সেকেন্ড ক্লাসে।
- ☑ 'বিলাসী' গল্পে 'সেকেন্ড ক্লাস' বলতে বোঝানো হয়েছে– নবম শ্রেণিকে।
- ☑ 'থার্ড ক্লাস' বলতে বোঝায়– অষ্টম শ্রেণিকে।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি বলতে ছিল– প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের আপন বলতে ছিল– এক জ্ঞাতি খুড়া।
- ☑ খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের যত অংশ দাবি করত– বাগানের অর্ধেক।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটি ছিল– আম-কাঁঠালের।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটি– কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান।
- ☑ মৃত্যুঞ্জয় সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চালাতো এবং ভালো করেই চালাতো– আমের দিনে আম বাগানটা জমা দিয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'বইঁচি' কী?
ক কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ খ কাঁটাবিহীন ছোট গাছ
গ কাঁটাযুক্ত বড় গাছ ঘ কাঁটাবিহীন বড় গাছ **উ: ক**

০২. 'সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
ক প্রত্যাশা খ হতাশা গ বিষাদ ঘ ব্যঙ্গ **উ: ঘ**

০৩. মৃত্যুঞ্জয়ের আমবাগানের আয়তন কত?
ক দশ-পনের বিঘা খ পনের-কুড়ি বিঘা
গ কুড়ি-পঁচিশ বিঘা ঘ পঁচিশ-তিরিশ বিঘা **উ: গ**

০৪. 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় কতদিন শয্যাগত ছিল?
ক একমাস খ একমাস সাত দিন গ দেড় মাস ঘ আড়াই মাস **উ: খ**

০৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক প্রবাসী খ বঙ্গদর্শন গ ভারতী ঘ সবুজপত্র **উ: গ**

০৬. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে রচিত?
ক ন্যাড়া খ বিলাসী গ মৃত্যুঞ্জয় ঘ খুড়া **উ: ক**

০৭. স্বামীর মৃত্যুর কত দিন পর বিলাসী আত্মহত্যা করে?
ক পাঁচ খ সাত গ দশ ঘ পনের **উ: খ**

০৮. ন্যাড়ার সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেওয়ার কারণ কী?
ক বাঘের ভয় খ সাপের ভয়
গ মশার কামড় ঘ সাধনায় কষ্ট **উ: খ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

গৃহ
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি

নাম	পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
জন্মপরিচয়	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ ৯ ডিসেম্বর, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : জহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের। মাতা : রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। রোকেয়ার পিতা বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল।
নারীবাদী লেখিকা	তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখিকা।
স্কুল প্রতিষ্ঠা	তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।
যে নামে লিখতেন	রোকেয়ার লেখা 'মিসেস আর.এস. হোসেন' নামে প্রকাশিত হতো।
রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে 'রোকেয়া দিবস' পালিত হয়।
বিশেষ কৃতিত্ব	তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।
মৃত্যু	১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর এ মহীয়সী নারীর মৃত্যু হয়
সাহিত্যকর্ম	
গদ্যগ্রন্থ	মতিচুর (১৯০৪, প্রথম রচিত গ্রন্থ), অবরোধবাসিনী।
উপন্যাস	পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, SULTANA'S DREAM (ইংরেজি রচনা)

প্রবন্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- গৃহকর্ত্রীকে অবোধ নিরক্ষর বলা হয়েছে
- অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ।
- অধিকাংশ ভারত নারী গৃহ সুখে বঞ্চিতা।
- গৃহ বলতে শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন বোঝায়।
- 'কপালের দোষ' উক্তিটি নিঃসন্তান রমা সম্পর্কে করা হয়েছে।
- 'কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না' উক্তিটি নিঃসন্তান বিধবা রমা সম্পর্কে করা হয়েছে।
- লেখিকা রাণীকে দেখে হতাশ হলেন।
- মহম্মদীয় আইন অনুসারে নারীরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়।
- প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের জন্য বরাদ্দ– নারীর জন্য ঘর এবং পুরুষের জন্য বাহির।
- কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নেই।
- 'গৃহ' প্রবন্ধে বর্ণিত বাড়ির প্রকৃত কর্তা হন স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর।
- রাণীকে 'মূর্তিমতী বিষাদ' বলা হয়েছে।
- অমানিশীথে প্রভুর বাড়িতে দুষ্টলোক কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়।
- রমাসুন্দরীর স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির অধীশ্বর রমাসুন্দরীর দেবর।
- শরাফত উকিলের স্ত্রীর নাম হসিনা।
- লেখিকা কখনো প্রফুল্লমুখী দেখেননি কলিমের স্ত্রীকে।
- পিপাসা না থাকলে জল উপাদেয় বোধ হয় না।
- 'ঘর কি জ্বলি ... লাগি আগ' এটি হিন্দি ভাষার প্রবাদ।
- লেখিকার মতে শরাফত উকিলের বাড়ির স্ত্রীলোকদের 'বন্দিনী' বলা যেতে পারে।
- লোককথা অনুযায়ী আপন দুঃখের কথা বলতে গেলে পরনিন্দা হয়।
- রৌদ্র, বৃষ্টি ও হিম থেকে গৃহ আমাদের রক্ষা করে।
- পুরুষেরা অপরাহ্নে গৃহে ফিরে আসার জন্য উৎসুক থাকে।
- নারীদের নিকট গৃহ কারাগারতুল্য।
- জমিদারদের বংশগৌরব বাড়ির বাহির না হওয়া।
- কলিম তার ভায়রা ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করেছে।
- কলিমের ভায়রা ভাইয়ের নাম সলিম।
- শরাফতের পেশা : ওকালতি ও বোনের নাম : জমিলা।
- রাণী পনের দিন মাথায় তেল দেন না বলে লেখিকা অনুমান করেন।
- গৃহকর্ত্রীটি নায়েবের ক্রীড়াপুত্তল মাত্র।
- খদিজার স্বামীর নাম হাশেম।
- হাশেম দুই-তিনটি বিয়ে করেন।
- বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে।
- রাণীর পরনে ছিল লালপেড়ে বিলাতি ধুতি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. গৃহী দিনশেষে কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় কোথায় আসে?
(ক) কর্মক্ষেত্রে (খ) বাজারে
(গ) দোকানে (ঘ) গৃহে **উ: ঘ**

০২. 'গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বোঝায়' এখানে শান্তি-নিকেতন দ্বারা বোঝানো হয়েছে-
(ক) আশ্রম (খ) শিক্ষাকেন্দ্র
(গ) শান্তির ঘর (ঘ) বিদ্যালয় **উ: গ**

০৩. গৃহীকে রোদ-বৃষ্টি-হিম হতে রক্ষা করে কে?
(ক) গৃহ (খ) ছাতা
(গ) গৃহকর্ত্রী (ঘ) পশুপাখি **উ: ক**

০৪. গৃহ গৃহীকে রোদ-বৃষ্টি-হিম হতে কীভাবে রক্ষা করে?
(ক) সুখ দিয়ে (খ) ঘুমাতে দিয়ে
(গ) নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে (ঘ) মাথার ওপর ছায়া দিয়ে **উ: ঘ**

০৫. পশুপাখিরা কোথায় নিজেদের নিরাপদ মনে করে?
(ক) গাছের ডালে (খ) মুক্ত আকাশে
(গ) গহিন বনে (ঘ) নিজ গৃহে **উ: ঘ**

০৬. 'সংসারক্ষেত্র' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) গৃহকর্ম (খ) পরিবার
(গ) কর্মস্থল (ঘ) সংসারের মোহ **উ: গ**

০৭. পুরুষেরা কখন ঘরে ফিরে আসার জন্য উৎসুক থাকে?
(ক) সন্ধ্যাবেলা (খ) রাতে
(গ) দুপুরে (ঘ) অপরাহ্নে **উ: ঘ**

০৮. ভারত নারীরা 'গৃহসুখে বঞ্চিতা' হওয়ার কারণ কী?
(ক) তারা দুর্বল (খ) তারা অবলা
(গ) তারা পরাধীন (ঘ) তারা ভীতু **উ: গ**

০৯. 'গৃহ' প্রবন্ধে কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণির অবলার অবস্থা কেমন বলা হয়েছে?
(ক) শান্তিময় (খ) করুণ
(গ) শোচনীয় (ঘ) মর্মান্তিক **উ: গ**

১০. অন্তঃপুরের পর্দা উঠিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখালে কারা অত্যন্ত ব্যথিত হবেন?
(ক) ভগ্নিগণ (খ) ভ্রাতৃগণ
(গ) কন্যাগণ (ঘ) পুত্রগণ **উ: খ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

আহ্বান
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি	
লেখক	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্মপরিচয়	১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মামাবাড়িতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস : ব্যারাকপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। পিতা : মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : মৃণালিনী দেবী। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য।
কর্মজীবন/পেশা	শিক্ষকতা : হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুল, সোনারপুর হরিনাভি স্কুল, কলকাতা ঘেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুল।
পুরস্কার	'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ (মরণোত্তর)।
মৃত্যু	তিনি ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মারা যান।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮), ইছামতি, দৃষ্টি প্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, অশনি সংকেত (১৯৫৯)।
ছোটগল্প	মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নর দল (১৯৩৮), জন্ম ও মৃত্যু, বিধুমাস্টার, মুখ ও মুখশ্রী।
আত্মজীবনী	তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।
ভ্রমণকাহিনি	অভিযাত্রিক (১৯৪০), স্মৃতি রেখা।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- লেখকের পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে গজিয়েছে– জঙ্গল।
- লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধু– গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।
- লেখক কীভাবে প্রণাম করলেন– প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে।
- 'বললেন– এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।' উক্তিটি– চক্কোত্তি মশায়ের।
- 'দীর্ঘজীবী হও' লেখককে এ কথা বললেন– গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।
- অন্তত খড়ের ঘর উঠাতে অনুরোধ করল– চক্কোত্তি মশায়সহ আরও অনেকে।
- বুড়ির আছে– নাতজামাই।
- বুড়ি লেখকের জন্য সর্বপ্রথম এনেছিল– আম।
- 'আহ্বান' গল্পে 'দেশে' বলতে বোঝানো হয়েছে– গ্রামকে বোঝানো হয়েছে।
- লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি'– ভেঙেচুরে গিয়েছিল।
- লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি' পরিত্যক্ত হয়েছিল বোঝাতে যে বাগ্‌বিধিটির প্রয়োগ ঘটেছে– ভিটেতে জঙ্গল গজানো।
- 'সামান্য মাইনে পাই' বলতে লেখক বুঝিয়েছেন– বাড়ি-ঘর করার মতো যথেষ্ট বেতন লেখক পান না।
- গ্রামে এসে লেখকের ভালো লাগার কারণ– গ্রামের লোকদের আতিথেয়তা।
- বুড়ি 'এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না' বলতে বুঝিয়েছে– বৃদ্ধার অতীতের সচ্ছলতার কথা।
- লেখক কলকাতা চলে গেলেন– ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায়।
- চালাঘর তোলার জন্য লেখককে খড়-বাঁশ দিতে চেয়েছিলেন– চক্কোত্তি মশায়।
- লেখকের কলকাতায় বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি– কর্মব্যস্ততার কারণে।
- বুড়ি লেখককে কী বলে ডাকত– অ গোপাল।
- কথক আমগাছের ছায়ায় দেখতে পেয়েছিল– বৃদ্ধাকে।
- 'আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা' এখানে 'তেনার' বলতে বোঝানো হয়েছে– বুড়ির স্বামী।
- 'গোলাপোরা ধান' এখানে 'পোরা' অর্থ– ভরা।
- লেখক তার খড়ের তৈরি নতুন ঘরে উঠলেন– জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে।
- বুড়ির সাথে লেখকের দেখা হয়– বাজারে যাওয়ার পথে।
- বুড়ি লেখকের জন্য দুধ এনেছিল– হাজরা ব্যাটার বউয়ের এর কাছ থেকে।
- বুড়ি লেখকের জন্য শসার জালি এনেছিল– দুইটি।
- বুড়ি লেখককে দেখতে যেতে বলেছিল– বুড়ির ঘর।
- বুড়ি লেখকের জন্য বুনে রেখেছিল– খাজুর পাতার চাটাই।
- পুনরায় লেখক গ্রামে এল– পাঁচ-ছয় মাস পরে।
- বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিল– গোপালকে দেখে।
- পুনরায় লেখক গ্রামে এসেছিল– আশ্বিন মাসের শেষে।
- আম দেখে লেখক জিজ্ঞেস করলেন– ও আম কীসের।
- লেখকের জন্য বুড়ির আম আনার ভিতরে ফুটে উঠেছে– অপত্য স্নেহ।
- 'আহ্বান' গল্পে 'গাছের আম' বলতে বোঝানো হয়েছে– গাছ থেকে পাড়া আম।
- বুড়ির সম্বোধনে লেখকের বড় ভালো লাগার কারণ– ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন।
- যে গাছের তলায় বসে বুড়ি আপন মনে বকে গেল– কাঁঠাল।
- 'গোপাল' সম্বোধনের প্রেক্ষিতে লেখক বুড়িকে তুলনা করেন– মা-পিসিমার সঙ্গে।
- গ্রামে লেখক খাওয়া-দাওয়া করতেন– খুড়োমশায়ের বাড়ি।
- হাজরা ব্যাটার বউ জীবনযাপন করে– ধান ভেনে।
- 'আহ্বান' গল্পে লেখকের প্রতি বুড়ির অনুযোগকে তুলনা করা হয়েছে– মা-পিসিমার অনুযোগের সাথে।
- লেখকের গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল– দুধের দাম জিজ্ঞাসাকালে।
- 'বসতে দে' এ কথাটি বুড়ি বলল– দুইবার।
- লেখক পুনরায় ছুটিতে বাড়ি আসেন– শরতের ছুটিতে।
- বুড়ির মৃত্যুর খবর লেখক কার কাছে শুনল– দিগম্বরীর কাছে।
- লেখক এসেছে শুনে দেখা করতে এলো– বুড়ির নাতজামাই।
- বুড়ির মাথায় ছিল– একটা মলিন বালিশ।
- বুড়ি শুয়ে ছিল– একটা মাদুরের ওপর।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'আহ্বান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক আওবান্ খ আওভান্ গ আহ্ববান ঘ অহ্ববান **উ: ঘ**

০২. 'গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক নসরের খ বুড়ির পাতানো মেয়ের
গ চক্কোত্তি মশায়ের ঘ লেখকের **উ: ঘ**

০৩. 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল' কোন জাতীয় রচনার সংকলন?
ক কাব্য খ ছোটগল্প গ নাটক ঘ প্রবন্ধ **উ: খ**

০৪. 'কেন বাবা, পয়সা কেন?' বুড়ির এ বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক বুড়ির বদান্যতা খ বুড়ির স্নেহ-ভালোবাসা
গ বুড়ির সৌজন্যবোধ ঘ বুড়ির সম্ভ্রমবোধ **উ: খ**

০৫. 'চক্কোত্তি' কোন উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ?
ক কমলাকান্ত খ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ মুখোপাধ্যায় ঘ চক্রবর্তী **উ: খ**

০৬. কোন মাসের ছুটিতে গোপাল (গল্পকথক) এসে নতুন ঘরখানায় ওঠেন?
ক বৈশাখ খ জ্যৈষ্ঠ গ ভাদ্র ঘ আশ্বিন **উ: খ**

০৭. বুড়ির স্বামী কীসের কাজ করতেন?
ক করাতের খ মুচির গ ফেরিঘাটের ঘ নৌকার **উ: ক**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

আমার পথ
কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি	
জন্মপরিচয়	জন্ম : ২৫ মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬), বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম। পিতা : কাজী ফকির আহমেদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।
সম্মাননা	১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কবিকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।
জীবনাবসান	১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, ফণি-মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক, পুবের হাওয়া, ঝিঙেফুল।
উপন্যাস	বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।
গল্প	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।

প্রবন্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ 'কর্ণধার' অর্থ- নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি।
- ☑ 'আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।' বাক্যটি- 'আমার পথ' প্রবন্ধের।
- ☑ কবি তাঁর স্বীয় সত্যকে অভিবাদন জানাচ্ছেন- সালাম-নমস্কার জানিয়ে।
- ☑ যে পথ কবির কাছে বিপথের- সত্যের বিরোধী পথ।
- ☑ যে ভয় কবিকে বিপথে নিয়ে যাবে না- রাজভয়-লোকভয়।
- ☑ বাইরের কোনো ভয়ই কিছুই করতে পারে না- সত্যি করে সত্যকে চিনলে ও অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকলে।
- ☑ কে বাইরে ভয় পায়- যার ভিতরে ভয়।
- ☑ মিথ্যাকে ভয় করে না- যে মিথ্যাকে চেনে।
- ☑ 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের গুরু- সত্য।
- ☑ দম্ভ নয়, অহংকার নয়- নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু বলে জানা।
- ☑ মানুষের মনে আপনা-আপনি একটা জোর আসে- নিজকে চিনলে।
- ☑ 'মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো।' উক্তিটি- 'আমার পথ' প্রবন্ধের।
- ☑ নিজের সত্যকে অস্বীকার করা হয়- অতি বিনয় প্রকাশে।
- ☑ কবি নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন- অভিশাপ রথের সারথি হিসেবে।
- ☑ যেখানে অবিনয় নিশ্চয় থাকে- স্পষ্টবাদিতায়।
- ☑ নিজের প্রতি বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন- মহাত্মা গান্ধী।
- ☑ আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে- পরাবলম্বন।
- ☑ 'আমি আছি' এ কথা না বলে আমরা বলতে লাগলাম- গান্ধীজি আছেন।
- ☑ 'আমি আছি' বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে মূলত বোঝানো হয়েছে- আমি নিজে আছি।
- ☑ সবচেয়ে বড় দাসত্ব- পরাবলম্বন।
- ☑ আত্মনির্ভরশীলতা আসে- আত্মাকে চিনলে।
- ☑ 'ডোন্ট কেয়ার' বলতে বোঝানো হয়- কোনো কিছুকে পরোয়া না করা।
- ☑ দেশের শত্রুকে দূর করতে প্রয়োজন- আগুনের সম্মার্জনা।
- ☑ কবি আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে বের হলেন- দেশের মঙ্গলার্থে।
- ☑ 'সম্মার্জনা' অর্থ- ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা। [রাবি A ১৯-২০]
- ☑ সত্যকে পাওয়া যায়- ভুলের মধ্য দিয়ে।
- ☑ আত্ম-পরিচয়ের শিখা নিভে যায়- মিথ্যায়।
- ☑ সবচেয়ে বড় ধর্ম- মানুষ ধর্ম।
- ☑ 'মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল', আদত মিল- সত্যের।
- ☑ মানুষ নিজ মনের মধ্যে জোর অনুভব করে- নিজেকে চেনার মাধ্যমে।
- ☑ আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি- নিজকে চেনা, নিজের সত্যকে গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা।
- ☑ মহাত্মা গান্ধী নজরুলের কণ্ঠে যে গান শুনে মুগ্ধ হন- চরকার গান।
- ☑ 'গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য।' 'গলদ' শব্দটির অর্থ - ভুল, দোষ
- ☑ কেউ কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করে- নিজের সত্যকে গুরু মনে কর
- ☑ প্রাবন্ধিক নতুন পথে যাত্রা করলেন- যে সমাজে পচন ধরেছে তাকে ভেঙে দিতে।
- ☑ নিজেকে জানো উক্তিটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে- আত্মবিশ্বাস
- ☑ 'একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।' যেভাবে মানুষ এ দাসে পরিণত হয়- পরের অবলম্বন করে।
- ☑ 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বিখ্যাত বাণীটি ছাপা হয়- 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।'
- ☑ 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) যে কবিতা প্রকাশিত হয় তিনি গ্রেফতার হন- আনন্দময়ীর আগমনে।
- ☑ কাজী নজরুল ইসলাম যে দৈনিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন- সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ (১৯২০)।
- ☑ 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গে যে দুজন নেতা যুক্ত ছিলেন- কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ ও শেরে বাংলা ফজলুল হক।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. মানুষ কখন আপন সত্য ছাড়া অন্যকে কুর্নিশ করে না?
(ক) নিজে বলবান হলে (খ) নিজে আদর্শবান হলে
(গ) নিজেকে চিনলে (ঘ) সর্বদা চিন্তা করলে **উ: গ**

০২. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কেন প্রলয় আসবে বলা হয়েছে?
(ক) নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে (খ) ধ্বংসের লক্ষ্যে
(গ) মৃত্যুর লক্ষ্যে (ঘ) অন্যান্য অনিবার্য কারণে **উ: ক**

০৩. 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে কোনটি অন্তরের শক্তিকে খর্ব করে?
(ক) ভুল (খ) অন্যায় (গ) অনাচার (ঘ) মিথ্যা **উ: ঘ**

০৪. পচে যাওয়া সমাজের কী না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না?
(ক) ধ্বংস (খ) ক্ষয় (গ) পতন (ঘ) মৃত্যু **উ: ক**

০৫. ভুল করছে বুঝেও কীসের খাতিরে প্রাবন্ধিক ভুলটাকে ধরে থাকবে না?
(ক) অহংকার (খ) জেদ (গ) অভিমান (ঘ) সম্মানহানি **উ: ঘ**

০৬. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কে সবাইকে নিজের উপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন?
(ক) ম্যান্ডেলা (খ) ইন্দিরা গান্ধী (গ) রাজীব গান্ধী (ঘ) মহাত্মা গান্ধী **উ: ঘ**

০৭. লেখক 'অস্থিমজ্জায় পচন ধরা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
(ক) তৎকালীন ব্রিটিশকে (খ) তৎকালীন বাংলাদেশকে
(গ) তৎকালীন ভারতকে (ঘ) তৎকালীন পাকিস্তানকে **উ: গ**

০৮. মহাত্মা গান্ধী যা শেখাচ্ছিলেন-
(ক) স্বাবলম্বন (খ) নিজ শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন
(গ) আত্মনির্ভরশীলতা (ঘ) সবগুলো **উ: ঘ**

০৯. কোন ধর্ম সবচেয়ে বড় বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন?
(ক) মানুষের ধর্ম (খ) প্রকৃতির ধর্ম
(গ) জীবজগতের ধর্ম (ঘ) প্রাণিজগতের ধম **উ: ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

মানব-কল্যাণ
আবুল ফজল

লেখক পরিচিতি

জন্মপরিচয়	আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তাঁর পিতার নাম ফজলুর রহমান।
সাহিত্যরীতি	আবুল ফজল মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়া জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য তিনি 'জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।
পুরস্কার/ সম্মাননা	উপন্যাসে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮০) লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।
মৃত্যু	১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে চট্টগ্রামে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), রাঙা প্রভাত (১৯৫৭)।
গল্পগ্রন্থ	১৯৪০), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)।
নাটক	১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬)।
প্রবন্ধ	বিচিত্র কথা (১৯৪০), সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), মানবতন্ত্র (১৯৬৪), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, শুভবুদ্ধি।
দিনলিপি/ আত্মকথা	রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)।
জীবনী ও স্মৃতিকথা	সাংবাদিক মজিবর রহমান (১৯৬৭), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮)।

প্রবন্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের রূপশ্রেণি–**একটি সংকীর্ণতামুক্ত উদার চেতনামূলক প্রবন্ধ।**
☑ 'মানব-কল্যাণ' হচ্ছে– সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস।
☑ 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলবাণী/মর্মবাণী বা উপজীব্য বিষয়– **সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।**
☑ 'মানব-কল্যাণ' অলৌকিক কিছু নয়, তা– জাগতিক মানবধর্ম।
☑ আমরা 'মানব-কল্যাণ' মনে করে থাকি– **একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকে।**
☑ মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্য– **মানবাধিকার ও মনুষ্যত্বের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিলাভ।**
☑ নিচের হাত– **গ্রহীতা অর্থাৎ যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে।**
☑ ওপরের হাত– **দাতা অর্থাৎ যে হাত তুলে ওপর থেকে বর্ষণ করে।**
☑ আবুল ফজলের সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়– **আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ।**
☑ মানব-কল্যাণের সোপান– **মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে ওঠার যথাযথ ক্ষেত্র রচনা করা।**
☑ দান খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করা– **সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।**
☑ মানব-কল্যাণের অন্যতম অন্তরায়– **রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনাগত বিভাজন।**

☑ মানব-কল্যাণ– **অবিচ্ছিন্ন ও সমাজ সম্পর্কিত প্রক্রিয়া।**
☑ মানব-কল্যাণের উৎস নিহিত– **মানুষের মর্যাদাপূর্ণ বৃদ্ধির মধ্যে এবং মানুষের মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যে।**
☑ নিজের মনুষ্যত্ব আর মানব মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হয়– **অনুগৃহীত আর ভিক্ষুক।**
☑ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো– **প্রশাসন চালানো আর জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।**
☑ **সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ বা ইউনিট–** পরিবার।
☑ **মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান রচনার দায়িত্ব–** পরিবার, সমাজ আর রাষ্ট্রের।
☑ **নবি ভিক্ষুককে দিয়েছিলেন–** একটি কুড়াল।
☑ **কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব–** মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথে।
☑ **সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক–** অকাতরে দান-খয়রাত করা।
☑ **মুক্তবুদ্ধি হচ্ছে–** সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতা।
☑ **অস্তিত্ববাদের মূলকথা–** ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান।
☑ **সব রকম কল্যাণ-কর্মেরই–** সামাজিক পরিণতি রয়েছে।
☑ **মানুষের কল্যাণ করা যায় না–** ভিক্ষুকদের মনোভাব নিয়ে।
☑ **'রেডক্রস' যে ধরনের সংস্থা–** সেবাধর্মী সংস্থা।
☑ **মানব-কল্যাণের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক–** মানব-মর্যাদার।
☑ **রাষ্ট্র কীসের প্রতীক–** জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার।
☑ **শ্রেষ্ঠ কী দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হয়–** পরিকল্পনার দ্বারা।
☑ **সত্যিকার মানব-কল্যাণ–** মহৎ চিন্তা-ভাবনার ফসল।
☑ **রাষ্ট্রের বৃহত্তর দায়িত্ব–** জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা।
☑ **মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান–** মানবিক বৃত্তি বিকাশ রচনা করা।
☑ **যে মনোভাব নিয়ে কারও কল্যাণ করা যায় না–** ভিক্ষুকদের মনোভাব নিয়ে।
☑ **কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব–** মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
ⓚ চৌচির ⓚ মানবতন্ত্র ⓖ রাঙা প্রভাত ⓖ মাটির পৃথিবী উ: খ

০২. 'চৌচির' কোন ধরনের রচনা?
ক) নাটক খ) প্রবন্ধ গ) উপন্যাস ঘ) ছোটগল্প উ: গ

০৩. আবুল ফজলের লেখা 'মৃতের আত্মহত্যা' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
ক) প্রবন্ধগ্রন্থ খ) গল্পগ্রন্থ গ) নাট্যগ্রন্থ ঘ) কাব্যগ্রন্থ উ: খ

০৪. কোন কাজ মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে?
ক) অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করা খ) অপরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া
গ) মানবসেবায় নিয়োজিত হওয়া ঘ) ভিক্ষা প্রদান করা উ: ঘ

০৫. কোন বিষয়টি আমরা সাধারণত উপলব্ধি করি না?
ক) মানুষকে অপমানিত করার খ) মানুষকে বঞ্চিত করার
গ) মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার ঘ) মানুষকে সহযোগিতার করার উ: গ

০৬. 'নিচের হাত' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
ক) পরোপকারী খ) মহৎ হৃদয় গ) গ্রহীতা ঘ) দাতা উ: গ

০৭. 'ওপরের হাত' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
ক) মহৎ হৃদয়কে খ) গ্রহীতাকে গ) দাতাকে ঘ) শুভাকাঙ্ক্ষীকে উ: গ

০৮. দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?
ক) বিষণ্ণতা খ) সততা গ) মৌনতা ঘ) দীনতা উ: ঘ

০৯. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
ক) মুখমণ্ডলে খ) অন্তর মাঝে
গ) সর্ব অবয়বে ঘ) হৃদয়ের গভীরে উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

মাসি-পিসি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃপ্রদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম : মানিক।
জন্মপরিচয়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯ মে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক বাড়ি : ঢাকার বিক্রমপুর। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : নীরদাসুন্দরী দেবী।
সম্পাদক	তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
মৃত্যু	কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এই কথাসাহিত্যিক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	জননী (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬), আরোগ্য (১৯৫৩), চিহ্ন, অহিংসা (১৯৪১), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), হরফ (১৯৫৪), চিহ্ন (১৯৪৭), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), শহরতলী, পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)।
প্রবন্ধগ্রন্থ	লেখকের কথা।
ছোটগল্প	অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), ছোট বড় (১৯৪৮), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), মাটির মাশুল, উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ।
নাটক	ভিটেমাটি (১৯৪৬)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ শেষবেলায় খালের অবস্থা থাকে– পুরো ভাটা (পানি পুরো নিচে নেমে যায়)।
- ☑ 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লেখকৃত পুলটি– কংক্রিটের তৈরি।
- ☑ পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তুলে দেওয়া হচ্ছিল– তিনজনের মাথায়।
- ☑ তিনজনের মাথায় বহন করা খড় জমা হচ্ছিল– উপরের মস্ত গাদায়।
- ☑ 'সালতি' হচ্ছে– শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা।
- ☑ সালতি থেকে মাথার উপরে খড় তুলে নিচ্ছিল– দুইজন।
- ☑ কৈলাশের মাথার চুল ছিল– কদমছাঁটা রুক্ষ।
- ☑ 'দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে।' এ দুজন– মাসি ও পিসি।
- ☑ প্রৌঢ়া বিধবা দুজনেরই কোমরে বাঁধা ছিল– ময়লা মোটা থানের আঁচল।
- ☑ 'মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ।' বৌটি– আহ্লাদি।
- ☑ 'আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।' যার মুখের কথা বলা হয়েছে– আহ্লাদির।
- ☑ 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লেখকৃত নৌকার মাঝখানে বসেছিল– আহ্লাদি।
- ☑ অল্পবয়সি বৌটির পরনে ছিল– গায়ে জামা, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি।
- ☑ মাসি-পিসি সালতি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল– শেষবেলায়।
- ☑ আহ্লাদিকে দেখে নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে– বুড়ো রহমানের।
- ☑ 'মাসি-পিসি' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- ☑ গল্পের শেষে মাসি-পিসি কীসের আয়োজন করে রাখে– যুদ্ধের।
- ☑ যে গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে বসে আছে– কাঁঠালগাছ।
- ☑ আহ্লাদির স্বামীর নাম– জগু।
- ☑ মাসি-পিসি উপোস করেছিল– শুক্লপক্ষের একাদশীর।
- ☑ 'ও মাসি, ওগো পিসি রাখো রাখো। কথা আছে শুনে যাও।' উক্তিটি– কৈলাশের।
- ☑ পিসি কী হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে– রামদার মতো কাটারি।
- ☑ মাসি-পিসি সর্বপ্রথম যার নাম ধরে ডাক দেয়– ও বাবাঠাকুর।
- ☑ কাদের ওপর রাগই গ্রামবাসীদের প্রতিবাদমুখী করেছে– গোকুল ও দারোগা।
- ☑ যাদের ঘরের মেয়েকে অন্য ঘরে পাঠানোর জন্য আগুন দিয়েছিল– সোনাদের।
- ☑ আহ্লাদির বাবার আমলের আছে– গামলা।
- ☑ কৈলাশ বয়সের দিক দিয়ে– মধ্যবয়সি।
- ☑ মাসি কী হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে– বঁটি।
- ☑ [illegible] যে গাছের ছায়ায় বসে আছে– কাঁঠাল।
- ☑ নারী হয়েও [illegible] নেতৃত্ব দান করে এমন গল্প– মাসি-পিসি।
- ☑ কয়জন ব্যক্তির মাথায় চড়ে গিয়ে খড় জমা হচ্ছে মস্ত গাদায়– তিনজন।
- ☑ আহ্লাদির শরীরে শাড়ি ছিল– সাদা রঙের।
- ☑ কৈলাশের ভাষ্য অনুযায়ী জগুর সাথে তার দেখা হয়েছিল– চায়ের দোকানে।
- ☑ মাসি-পিসি জগুকে আপ্যায়ন করেছিল– ছাগল বিক্রি করে।
- ☑ 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো' এটা– মাসির কথা।
- ☑ আহ্লাদির বাবা-মা-ভাই মারা যায়– কলেরা রোগে।
- ☑ যার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে– বুড়ো রহমানের।
- ☑ দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়েছিল– আহ্লাদির বাবা।
- ☑ মাসি-পিসি যার আশ্রয়ে ছিল– আহ্লাদির বাবার।
- ☑ 'হাঁকাহাঁকি' যে সমাস– হাঁকাতে হাঁকাতে যে ডাক (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।
- ☑ শহরে গিয়ে শাক-সবজি বিক্রি করার প্রস্তাব করে–মাসি।
- ☑ মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে– গোকুল।
- ☑ বাইরে থেকে হাঁক আসে– কানাই চৌকিদারের।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. মাসি ও পিসি উভয়ই–
ⓚ সধবা নারী ⓚ বিধবা নারী ⓖ কুলীন নারী ⓖ প্রিয়ংবদা নারী — উ: খ

০২. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়?
(ক) কবি (খ) পুতুলনাচের ইতিকথা
(গ) জননী (ঘ) মাঝির ছেলে — উ: ক

০৩. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ — উ: খ

০৪. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ–
(ক) মানবিকতা (খ) নমনীয়তা
(গ) সামাজিকতা (ঘ) পুরুষতান্ত্রিকতা — উ: ক

০৫. 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ' উক্তিটির মধ্যে কী ফুটে উঠেছে?
(ক) সময়ের স্বল্পতা (খ) অভিপ্রায়
(গ) অবহেলা প্রদর্শন (ঘ) মানুষের ভয় — উ: ক

০৬. বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে কোথায় যেতে হতো বলে লেখক সন্দেহ করেছেন?
(ক) বাপের বাড়ি (খ) মাসির বাড়ি
(গ) শ্বশুরবাড়ি (ঘ) গোকুলের বাড়ি — উ: গ

০৭. পিসি কৈলেশকে আসি বলার তাগিদ দেয় কেন?
(ক) বেলা নেই বলে (খ) মোদ্দাকথা শোনার অভিপ্রায়
(গ) সময় নষ্ট হচ্ছে বলে (ঘ) আহ্লাদি উদ্বিগ্ন বলে — উ: ক

০৮. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটগল্প?
(ক) সরীসৃপ (খ) হারানের নাতজামাই
(গ) টিকটিকি (ঘ) অতসীমামী — উ: ঘ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

বায়ান্নর দিনগুলো
শেখ মুজিবুর রহমান

লেখক পরিচিতি	
জন্মপরিচয়	জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা : শেখ লুৎফর রহমান, মাতা : সায়েরা খাতুন।
যুগ্মসম্পাদক	১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন।
৬ দফা দাবি পেশ	১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন।
স্বাধীনতা ঘোষণা	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত	১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।
	১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তিনি ছাত্র-জনতার সংবর্ধনা সমাবেশে তোফায়েল আহমেদের ঘোষণায় 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
	১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন। (১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।)
জীবনাবসান	১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।
সাহিত্যকর্ম	
গ্রন্থ	অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), কারাগারের রোজনামচা (২০১৭), আমার দেখা নয়াচীন (২০২০), আমার কিছু কথা (প্রবন্ধ)।

রচনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলগেটে নেওয়া হয়– ১৫ ফেব্রুয়ারির সকালে।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জেলগেটে আনা হয়েছিল– মহিউদ্দিন আহমদকে।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে পাঠানো হয়– ফরিদপুর জেলে।
- ☑ নারায়ণগঞ্জ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের যাওয়ার কথা ছিল– রাত এগারোটার জাহাজে।
- ☑ পাকিস্তান হওয়ার সময় সুবেদার ছিল– গোপালগঞ্জ।
- ☑ সুবেদারের বাড়ি– বেলুচিস্তান।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত– সুবেদার।
- ☑ 'আমি কপাল, কিসমত।' কথাটি বলেছিলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়– ট্যাক্সিতে করে।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমান নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ স্টেশনে আসেন– রাত এগারোটায়।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা হয়েছিল– গোয়ালন্দ ঘাট।
- ☑ গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শেখ মুজিবুর রহমান আসেন– ট্রেনে।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়– দুইদিন পর।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হয়– অনশনের ৪ দিন পর।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কেটেছিল– ২১ ফেব্রুয়ারিতে।
- ☑ ২১ ফেব্রুয়ারিতে মানুষ আন্দোলন করেছিল– মাতৃভাষা রক্ষার।
- ☑ ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলে– ২২ ফেব্রুয়ারি।
- ☑ মানুষ পদে পদে ভুল করে– পতন এলে।
- ☑ ১৯৫২ সালে ক্ষমতায় ছিল– মুসলীম লীগ।
- ☑ নূরুল আমিন ছিলেন– তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী।
- ☑ খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি– নারায়ণগঞ্জ।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল– ২৭ ফেব্রুয়ারি।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ এনেছিল– ডেপুটি জেলার।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ এসেছিল– ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত আটটায়।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির অর্ডার এসেছিল– রেডিওগ্রামে।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমান যখন জেলে যান তখন কামালের বয়স– মাত্র কয়েক মাস।
- ☑ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন– খয়রাত হোসেন।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার জন্য নিন্দিত– খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।
- ☑ শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়েছিল– সরকারি নির্দেশে।
- ☑ বঙ্গবন্ধু কোথায় পৌঁছে খবর পেলেন জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে– নারায়ণগঞ্জ ঘাটে।
- ☑ 'ইলেকশন' শব্দের অর্থ– নির্বাচন।
- ☑ মহির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কথা বলতে বাধা দিলেন– আইবি।
- ☑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলগেটের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে সহায়তা চান– চায়ের দোকানের মালিকের কাছে।
- ☑ বঙ্গবন্ধুর গলা জড়িয়ে পড়ে রইল– জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাল।
- ☑ জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়– শাসকগোষ্ঠী।
- ☑ বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো– স্ট্রেচারে করে।
- ☑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে হাজির হয়েছিল– জমাদার সাহেব।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভাষা কেমন?
ⓚ কাব্যিক ⓛ তেজোদীপ্ত ⓜ সহজ সরল ⓝ জটিল — উ: গ

০২. খয়রাত হোসেন কত বছর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন?
(ক) সাত (খ) আট (গ) দশ (ঘ) এগার — উ: ঘ

০৩. 'তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' এ কথা কে বলেছে?
(ক) হাচু (খ) কামাল (গ) নাসের (ঘ) রাসেল — উ: খ

০৪. 'কিসমত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ফরাসি (ঘ) পর্তুগিজ — উ: ক

০৫. ভাষার ব্যাপারে কোনো কোনো মওলানা কী জারি করেছিলেন?
(ক) আইন (খ) ধনুকবাণ (গ) ফতোয়া (ঘ) সমন — উ: গ

০৬. জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়েছিলেন কে?
(ক) ডেপুটি জেলার (খ) সিভিল সার্জন
(গ) রাজনৈতিক সহকর্মী (ঘ) কর্মচারী — উ: গ

০৭. ফরিদপুর জেল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?
(ক) চারটি (খ) তিনটি (গ) দুইটি (ঘ) পাঁচটি — উ: ক

০৮. ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন?
(ক) ঢাকা (খ) নারায়ণগঞ্জ (গ) ফরিদপুর (ঘ) কাশিমপুর — উ: গ

০৯. 'বায়ান্নর দিনগুলো' অনুসারে জেলখানায় অনশনকারীর সংখ্যা কতজন?
(ক) দুইজন (খ) চারজন (গ) তিনজন (ঘ) পাঁচজন — উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

রেইনকোট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

লেখক পরিচিতি	
লেখক	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
পিতৃদত্ত নাম	আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস।
কর্মজীবন/পেশা	তিনি প্রভাষক হিসেবে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক; মিউজিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ; প্রাইমারি শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরিচালক; মুফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন।
পুরস্কার	১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৯৬ সালে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।
মৃত্যু	১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায় মারা যান।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)।
গল্পগ্রন্থ	অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৭), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।
প্রবন্ধ	সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৮)।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কখন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং কী বারে– ভোররাত থেকে। বারটি হলো মঙ্গলবার।
- কলেজের উর্দুর প্রফেসরের নাম– আকবর সাজিদ।
- বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে– প্রিনসিপ্যালের পিওন।
- পিওন ইসহাকের বক্তব্যে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার ফাটিয়ে দিয়েছে– মিসক্রিয়েন্ট।
- ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারটি– কলেজের সামনের দেয়াল ঘেঁষে।
- দেয়ালের পর– বাগান ও টেনিস লন।
- প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা মারা অর্থ– মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা।
- ইসহাক জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়– বেবি ট্যাক্সি চড়ে।
- নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়– মিন্টুর জন্য।
- 'আগে বাড়ো' ড্রাইভারকে এই নির্দেশনা দেয়– মিলিটারি।
- মিন্টু মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকে চলে যায়– ২৩ জুন।
- পূর্বদিকের জানালা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে– বিল আর ধানক্ষেত।
- পিওন ঘরে ঢুকলে নুরুল হুদার ইচ্ছে করে– জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে।'
- 'রেইনকোট' গল্পে যে ঋতুর উল্লেখ আছে– হেমন্ত ও বর্ষা।
- মিলিটারির নেতৃত্বে আছেন– কর্নেল।
- কাকে এখন মিলিটারির কর্নেল বলা চলে এবং তাকে দেখলে সকলেই যেমন হয়– ইসহাক মিয়াকে। সকলেই তটস্থ হয়।
- প্রিনসিপ্যাল দিন-রাত দোয়া দরুদ পড়ছে– পাকিস্তানিদের জন্য।
- রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে– সিচুয়েশন নর্মাল।
- এপ্রিল মাস থেকে ইসহাক যে ভাষায় কথা বলে– উর্দু।
- 'রেইনকোট' গল্পে হাঁপানির টান আছে– নুরুল হুদার।
- 'রেইনকোট' গল্পের গল্পকথকের স্ত্রীর নাম– আসমা।
- আসমা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে– মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে।
- পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামেগঞ্জে গিয়েই প্রথমে কামান তাক করেছে– শহিদ মিনারের দিকে।
- নুরুল হুদা মগবাজার থেকে বাড়ি শিফট করে– জুলাইয়ের পয়লা তারিখে।
- 'এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার' উক্তিটি– কিসিনজার সাহেবের।
- ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের শ্বশুর– সর্দার গোছের রাজাকার।
- নুরুল হুদার মেয়ের ও ছেলের বয়স– মেয়ে : আড়াই এবং ছেলে : পাঁচ বছর।
- প্রিনসিপ্যাল কথা বলেন– খ্যাসখ্যাসে গলায়।
- 'আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না।' উক্তিটি– নিচের তলার ভদ্রলোকের।
- মিলিটারি আসার পর থেকে নুরুল হুদা বাড়ি বদল করে– চারবার।
- প্রিনসিপ্যাল তোয়াজ করে– আকবর সাজিদকে।
- বাচাল টাইপের ছেলে– দোকানদার ছেলেটা।
- একটা জিপ উড়িয়ে দেওয়ার খবর নুরুল হুদাকে দেয়– দোকানদার ছেলেটা।
- প্রথমে যে দুজন বাস থেকে নামে তারা– একটা চোর আরেকটা পকেটমার।
- কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছে– আসাদ গেটে বাসস্টপেজে।
- নুরুল হুদা বাস থেকে নামে– নিউমার্কেট।
- কলেজে আলমারি আনা হয়েছে– দশটি।
- দুটি ঘুষি মারার পর নুরুল হুদাকে খাওয়ানো হয়– পাউরুটি আর দুধ।
- নুরুল হুদার পাছায় বাড়ি পড়ছে– সপাৎ সপাৎ করে।
- ক্রাক-ডাউনের রাত কাতে বোঝানো হয়– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতকে।
- মিসক্রিয়ান্টরা কলেজে ঢুকেছিল– কুলির ছদ্মবেশে।
- কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজানোর সময় যে ঋতু চলছিল– বর্ষা।
- নুরুল হুদার কলিগরা ফিসফিস করে– স্টাফ রুমে বসে।
- 'রেইনকোট' গল্পে কলেজের যে যে ডিপার্টমেন্টের নাম উল্লেখ আছে– বোটানি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইংরেজি, কেমিস্ট্রি, উর্দু।
- পাকিস্তানের 'ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার'– বাঙালির উপর নির্যাতন।
- 'টু শব্দটি না করা' বাগধারাটির অর্থ– কোনো প্রতিবাদ না করা।
- 'রেইনকোট' গল্পে যে যে মাসের নাম উল্লেখ আছে– এপ্রিল, জুন, জুলাই।
- ছেলেরা কলেজে আসে না– সব ক্লাস বন্ধ বলে।
- ক্লাস বন্ধ থাকলেও মাস্টারদের কলেজে আসতে হয়– হাজিরা দিতে হয় বলে।
- রেইনকোট পরে নুরুল হুদা হাঁটে– হনহন করে।
- মিলিটারি যাবতীয় গাড়ি থামিয়ে– প্যাসেঞ্জারদের তল্লাশি করছে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'ক্যাম্প' শব্দটি কোন ভাষার?
ক হিন্দি খ ফারসি গ পর্তুগিজ ঘ ইংরেজি — উ: গ

০২. 'রেইনকোট' গল্পে বাদলার সকালটা কেমন ছিল?
ক চমৎকার খ বিরক্তিকর গ মেঘলা ঘ শান্ত-নিবিড় — উ: ঘ

০৩. 'আহা'! বৃষ্টির ঝমঝম বোল।' বাক্যটিতে 'ঝমঝম' কোন পদ?
ক বিশেষণ খ সর্বনাম গ অব্যয় ঘ ক্রিয়া — উ: গ

০৪. 'রেইনকোট' গল্পে 'রেইনকোটটি' কোন তাৎপর্য বহন করে?
ক অন্তর্নিহিত খ পোশাক গ গূঢ় ঘ প্রতীকী — উ: ঘ

০৫. কলেজের জন্য কেনা আলমারিগুলো কোন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়?
ক ট্রাক খ পিকআপ গ ঠেলাগাড়ি ঘ বাস — উ: ক

০৬. কোন নামাজটা নুরুল হুদা নিয়মিত পড়ে?
ক ফজর খ জোহর গ এশা ঘ জুমা — উ: ঘ

০৭. 'সব ভেস্তে দিল।' 'রেইনকোট' গল্পে কী ভেস্তে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক সুখ খ শান্তি গ আরাম ঘ আনন্দ — উ: খ

০৮. 'রেইনকোট' গল্পে যে বৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায় তা কী বারে শুরু হয়েছে?
ক বৃহস্পতি খ সোম গ শুক্র ঘ মঙ্গল — উ: ঘ

০৯. দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শুনে নুরুল হুদা কে এসেছে বলে মনে করেছিলেন?
ক মিলিটারি খ আত্মীয় গ মুক্তিযোদ্ধা ঘ ইসহাক — উ: ক

১০. 'রেইনকোট' গল্পে সর্বমোট কয়টি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে?
ক ৭টি খ ১০টি গ ১২টি ঘ ১৫টি — উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

মহাজাগতিক কিউরেটর
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

লেখক পরিচিতি

লেখক	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
জন্মপরিচয়	মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, জননী আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলায়।
স্মাট	মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলা ভাষায় রচিত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র স্মাট।
পুরস্কার	২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞান লেখক হিসেবে তিনি *বাংলা একাডেমি পুরস্কার* লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গল্পগ্রন্থ	একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২), ছেলেমানুষী (১৯৯৩), নুরুল ও তার নোটবই (১৯৯৬), মধ্যরাত্রিতে তিন দুর্ভাগা তরুণ।
উপন্যাস	আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩), দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯)।
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ	কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬), মহাকাশে মহাত্রাস (১৯৭৭), ক্রুগো (১৯৮৮), অক্টোপাসের চোখ (২০০৯)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	বুগাবুগা (২০০১), সাগরের যত খেলনা (২০০২), রতন, ঘাস ফড়িং (২০০৮), হাকাহাকি ডাকাডাকি, ভূতের বাচ্চা কটকটি।
কিশোর সাহিত্য	হাতকাটা রবিন (১৯৭৬), দীপু নাম্বার টু (উপন্যাস ১৯৮৪), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪)।
গল্প	আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা (১৯৯৬), আধুনিক ঈশপের গল্প (১৯৯৬), তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)।
ভ্রমণবিষয়ক	আমেরিকা (১৯৯৭), তোমাদের প্রশ্ন আমার উত্তর (২০০৪), রঙিন চশমা (২০০৭), আরো প্রশ্ন আরো উত্তর (২০১২)।
বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক	দেখা আলো না দেখা রূপ (১৯৮৬), নিউরনে অনুরণন (২০০২), নিউরনে আবারো অনুরণন।
কলাম ও সংকলন	দেশের বাইরে দেশ (১৯৯৩), সাদাসিধে কথা (১৯৯৫), হিমঘরে ঘুম ও অন্যান্য (২০০০), বদন খানি মলিন হলে (২০১২)।
ভৌতিক সাহিত্য	প্রেত (১৯৮৩), পিশাচিনী (১৯৯২), নিশিকন্যা (২০০৩), ছায়ালীন (২০০৬), দানব (২০০৯)।
টিভি ও রেডিও নাটক	গেস্ট হাউস, ঘাস ফড়িঙের স্বপ্ন, শান্তা পরিবার। রেডিও নাটক : শুকনো ফুল রঙ্গিন ফুল (২০১১, সহায়তায় ইউনিসেফ)।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০০৯); ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

গল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ কিউরেটরদ্বয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিল– মানুষের।
- ☑ মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিত্রীর প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা মুহম্মদ জাফর ইকবালের সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- ☑ 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক'– মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পে এ কথাটি বলা হয়েছে– মানুষ সম্পর্কে।
- ☑ 'এদের মাঝে শ্রমিক আছে, সৈনিক আছে'– মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পে এ কথাটি বলা হয়েছে– পিঁপড়া সম্পর্কে।
- ☑ কিউরেটরদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী খোঁজার কাজ আরও কঠিন হয়ে গেল– সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম হওয়ায়।
- ☑ কিউরেটরদ্বয় শঙ্কিত হয়– মানুষ প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায়।
- ☑ প্রথম কিউরেটরের বেশি পছন্দের প্রাণী ছিল– পাখি।
- ☑ সৌরজগতের যে গ্রহটি নিয়ে কিউরেটরদ্বয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে– তৃতীয় গ্রহ।
- ☑ 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।' উক্তিটি– প্রথম প্রাণীর।
- ☑ 'পৃথিবী' গ্রহটি খুঁটিয়ে দেখে তারা– সন্তুষ্ট হলো।
- ☑ জাদুঘর রক্ষক বা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয়– কিউরেটর।
- ☑ আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা হয়– ভাইরাসকে।
- ☑ ব্যাকটেরিয়া যে ধরনের প্রাণী– এককোষী পরজীবী।
- ☑ গাছ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে– সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে।
- ☑ যাদের পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার বলে মনে হয় কিউরেটরদ্বয়ের কাছে– গাছের।
- ☑ 'ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট।' এদের মাঝে নেই– বৈচিত্র্য।
- ☑ সালোকসংশ্লেষণ হলো– বৃক্ষের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি।
- ☑ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে নেই– মৌলিক পার্থক্য।
- ☑ পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রাণের মূল হলো– DNA।
- ☑ 'সব পার্থক্য আসলে বাহ্যিক।' এ মতটি– দ্বিতীয় প্রাণীটির।
- ☑ তারা গাছপালা নিতে চায়নি– গাছপালা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে বলে।
- ☑ সাপ যে ধরনের প্রাণী বলে কিউরেটরদ্বয়ের মনে হয়– কৌতূহলোদ্দীপক।
- ☑ প্রাণিজগতে পিছিয়ে পড়া প্রাণী– সরীসৃপ।
- ☑ কোন প্রাণী (কিউরেটর) পাখি পছন্দ করেছে– প্রথম প্রাণী।
- ☑ হলুদের মধ্যে কালো ডোরাকাটা প্রাণী– বাঘ।
- ☑ কাদের সংরক্ষণ করা অনেক কঠিন হবে– হাতি বা নীল তিমি।
- ☑ 'যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণী নেওয়ার অর্থ হয় না' এখানে 'স্থির প্রাণী' বলতে বোঝানো হয়েছে– বৃক্ষকে।
- ☑ যাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন– পানিতে বাসকারী প্রাণীদের।
- ☑ কিউরেটরদ্বয় বাঘের পর যে প্রাণী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়– কুকুর।
- ☑ একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে– মানুষ।
- ☑ মহাজাগতিক কাউন্সিল দায়িত্ব দিয়েছে– দুটি প্রাণীকে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. পিঁপড়াকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে কেন?
ক মানবিকতাসম্পন্ন প্রাণী খ পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল, সামাজিক প্রাণী
গ সুসভ্য প্রাণী ঘ বস্তুবাদী ইহজাগতিক প্রাণী **উ: খ**

০২. ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নমুনা সংগ্রহ না করার কারণ–
ক এরা বহুকোষী বলে খ এদের মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই
গ এরা রোগ ছড়ায় ঘ এরা আকারে অতি বিচিত্র **উ: খ**

০৩. প্রথম কিউরেটর পাখিকে পছন্দ করার কারণ কী?
ক ওড়ার ক্ষমতা খ লাফানোর ক্ষমতা
গ সুরেলা কণ্ঠ ঘ আকারে ছোট **উ: ক**

০৪. হরিণ কোন প্রজাতির প্রাণী?
ক তৃণভোজী খ চালক ও সজাগ
গ স্তন্যপায়ী ঘ সরীসৃপ **উ: ক**

০৫. কিউরেটরদের কুকুর পছন্দ হওয়ার কারণ–
ক এরা একা একা চলাফেরা করে খ এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়
গ এদের রক্ত ঠাণ্ডা ঘ এরা উগ্র **উ: খ**

০৬. অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা কীসের কারণে?
ক সামাজিকতায় খ মানবিকতায় গ বুদ্ধি বিবেচনায় ঘ শৃঙ্খলায় **উ: গ**

০৭. বাতাসের কোন স্তর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে?
ক ট্রাপোস্ফিয়ার খ মেসোমণ্ডল গ ওজোন স্তর ঘ ট্রপোমণ্ডল **উ: গ**

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

নেকলেস

মূল : গী দ্য মোপাসাঁ; অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার

লেখক পরিচিতি	
নাম	সংক্ষিপ্ত নাম : গী দ্য মোপাসাঁ। পূর্ণনাম : Henri-Renri-Albert-Guy de Maupassant.
জন্মপরিচয়	জন্ম : ৫ আগস্ট ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ, নর্মান্ডি, ফ্রান্স। পিতা : গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ; মাতা : লরা লি পয়টিভিন।
শিক্ষাজীবন	নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ।
মৃত্যু	৬ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।
অনুবাদক পরিচিতি	
নাম	পূর্ণেন্দু দস্তিদার।
জন্মপরিচয়	জন্ম : ২০ জুন ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ, ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম। পিতা : চন্দ্রকুমার দস্তিদার; মাতা : কুমুদিনী দস্তিদার।
কর্মজীবন	আইনজীবী, লেখক ও রাজনীতিবিদ।
মৃত্যু	৯ মে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
সাহিত্যকর্ম	
প্রকাশিত গ্রন্থ	কবিয়াল রমেশ শীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, বীরকন্যা প্রীতিলতা। অনুবাদ : শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।

প্রবন্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ফরাসি ভাষায় 'নেকলেস' গল্পের নাম কী– La Parure।
- মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না– কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য।
- মাদাম লোইসেলের পিতা পেশায় ছিলেন– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের স্বামী পেশায়– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার স্বামী চাকরি করতেন– শিক্ষা পরিষদ অফিসে।
- 'নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত।'– মাদাম লোইসেল।
- মাদাম লোইসেল তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে– অসুখী ছিল।
- 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে– মাদাম লোইসেলের দুঃখের কথা বলা হয়েছে।
- এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মর্সিয়ে কী হাতে ঘরে ফিরলেন– একটি বড় খাম।
- মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ, কেন– সে কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি।
- মাদাম লোইসেলের হাতে আসা খামটির মধ্যে ছিল– আমন্ত্রণলিপি।
- 'নেকলেস' গল্পে যে মাছের উল্লেখ আছে– রোহিত।
- মাদাম লোইসেলের ব্যথিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল– বাসকক্ষের দারিদ্র্য।
- মাদাম লোইসেল ভাবত তার দুইজন– গৃহভৃত্য থাকবে।
- 'ও কী ভালো মানুষ!' কার সম্পর্কে মর্সিয়ে লোইসেল এ কথা বলেছে– মাদাম লোইসেল।
- মাদাম লোইসেল সাধারণভাবে থাকত– নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য।
- 'নেকলেস' গল্পে যে মাসের উল্লেখ আছে– জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি।
- মাদাম লোইসেল কার্ডটি নিক্ষেপ করে– টেবিলের ওপর।
- যে বস্তু মাদাম লোইসেলের খুব প্রিয়– জড়োয়া গহনা।
- মাদাম লোইসেল যে দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল– বিরক্তি।
- স্ত্রীর কথায় মর্সিয়ের মনে দুঃখ পাওয়ার কারণ কী– দরিদ্রতা।
- যে ধরনের বাক্সে হীরার হার রাখা ছিল– স্যাটিনের বাক্সে।
- 'প্যারী' কী– প্যারিসের ফরাসি নাম।
- মাদাম লোইসেলের নৃত্যের মধ্যে ছিল– আবেগ ও উৎসাহ।
- মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল হতাশ হয়ে পড়ে কেন– বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি না পেয়ে।
- 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি যে গল্পের– নেকলেস।
- গাড়ি না পেয়ে লোইসেল দম্পতি কোন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে– সিন নদী।
- হারটি খুঁজতে গিয়ে মর্সিয়ে লোইসেল পরদিন কখন ফিরে এলেন– সকাল সাতটার দিকে।
- মেয়েটি হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে কেন– হারখানা গলায় না দেখে।
- সন্ধ্যেবেলায় যখন মর্সিয়ে লোইসেল ফিরে এলো তখন তার মুখখানা কেমন ছিল– মলিন।
- মাদাম লোইসেলের স্বামী সন্ধ্যাবেলায়– কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে।
- 'ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল।' এখানে বিপর্যয়টি কীসের– হারটি হারিয়ে ফেলার বিপর্যয়।
- কত ফ্রাঁ দিয়ে চমৎকার গোলাপফুল পাওয়া যায় বলে মর্সিয়ে বলেছিল– দশ ফ্রাঁ।
- 'ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন।' এখানে দেনাকে 'দুঃখজনক' বলা হয়েছে কেন– দেনা করেও দুঃখ ঘোচাতে পারেনি বলে।
- 'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইসেলের নখের রং কী ছিল– গোলাপি।
- লোইসেল প্রতি পাতা নকল করে দেওয়ার বিনিময়ে কত পেত– পাঁচ সাও।
- লোইসেলের বন্ধুরা কোন পাখি শিকারে গিয়েছিল– ভরতপাখি।
- গোপনকক্ষে মাদাম লোইসেল প্রথমে কী দেখেছিল– কঙ্কণ।
- 'সত্যিই তো। এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি কোন গল্পের– নেকলেস।
- সাধারণ আটপৌরে চাদরটি কোথায় ঝোলানো হয়েছিল– কাঁধে।
- 'La Gaulois' কী– একটি ফরাসি পত্রিকা।
- 'প্যালেস রয়েল' শব্দের অর্থ– রাজকীয় প্রাসাদ।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
(ক) জেনি (খ) মাদাম লোইসেল
(গ) ফোরসটিয়ার (ঘ) মাদাম রেমপন্নু **উ: খ**

০২. মাদাম লোইসেলের স্বামীর বন্দুক কেনার জন্য কত টাকা সঞ্চয় করা ছিল?
(ক) চারশত ফ্রাঁ (খ) পাঁচশত ফ্রাঁ
(গ) চার হাজার ফ্রাঁ (ঘ) পাঁচ হাজার ফ্রাঁ **উ: খ**

০৩. 'তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে।' কীসের দাম সম্পর্কে বলা হয়েছে?
(ক) হার (খ) পোশাক (গ) জুতো (ঘ) আংটি **উ: ক**

০৪. কতক্ষণ পর্যন্ত মাদাম লোইসেলের স্বামী বিশ্রামকক্ষে ছিল?
(ক) মধ্যরাত্রি পর্যন্ত (খ) সন্ধ্যা পর্যন্ত
(গ) সারারাত (ঘ) ভোর রাত **উ: ক**

০৫. লোইসেল দম্পতি কখন হার পাওয়ার আশা ত্যাগ করলো?
(ক) দুই দিন পর (খ) এক সপ্তাহ পর
(গ) দুই সপ্তাহ পর (ঘ) এক মাস পর **উ: গ**

০৬. 'হীরার নেকলেসটি' কত ফ্রাঁ দিয়ে কেনা হয়েছিল?
(ক) ৪৩ হাজার (খ) ৩০ হাজার
(গ) ৩৬ হাজার (ঘ) ৩৪ হাজার **উ: গ**

০৭. স্বর্ণকারের কাছ থেকে লোইসেল দম্পতি কতদিন সময় নিয়েছিল?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ **উ: খ**

০৮. লোইসেল তার বাবার মৃত্যুর পর কত হাজার ফ্রাঁ পেয়েছিল?
(ক) ১৬ হাজার (খ) ১৫ হাজার
(গ) ১৮ হাজার (ঘ) ১৯ হাজার **উ: গ**

০৯. 'ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল।' উক্তিটি কার?
(ক) মাদাম রেমপন্নুর (খ) মাদাম ফোরসটিয়ার
(গ) স্বর্ণকার (ঘ) মাদাম লোইসেলের **উ: ঘ**

১০. দেনা পরিশোধ করতে লোইসেল দম্পতির কয় বছর কেটে গেল?
(ক) ছয় (খ) দশ (গ) বারো (ঘ) চৌদ্দ **উ: খ**

১১. প্রখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ফ্রান্স (খ) ইতালি (গ) জার্মানি (ঘ) রাশিয়া **উ: ক**

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

জন্মপরিচয়	আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম। পিতা : রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা : জাহ্নবী দেবী।
খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ	১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি (১৯ বছর বয়সে) খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের শুরুতে 'মাইকেল' শব্দ যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপস কলেজে ভর্তি হতে হয়।
মৃত্যু	১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান। সমাধিস্থান : কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোড।
নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪), বিষ না ধনুর্গুণ (অসম্পূর্ণ)।
কাব্য	The Captive Ladie (১৮৪৯), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), বীরাঙ্গনা কাব্য (পত্রকাব্য, ১৮৬২)।
প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।
মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)। [বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য]
বঙ্গানুবাদ	'হেক্টরবধ' (১৮৭১, হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ)।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের প্রবল আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে– জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার প্রতি।
- 'গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- 'নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ?' –এখানে 'সহোদর' হলো– বিভীষণের ভাই রাবণ।
- রঘুনুজকে মেঘনাদ পাঠাতে চেয়েছে– শমন-ভবনে অর্থাৎ যমালয়ে।
- 'কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!' এখানে 'দাসেরে'– মেঘনাদ।
- কুম্ভকর্ণের মায়ের নাম– নিকষা।
- 'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে।' 'জানিনু' অর্থ– জানলাম (বুঝতে পারা)।
- ইন্দ্রের অপর নাম– বাসব।
- 'কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি পিতৃতুল্য।' –এ বাক্যে 'পিতৃতুল্য' বলতে যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– বিভীষণকে।
- 'হে রক্ষোরথী, ভুলিলে কেমনে কে তুমি?' এখানে 'রক্ষোরথী' হলেন– বিভীষণ।
- মেঘনাদ 'মহারথী' বলে সম্বোধন করেছেন– বিভীষণকে।
- মেঘনাদের দৃষ্টিতে নন্দন-কাননে ভ্রমণ করছে– দৈত্য।
- 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- লক্ষ্মণের মায়ের নাম– সুমিত্রা।
- বিভীষণ লঙ্কার পরিণতির জন্য দায়ী করেছেন– রাবণকে।
- রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো– রামচন্দ্র।
- শূলিশম্ভুনিভ বলা হয়েছে– কুম্ভকর্ণকে।
- দেবকুল সর্বদা পাপ থেকে– বিরত থাকে।
- মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছে– লক্ষ্মণকে।
- আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে বিভীষণ যে বিষয়টিকে সামনে এনেছেন– নৈতিকতাবোধ।
- মেঘনাদ যে অপরাধ সইতে পারবে না বলে মনে করেন– লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে প্রবেশের।
- 'বীরেন্দ্র বলী' বলা হয়েছে– মেঘনাদকে।
- 'জীমূতেন্দ্র' শব্দটি দ্বারা বোঝায়– মেঘের গর্জন।
- 'রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি।' 'তেঁই' শব্দের অর্থ– তজ্জন্য বা সেহেতু।
- রামের মাতার নাম– কৌশল্যা (অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা স্ত্রী, কোশালাধিপতির কন্যা)।
- 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!' উক্তিটি– মেঘনাদের।
- বিভীষণ লঙ্কাপুরীকে কীসে পূর্ণ বলেছে– পাপে পূর্ণ।
- জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি– এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি? কে জলাঞ্জলি দিয়েছে– বিভীষণ।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে ফুটে উঠেছে– দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
- মেঘনাদের ক্ষোভের পেছনে প্রকৃত অর্থে– বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি যে ছন্দে রচিত– অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কতটি সনেটের সংকলনে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত?
ক ১০১টি খ ১০২টি গ ১০৫টি ঘ ১১০টি **উ: খ**

০২. 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে রচিত' এখানে 'সর্গ' শব্দের অর্থ–
ক বেহেশত খ অধ্যায় গ সরণি ঘ স্তম্ভ **উ: খ**

০৩. 'ক্ষুদ্রমতি নর' কাকে বলা হয়েছে?
ক বীরবাহু খ রাম গ লক্ষ্মণ ঘ বিভীষণ **উ: গ**

০৪. রঘু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্রকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক সীতানাথ খ রঘুপতি গ রাঘব ঘ রঘুরাজ **উ: গ**

০৫. 'নহি দোষী আমি' কথাটি কে বলেছে?
ক রাম খ বিভীষণ গ মেঘনাদ ঘ রাবণ **উ: খ**

০৬. বিভীষণ দ্বার ছাড়লে মেঘনাদ কোথায় যাবে বলেছিল?
ক যজ্ঞাগারে খ লঙ্কাপুরীতে গ রাবণের কাছে ঘ অস্ত্রাগারে **উ: ঘ**

০৭. লঙ্কাপুরী কালসলিলে ডুবে গেলে বিভীষণ কোথায় আশ্রয়প্রার্থী?
ক মেঘনাদের যজ্ঞাগারে খ রাবণের পদাশ্রয়ে
গ রাঘব বা রামের পদাশ্রয়ে ঘ বাসবপুরীতে **উ: গ**

০৮. রাবণের মধ্যম সহোদর কে?
বিভীষণ খ কুম্ভকর্ণ গ রাঘব ঘ বীরবাহু **উ: খ**

০৯. 'হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে' এখানে 'বীরকেশরী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক রাবণকে খ বিভীষণকে গ মেঘনাদকে ঘ কুম্ভকর্ণকে **উ: খ**

১০. মধুসূদন দত্তের নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি কখন যুক্ত হয়?
ক ইংল্যান্ড গমন করার পর খ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর
গ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পর ঘ বিদেশ গমনের পূর্বে **উ: খ**

১১. 'পশিল' শব্দটির অর্থ কী?
ক প্রবেশ করল খ পৌঁছাল গ নষ্ট হলো ঘ পেছাল **উ: ক**

১২. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী?
ক চাঁদ খ সূর্য গ বুধবার ঘ বোধশক্তিসম্পন্ন **উ: ক**

১৩. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ক গম্ভীর শব্দ খ গম্ভীর ধ্বনি গ মন্দ্র ঘ মন্ত্র **উ: ঘ**

১৪. 'আকাশ' এর কোন প্রতিশব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক নীলিমা খ আসমান গ অম্বর ঘ গগন **উ: গ**

১৫. 'যেমতি' বলতে কী বোঝায়?
ক এমন খ যেমন গ তেমন ঘ কেমন **উ: খ**

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি	
জন্মপরিচয়	৭ মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮), জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত। **পিতা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **মাতা :** সারদা দেবী।
ছদ্মনাম	ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী।
বিবাহ	মাত্র ২২ বছর বয়সে খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে ভবতারিণী দেবীর নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।
পুরস্কার	তিনি ১৯১৩ সালের নভেম্বরে 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 'Song offerings' গ্রন্থে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ও এশীয় ব্যক্তি তিনি।
প্রথম অনুবাদক	বাংলায় টি.এস.এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জীবনাবসান	৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	বনফুল, কবি-কাহিনী, খেয়া, সানাই, মহুয়া, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা।
উপন্যাস	চার অধ্যায়, দুইবোন, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা।
কাব্যনাট্য	কাহিনী, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন।
নাটক	অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
ভ্রমণকাহিনি	জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।
পত্রসাহিত্য	ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, চিঠিপত্র।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ কবিতায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে– বর্ষা ঋতু।
☑ কূলে কতজন বসে আছে– একা একজন।
☑ 'ভারা' অর্থ– ধান রাখার পাত্র।
☑ নদীর রূপ কেমন– ভরা নদী।
☑ 'ধারা' অর্থ– প্রবাহ বা স্রোত।
☑ 'ক্ষুরধারা' বলতে বোঝায়– ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
☑ কবিতায় নদীতে বর্ষার স্রোত– খরপরশা অর্থাৎ ধারালো বর্শার মতো।
☑ বাঁকা জল কৃষকের যেদিকে রয়েছে– চারদিকে।
☑ 'ভারা ভারা' কবিতায় যে অর্থে ব্যবহৃত– পাত্রের সমষ্টি অর্থে।
☑ গগনে মেঘের অবস্থা– গর্জনরত।
☑ 'তরুছায়ামসী' মানে– গাছের ছায়ার কালো রং।
☑ যে পরিমাণ ধান কাটা হয়েছে– রাশি রাশি।
☑ ধানক্ষেতটি কীসের আঙ্গিকে চিত্রিত– ছোটো দ্বীপের আঙ্গিকে।
☑ কবিতায় দিনের যে অংশের কথা বলা হয়েছে– প্রভাতবেলার কথা।
☑ তরীর মাঝিকে কবির যেমন মনে হয়– চেনা।
☑ রবীন্দ্র-ভাবনায় নৌকার মাঝি– নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
☑ কবি মাঝিকে যা বলে সম্বোধন করে– 'ওগো' বলে।
☑ বাঁকা জল কী করছে– খেলা।
☑ গ্রামখানি কেমন– মেঘে ঢাকা।
☑ নদীর ঢেউগুলি– নিরুপায়।
☑ 'বিদেশ' কীসের প্রতীক– চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক।
☑ কবিতায় 'সোনার ধান' যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে– শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
☑ কবি মাঝিকে তরী ভিড়ানোর কথা বলেছেন– কূলে।
☑ কবি মাঝিকে সোনার ধান নিয়ে যেতে বলে– ক্ষণিক হেসে।
☑ শূন্য নদীর তীরে পড়ে রইল– কৃষক তথা কবি।
☑ 'রহিনু' শব্দের চলিত রূপ– রইলাম।
☑ 'থরে-বিথরে' অর্থ– সুবিন্যস্ত করে, স্তরে স্তরে।
☑ কৃষক স্থান পেতে চায়– মহাকালের নৌকায়।
☑ 'সোনার তরী' কবিতার পর্ব– পূর্ণপর্ব।
☑ যত চাও তত লও ——। শূন্যস্থানে বসবে– তরণী-পরে।
☑ কৃষক মাঝির ওপর কী করার কথা বলেছেন– করুণা।
☑ চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' এখানে বাঁকা জল– কালস্রোতের প্রতীক।
☑ নৌকায় স্থান সংকুলান হয় না– কৃষকের।
☑ চারিদিকের 'বাঁকা জল' কবিমনে সৃষ্টি করে– ঘনঘোর আশঙ্কা।
☑ রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা– সোনার তরী।
☑ 'আমি একেলা' এখানে কে 'একলা'– কৃষক নামধারী কবি।
☑ 'সোনার তরী' কবিতার মাঝি– মহাকালের প্রতীক।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় মেঘে ঢাকা ছিল– গ্রামখানি।
☑ ধানখেতটির অকৃতি– ছোটো দ্বীপের মতো।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় যে ঋতুর কথা বলা হয়েছে–বর্ষা ঋতুর কথা।
☑ বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
☑ 'সোনার তরী' কবিতায় মিশে রয়েছে– কবির জীবনদর্শন।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?' এখানে 'তুমি' কে?
ⓚ কৃষক ⓛ তরী ⓜ মাঝি ⓝ কবি **উ: গ**

০২. রবীন্দ্রনাথ পিতা-মাতার কততম পুত্র ছিলেন?
ⓚ ষষ্ঠ ⓛ অষ্টম ⓜ নবম ⓝ দশম **উ: খ**

০৩. রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ করুণা ⓛ বনফুল ⓜ চয়নিকা ⓝ কবি কাহিনী **উ: ঘ**

০৪. 'গীতাঞ্জলি' কাব্য কত সালে প্রকাশিত হয়?
ⓚ ১৯১০ ⓛ ১৯১২ ⓜ ১৯১৩ ⓝ ১৯২১ **উ: ক**

০৫. 'Song Offerings' কোথায় প্রকাশিত হয়?
ⓚ কলকাতায় ⓛ ইংল্যান্ডে ⓜ লন্ডনে ⓝ সুইডেনে **উ: খ**

০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা সংকলন কোনটি?
ⓚ ছিন্নপত্র ⓛ পুনশ্চ ⓜ ক্ষণিকা ⓝ চয়নিকা **উ: ঘ**

০৭. রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ–
ⓚ শেষ সপ্তক ⓛ পুনশ্চ ⓜ পূরবী ⓝ খেয়া **উ: খ**

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ শেষ সপ্তক ⓛ শেষলেখা ⓜ শেষের কবিতা ⓝ শেষ প্রশ্ন **উ: খ**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

বিদ্রোহী
কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

জন্মপরিচয়	কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম। **পিতা :** কাজী ফকির আহমদ। **মাতা :** জাহেদা খাতুন। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী।
ছদ্মনাম	কাজী নজরুল ইসলামের **ছদ্মনাম :** কহলন মিশ্র, সারথি, শ্যামসুন্দর, বনবুলবুল, পাইয়োনিয়ার, ধূমকেতু, ব্যাঙাচি। **ডাকনাম :** দুখু মিয়া।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি-দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন।
বাংলাদেশে আগমন	১৯১৪ খ্রি. কাজী রফিজউদ্দিন নামে আসানসোল থানার দারোগা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রাম, ত্রিশালে নিয়ে আসেন। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে।
	১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়।
কারাবাস	'ধূমকেতু' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেয়।
	'প্রলয়-শিখা' (১৯৩০) কাব্য প্রকাশিত হলে কবির ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা, সাতভাই চম্পা, ঝড়, শেষ সওগাত, সঞ্চিতা, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা, দোলন-চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল; চক্রবাক, ফণী-মনসা।
উপন্যাস	বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।
গল্প	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেত, রুদ্র-মঙ্গল।
জীবনীগ্রন্থ	মরু-ভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনীগ্রন্থ]।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।
পত্রিকা	ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।
গানের সংকলন	বুলবুল, সুরসাকী, গুলবাগিচা, বনগীতি, জুলফিকার, চন্দ্রবিন্দু, সুরলিপি, চিত্তনামা, রাঙাজবা।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ 'হিমাদ্রি' দ্বারা বোঝানো হয়েছে– হিমালয়কে।
- ☑ 'মহাপ্রলয়' মানে– সৃষ্টির ধ্বংসকাল।
- ☑ মহাপ্রলয়ে আয়ুর অবসান ঘটে– সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার।
- ☑ ভীম হচ্ছে– পঞ্চ-পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব।
- ☑ ভীমের অস্ত্র– গদা।
- ☑ কবিতায় এলোকেশকে তুলনা করা হয়েছে– অকাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে।
- ☑ বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র– কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- ☑ ইন্দ্রাণী হচ্ছে– শচীদেবী, যিনি ইন্দ্রের স্ত্রী।
- ☑ শচীদেবী অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর পুত্র– জয়ন্ত।
- ☑ বেদুঈন হচ্ছে– আরবদেশের এক যাযাবর জাতি।
- ☑ মোঙ্গল জাতির সামরিক নেতা– চেঙ্গিস খান।
- ☑ ওঙ্কার ধ্বনিত হয়– ঈশান কোনে শিঙা থেকে।
- ☑ ইস্রাফিল হলেন– পবিত্র কোরআনে উল্লেখকৃত বিশিষ্ট ফেরেশতা।
- ☑ ইস্রাফিল কীসের দায়িত্বপ্রাপ্ত– ইস্রাফিল বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ☑ ইস্রাফিলের শিঙ্গা ব্যবহৃত হবে– কিয়ামত বা প্রলয়কালে।
- ☑ মহাদেবের হাতে যে অস্ত্র থাকে– ত্রিশূল।
- ☑ মহাদেবের হাতে যে বাদ্যযন্ত্র রয়েছে– ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
- ☑ বিষ্ণুর হাতের চক্রের নাম– সুদর্শন।
- ☑ 'মহাশঙ্খ' বলতে বোঝায়– বিষ্ণুর হাতের শঙ্খকে।
- ☑ বিষ্ণুর হাতে থাকে– শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।
- ☑ প্রণব-নাদ হচ্ছে– ওঙ্কার ধ্বনি।
- ☑ মহর্ষি অত্রির স্ত্রী– অনসূয়া।
- ☑ দুর্বাসা মুনি হচ্ছেন– ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি।
- ☑ দুর্বাসা মুনির পিতার নাম– মহর্ষি অত্রি।
- ☑ দুর্বাসার জন্ম– অনসূয়ার গর্ভে।
- ☑ অর্ফিয়াসের মূল পরিচয়– মহান কবি ও শিল্পী।
- ☑ অর্ফিয়াসের কথা যে পুরাণে উল্লেখ রয়েছে– গ্রিক পুরাণে।
- ☑ অর্ফিয়াস পারদর্শী ছিলেন– যন্ত্রসঙ্গীতে।
- ☑ অর্ফিয়াসের ভালোবাসার পাত্রী– ইউরিডিস।
- ☑ 'হাবিয়া' হচ্ছে– সাতটি দোজখের একটি দোজখ।
- ☑ পরশুরাম বিষ্ণুর– ষষ্ঠ অবতার রূপ।
- ☑ জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র– পরশুরাম।
- ☑ পরশুরাম নামকরণের কারণ– অস্ত্র হিসেবে পরশু বা কুঠার ধারণ করায়।
- ☑ 'পরশু' শব্দের অর্থ– কুঠার।
- ☑ পিতার আদেশে কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেন– পরশুরাম।
- ☑ পরশুরাম হলেন– শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
- ☑ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন– একুশবার।
- ☑ বলরাম হলেন– শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
- ☑ বলিদানে ব্যবহৃত হয়– খড়্গ নামক অস্ত্র।
- ☑ 'কৃপাণ' হচ্ছে– তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।
- ☑ এ্যাপোলো হলেন– গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা।
- ☑ কবি নিজেকে ঘোষণা করেছেন– বিশ্বামিত্রের শিষ্য বলে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?
ক বঞ্চিতের খ বিধাতার গ বিধবার ঘ ইস্রাফিলের **উ: গ**

০২. কবি কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?
ক পাঁচ খ ছয় গ সাত ঘ আট **উ: ঘ**

০৩. বারো বছর বয়সে কবি কীসের দলে যোগ দেন?
ক গানের খ নাচের গ লেটোর ঘ গজল **উ: গ**

০৪. কবি বাঙালি পল্টনে যোগদানের পর কোন পদে উন্নীত হয়েছিলেন?
ক সৈনিক খ কনস্টেবল গ হাবিলদার ঘ মেজর **উ: গ**

০৫. ১৯২০ সালের কোন সময়ে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়?
ক শুরুতে খ মাঝামাঝি গ প্রায় শেষ ঘ শেষ **উ: ক**

০৬. ভারত সরকার নজরুলকে কোন উপাধিতে ভূষিত করে?
ক জগত্তারিণী খ ডি. লিট গ একুশে পদক ঘ পদ্মভূষণ **উ: ঘ**

০৭. কবি কীসের বাঁশরী হতে চেয়েছেন?
ক বাঁশের খ বাঁকা বাঁশের
গ পাকা বাঁশের ঘ জঙ্গলের **উ: খ**

০৮. 'প্রলয়-শিখা' নজরুলের কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ কাব্য গ ছোটগল্প ঘ প্রবন্ধ **উ: খ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

প্রতিদান
জসীমউদ্দীন

কবি পরিচিতি	
জন্মপরিচয়	জসীমউদ্দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩, তাম্বুলখানা গ্রাম (মাতুলালয়), ফরিদপুর। পৈতৃক নিবাস : গোবিন্দপুর, ফরিদপুর। পিতা : আনসারউদ্দীন মোল্লা। মাতা : আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট।
ভিন্ন নাম	জসীমউদ্দীন ; পূর্ণনাম : মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন মোল্লা ; ছদ্মনাম : জসীমউদ্দীন মোল্লা, টাইগার, পল্লিকবি।
সাহিত্যে প্রকাশ	১৯২১ সালে ছাত্র থেকে [illegible] কবিতা [illegible] 'মুসলিম ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।
পুরস্কার	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি, প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৬৯)। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন, একুশে পদক, বাংলাদেশ (১৯৭৬)। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৭৮, মরণোত্তর)।
মৃত্যু	জসীমউদ্দীন ১৪ মার্চ ১৯৭৬ ঢাকায় মারা যান। পরবর্তীতে তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদির কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সকিনা, হলুদ বরণী, জলের লেখন, পদ্মানদীর দেশে, মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো, কাফনের মিছিল, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে।
কাহিনিকাব্য	নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে।
নাটক	পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মায়া, ওগো পুষ্পধনু, আসমান সিংহ।
আত্মকথা	যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা), জীবনকথা (আত্মজীবনী), স্মৃতিপট, স্মরণের সরণী বাহি।
গানের সংকলন	রঙিলা নায়ের মাঝি, গাঙের পাড়, জারিগান, মুর্শিদা গান।
উপন্যাস	বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	হাসু, এক পয়সার বাঁশী, ডালিমকুমার।
ব্যঙ্গরসাত্মক	বাঙালির হাসির গল্প।
ভ্রমণকাহিনি	চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানির শহরে বন্দরে।
অনুবাদ	E.M. Milford জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি 'Field of the Embroidered Quilt' নামে অনুবাদ করেন। 'বাঙালির হাসির গল্প' গ্রন্থটি 'FOLK TALES OF BANGLADESH' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে কবির ঘর ভেঙেছে, কবি তার জন্য- ঘর বেঁধে দেন।
- 'বিষে-ভরা বাণ' অর্থ- কটু কথা।
- 'মালঞ্চ' শব্দের অর্থ- ফুলের বাগান।
- 'যেবা' শব্দের অর্থ- যে বা যিনি।
- কবি কার কূল বাঁধেন- যে তাঁর কূল ভেঙেছে।
- কবি কেঁদে বেড়ান- যে কবিকে পর করেছে।
- কবি যার জন্য কাঁদেন- যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে।
- কবি পরের জন্য কেঁদে বেড়ান- পরকে আপন করতে।
- কবি পথে পথে ফিরেন- যে কবিকে পথের বিবাগী করেছে।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবিকে আঘাত হানা হয়েছে- বুকে।
- কবি বিষে-ভরা বাণের প্রতিদানে দিয়েছেন- বুকভরা গান।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কাঁটা পেয়ে কবি দান করেন- ফুল।
- কবিকে যেমন বাণ দেওয়া হয়েছে- বিষে ভরা।
- কবি পথে ঘুরে ফিরেন- পথের বিবাগী হয়ে।
- অন্যরা কবির বুকে বাঁধতে চায়- কবর।
- যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে, কবি তার- বুক ভরে দিতে চান।
- কবিতায় যেমন ফুলের উল্লেখ হয়েছে- রঙিন।
- কবি নিঠুরিয়া বাণীর মুখখানি- [illegible]।
- 'প্রতিদান' কবিতায় চরণ রয়েছে- ১৮ চরণ।
- 'ঘুম যে হরেছে' শব্দের যে প্রতিশব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে- [illegible]।
- কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে বলেছেন- জীবনকে সার্থক করতে।
- ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে- পরার্থপরতায়।
- 'প্রতিদান' কবিতায় কবির উচ্চারণ- প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীত।
- কবি ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ কামনা করেছেন- নিরাপদ পৃথিবীর জন্য।
- সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর জন্য দরকার- ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ।
- কবি তার ঘরই গড়ে দিতে চান- যে তাঁর ঘর ভেঙেছে।
- কবি তাকেই আপন করতে কেঁদে বেড়ান- যে তাঁকে পর করেছে।
- যে কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে কবি তার জন্য- দীঘল রজনী জাগেন।
- যে কবির কূল ভেঙেছে- কবি তার কূল বাঁধেন।
- যে কবির বুকে আঘাত করেছে- কবি তার জন্য কাঁদেন।
- বিষে-ভরা বাণের বদলে কবি দিতে চেয়েছেন- বুক ভরা গান।
- কবি কাঁটার বদলে দিতে চেয়েছেন- ফুল।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. জসীমউদ্দীনের রচনা কোনটি?
ক) যাদের দেখেছি খ) পথে-প্রবাসে
গ) জল [illegible] ঘ) [illegible]

০২. কোনটি জসীমউদ্দীনের রচনা?
ক) গাজী মিয়াঁর বস্তানী খ) [illegible] উপকথা
গ) [illegible] উপাখ্যান ঘ) ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়

০৩. কোনটি জসীমউদ্দীনের নাটক?
ক) বোবা কাহিনী খ) মাটির কান্না গ) বেদের মেয়ে ঘ) রাখালী

০৪. কোন কাব্যটি পল্লিকবি জসীমউদ্দীন রচিত?
ক) চৈতালী খ) রাখালী
গ) ফণি-মনসা ঘ) [illegible]

০৫. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ) ধূমকেতু
গ) কল্লোল ঘ) কালি ও কলম

০৬. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক) জসীমউদ্দীন খ) ফররুখ আহমদ
গ) আবুল হাসান ঘ) শহীদ কাদরী

০৭. জসীমউদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) রাখালী খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ) নকশী কাঁথার মাঠ ঘ) বালুচর

[illegible] PUBLICATIONS • [illegible] PUBLICATIONS • [illegible] PUBLICATIONS

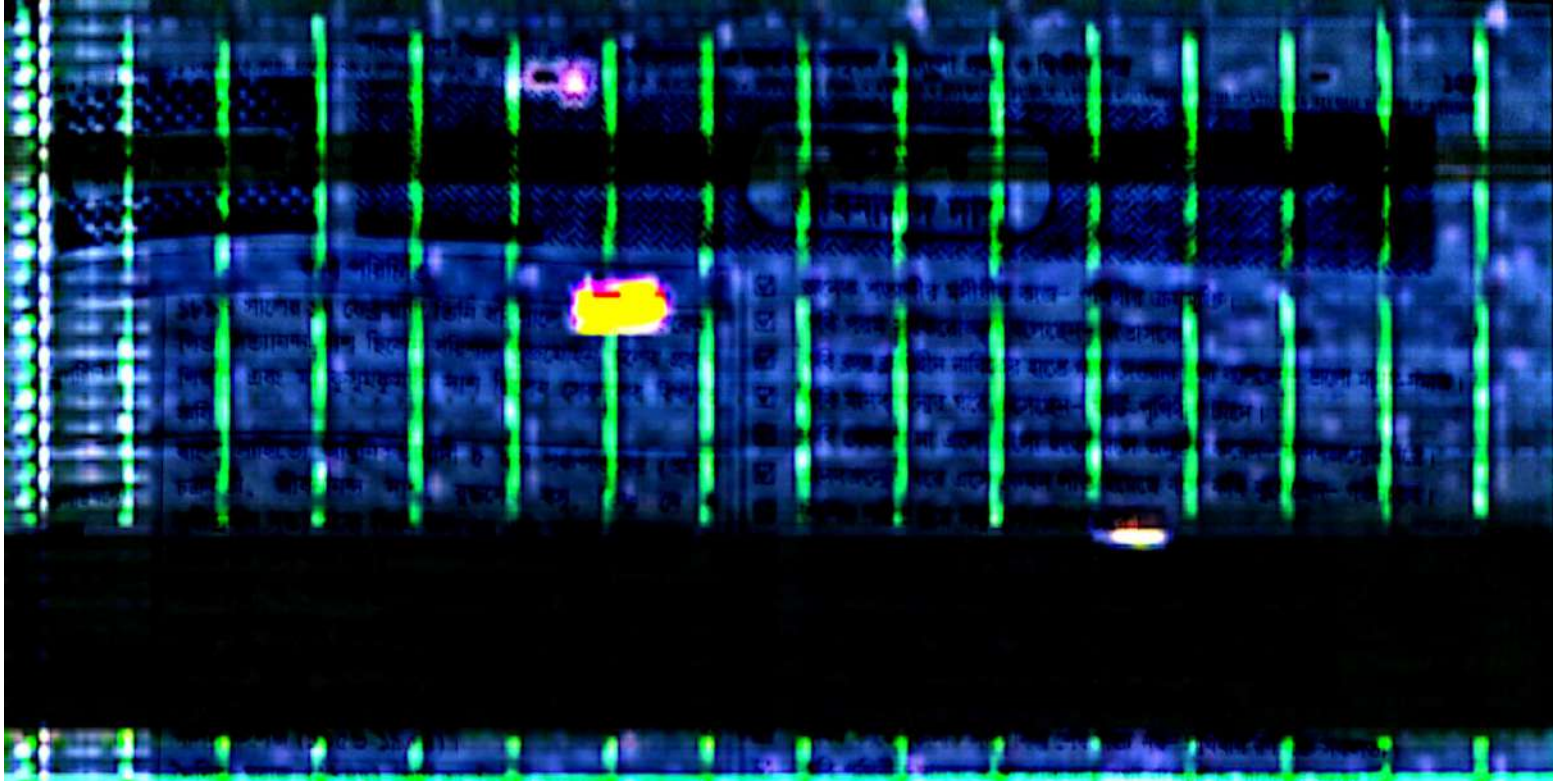

বাংলা প্রথম পত্র

তাহারেই পড়ে মনে
সুফিয়া কামাল

কবি পরিচিতি	
জন্মপরিচয়	জন্ম : ২০ জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতা : সাবেরা বেগম।
উপাধি	জননী সাহসিকা।
[illegible]	ডাকনাম : হাসনা বানু [illegible] নানা নাম রাখেন সুফিয়া খাতুন।
[illegible]	তিনি বাংলাদেশের [illegible] ভূষিত হয়েছেন।
পদক বর্জন	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' পদক বর্জন।
সম্পাদক	তিনি 'বেগম পত্রিকা'র (১৯৪৭) সম্পাদক ছিলেন।
[illegible] পদক	[illegible] (১৯৯৭) পান।
জীবনাবসান	২০ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), মন ও জীবন (১৯৫৭), মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা।
গল্পগ্রন্থ	কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭) : প্রথম গ্রন্থ।
ভ্রমণকাহিনি	সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)।
স্মৃতিকথা	একাত্তরের ডায়েরী।
শিশুতোষ গ্রন্থ	ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।
আত্মজীবনী	একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।
বিখ্যাত কবিতা	তাহারেই পড়ে মনে : সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। রূপসী বাংলা : সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ 'হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এর পরের লাইন– বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
- ☑ 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' যে চলে গিয়েছে– মাঘের সন্ন্যাসী।
- ☑ 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–/ দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?' উক্তিটিতে যার কথা বলা হয়েছে– বসন্ত প্রকৃতির।
- ☑ 'কহিলাম "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,/ বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি– এ মোর মিনতি।' যে কবিতার অংশ– তাহারেই পড়ে মনে।
- ☑ 'হে কবি! নীরব কেন– ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?' উক্তিটি– কবির প্রতি ভক্তবৃন্দের।
- ☑ মাঘের সন্ন্যাসী যেভাবে গেছে– রিক্ত হস্তে।
- ☑ মাঘের সন্ন্যাসী যেথায় গেছে– পুষ্পশূন্য দিগন্তে।
- ☑ এ কবিতায় গানের কথা বলা হয়েছে– আগমনী গান।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়– জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।
- ☑ সুফিয়া কামালের পারিবারিক পরিবেশে ব্যবহার করা হতো– উর্দু ভাষা।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'কহিল' ও 'কহিলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– কহিল ৫ বার এবং কহিলাম ৪ বার।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'প্রশ্নবোধক চিহ্ন' ব্যবহৃত হয়েছে– ১৯ বার।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'তাহারেই পড়ে মনে' ব্যবহৃত হয়েছে– ১ বার।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'বসন্ত' শব্দটি আছে– ৪ বার।
- ☑ বাংলাদেশের জন-মানসে নন্দিত মাতৃমূর্তিতে ভাস্বর হয়েছেন– সুফিয়া কামাল।
- ☑ ধরায় ফাগুন এসেছে– বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।
- ☑ বসন্তে কবির প্রত্যাশিত ছিল– পুষ্পসাজ।
- ☑ 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– ঋতুরাজ বসন্তকে।
- ☑ 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' চলে গেছে– কবির প্রিয় মানুষ।
- ☑ দখিনা সমীর অধীর আকুল হয়– বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– কথোপকথনধর্মী।
- ☑ 'তবু তার এসেছে কি' [illegible] শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।' পঙ্‌ক্তিদ্বয় যে কবিতার অংশ– তাহারেই পড়ে মনে।
- ☑ [illegible]
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা– পাঁচটি।
- ☑ 'এখনো দেখনি তুমি' এ প্রশ্ন– কবিভক্তের।
- ☑ 'আঁখি' শব্দের বিবর্তিত রূপ– অক্ষি।
- ☑ [illegible] 'না' যে পদ– ক্রিয়া বিশেষণ।
- ☑ [illegible]
- ☑ 'শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান' কবি সন্ধান রাখেননি– বসন্তের।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির যে জীবনের প্রভাব রয়েছে– ব্যক্তিজীবনের।
- ☑ কবিভক্তের কবির কাছে যা শোনার জন্য মিনতি– আগমনী গান।
- ☑ কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় ফাগুন এসেছে– ধরায়।
- ☑ ফাগুনকে স্মরণ করে যার আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে– বসন্তের।
- ☑ কুহেলী উত্তরী তলে চলে গেছে– মাঘের সন্ন্যাসী।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে– শীত ঋতুকে।
- ☑ যে বেলায় ফুল ফোটেনি বলে কবি প্রশ্ন রেখেছেন– ফাগুন।
- ☑ যাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্যই যেন ফুল ফোটে– বসন্তকে।
- ☑ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বলা হয়েছে– বসন্তকে।
- ☑ কবি সুফিয়া কামাল কিছুতেই ভুলতে পারছেন না– শীতের করুণ বিদায়কে।
- ☑ কবির গল্পের সংকলন 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয়– ১৯৩৭ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
(ক) অভিযান (খ) তাহারেই পড়ে মনে (গ) নওল কিশোর (ঘ) অভিযাত্রিক **উ: খ**

০২. সুফিয়া কামালের উপাধি নিচের কোনটি?
(ক) জননী সাহসিকা (খ) শহিদ জননী (গ) সাহসী জননী (ঘ) মূর্তিমতী জননী **উ: ক**

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
(ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি **উ: খ**

০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) অব্যয় **উ: গ**

০৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলার কারণ কী?
(ক) শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে
(খ) শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেয়
(গ) শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয়
(ঘ) শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় **উ: গ**

০৬. 'কহিল সে কাছে সরে আসি' পরের পঙ্‌ক্তি কোনটি?
(ক) কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী– (খ) বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
(গ) নাই হলো, না হোক এবারে– (ঘ) শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান। **উ: ক**

০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
(ক) মালতি (খ) মাধবী (গ) জুঁই (ঘ) চাঁপা **উ: খ**

০৮. কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কে আসে?
(ক) শীত (খ) বসন্ত (গ) শরৎ (ঘ) চৈত্র **উ: ক**

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

পদ্মা
ফররুখ আহমদ

কবি পরিচিতি

জন্মপরিচয়	ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে। পিতা : সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার।
উপাধি	মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
পেশা/কর্মজীবন	১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতার প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে স্থায়ীভাবে কর্মরত ছিলেন ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।
পুনর্জাগরণের কবি	তাঁকে 'মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি' বলা হয়।
রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে	পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান বাংলা ভাষার পক্ষেই ছিল।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০); ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬; *পাখির বাসা* গ্রন্থের জন্য)।
মৃত্যু	১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা তিনি ঢাকায় মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ধোলাই কাব্য (১৯৬৩), নতুন লেখা (১৯৬৯), কাফেলা (১৯৮০), হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), দিলরুবা (১৯৯৪), হে বন্য স্বপ্নেরা, অনুস্বার।
কাব্যনাট্য	নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)।
কাহিনিকাব্য	হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)।
সনেট সংকলন	মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), চাঁদের আসর (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০)।
বিখ্যাত কবিতা	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), পাঞ্জেরী (১৯৬৫) [কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত]।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'পদ্মা' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে– কাফেলা (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- 'পদ্মা' কবিতাটি যত সংখ্যক সনেট– পাঁচ সংখ্যক।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নদী– পদ্মা।
- 'পদ্মা' কবিতায় নদীর রূপ প্রকাশিত হয়েছে– দুইটি।
- 'পদ্মা' যে ধরনের কবিতা– চতুর্দশপদী।
- কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রা রয়েছে– ১৮ মাত্রা।
- 'হার্মাদ' যে জাতীয় শব্দ– স্প্যানিশ।
- 'ফসল' যে ভাষার শব্দ– আরবি।
- 'পাণ্ডুর' যে ধরনের রং– সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট।
- জীবিকা অর্জনের উপায়কে বলে– সম্বল।
- 'জওয়ান' যে ভাষার শব্দ– ফারসি।
- জলদস্যু কীসে ঘুরেছে– ঘূর্ণিতে।
- 'সমুদ্রের স্বাদ' বলতে বোঝানো হয়েছে– সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।
- কবিতায় জীবনের পথে পথে বলা হয়েছে– অভিজ্ঞতা কুড়ানোর কথা।
- জলদস্যু কেঁপেছে– পদ্মাকে দেখে।
- 'হার্মাদ' বলতে বোঝায়– পর্তুগিজ জলদস্যু।
- কবি জলদস্যুদের অভিহিত করেছেন– দুরন্ত হার্মাদ বলে।
- জলদস্যুদের বর্ণ পাণ্ডুর হয়েছে– পদ্মার তরঙ্গভঙ্গ দেখে।
- পদ্মার দুই তীরে লাঙল চালায়– সংগ্রামী মানুষ।
- কঠিন শ্রমের ফল হিসেবে সংগ্রামী মানুষ পেয়েছে– প্রচুর শস্যদানা।
- ঢেউয়ের আবর্তনকে বলে– তরঙ্গভঙ্গ।
- শক্তিশালী ও বলবান ব্যক্তিকে বলে– জওয়ান।
- জল বা বায়ুর প্রচণ্ড আবর্তনকে বলা হয়– ঘূর্ণি।
- যে দস্যু নদী বা সমুদ্রপথে ডাকাতি করে তাকে বলে– জলদস্যু।
- জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়– নির্ভীক জওয়ান।
- পদ্মার গতি– সুতীব্র।
- সবুজের সমারোহে জীবন পেয়েছে– সম্বল।
- সাজানো বাগান ভেসে গেছে– বর্ষার স্রোতে।
- মৃত জড়তার বুকে খুলেছে– মুক্তির স্বর্ণদ্বার।
- মুক্তির স্বর্ণদ্বার খুলেছে– মৃত জড়তার বুকে।
- যেথায় পর্যাপ্ত ফসল ফলেছে– পদ্মার উর্বর চরে।
- পদ্মা কবিতায় পদ্মা মূলত– নদীর নাম।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
ক) ত্রিশের খ) চল্লিশের গ) পঞ্চাশের ঘ) ষাটের **উ: খ**

০২. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) মুহূর্তের কবিতা খ) নৌফেল ও হাতেম
গ) সাত সাগরের মাঝি ঘ) সিরাজাম মুনীরা **উ: গ**

০৩. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক) ১৯১৮ খ) ১৯৪৪ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৮০ **উ: ঘ**

০৪. কবির 'উপহার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?
ক) কল্লোল খ) শিখা গ) সওগাত ঘ) কবিতা **উ: গ**

০৫. ফররুখ আহমদের সহধর্মিণীর নাম কী?
ক) লিলি খ) মিলি গ) মলি ঘ) মিষ্টি **উ: ক**

০৬. কবি ছাত্রাবস্থায় কোন ধরনের রাজনীতি করতেন?
ক) ডানপন্থি খ) বামপন্থি গ) গণতন্ত্র ঘ) রাজতন্ত্র **উ: খ**

০৭. কবি আন্তর্জাতিক কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন?
ক) পদ্মভূষণ খ) দেশরত্ন গ) ইউনেস্কো ঘ) জাতিসংঘ **উ: গ**

০৮. কবি ছোটদের জন্য কী লিখতেন?
ক) কবিতা ও ছড়া খ) ছড়া ও ছবি
গ) গান ও কবিতা ঘ) ধাঁধা ও গল্প **উ: ক**

০৯. কবি মরণোত্তর কোন পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক) বাংলা একাডেমি পুরস্কার খ) একুশে পদক
গ) ইউনেস্কো পুরস্কার ঘ) শ্রেষ্ঠকবির পুরস্কার **উ: খ**

১০. কবি কোন সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন?
ক) ১৯৪০ খ) ১৯৪১ গ) ১৯৪২ ঘ) ১৯৪৩ **উ: গ**

১১. কবি কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন?
ক) মাগুরা জিলা স্কুল খ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
গ) রংপুর জিলা স্কুল ঘ) খুলনা জিলা স্কুল **উ: ঘ**

১২. 'ফুলের জলসা' কবির কী ধরনের রচনা?
ক) কাহিনী কাব্য খ) সনেট
গ) শিশুতোষ রচনা ঘ) কাব্যগ্রন্থ **উ: গ**

১৩. কবি কত সালে মারা যান?
ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৪ **উ: ঘ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

আঠারো বছর বয়স
সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি

কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য।
জন্মপরিচয়	সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); মাতুলালয়, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস : কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা : নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতা : সুনীতি দেবী।
শিক্ষাজীবন	বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন।
কর্মজীবন	ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত রাজনীতি-সচেতন এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
মৃত্যু	মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালে ১৩ মে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) মারা যান।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস আকাল (১৩৫১) : ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়' এর পরের লাইন– পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা।
- আঠারো বছর বয়স– দুঃসহ।
- আঠারো বছর বয়স– জানে না কাঁদা।
- 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' এর পরের চরণ– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।
- 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' যে কবিতার অংশ– আঠারো বছর বয়স।
- কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে মনে হয়েছে– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' চরণটি– আঠারো বছর বয়স কবিতার।
- আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে– শপথের কোলাহলে।
- 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' এর কারণ– এ বয়সটা মানব জীবনের উত্তরণের কাল।
- আঠারো বছর বয়স– মাথা নোয়াবার নয়।
- আঠারো বছর বয়সকে বলা হয়– দুঃসহ।
- আঠারো বছর বয়স চলে– বাষ্পের বেগে।
- দুঃসাহসী হওয়ার সূচনা শুরু হয়– আঠারো বছরে।
- আঠারো বছর বয়সে উঁকি দেয়– দুঃসাহস।
- 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা– সুকান্ত ভট্টাচার্য।
- 'এ বয়স কাঁপে ——।' শূন্যস্থানে বসবে– বেদনায় থরোথরো।
- 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' যে কবিতার অংশ– আঠারো বছর বয়স।
- আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী রং হয়– কালো।
- 'পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান' পঙ্‌ক্তিটি যে কবিতার– আঠারো বছর বয়স।
- 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' পরবর্তী চরণটি– এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
- 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' এর পরের লাইন– ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
- 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর' এর পরের লাইন– এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।
- আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে ছোটায়– তুফান।
- 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' কোন বয়সে– আঠারো।
- আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে আসে– আঘাত।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– উনিশ বার।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– নয় বার।
- কবি এদেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন– আঠারো বছর বয়স।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– বারো বার।
- 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' একথা বলা হয়েছে– কল্যাণের জন্য।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– সাত বার।
- কবি এদেশের বুকে যা নেমে আসার কথা বলেছেন– আঠারো বছর বয়স।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর বয়স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– সাতবার।
- 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের পঙ্‌ক্তি– এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে।
- বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি– অগ্রণী।
- 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' কে বলেছেন– কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে– আঠারো বছর বয়স।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবিত অবস্থায় বের হওয়া একমাত্র গ্রন্থের নাম– আকাল।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য– দুর্বার সাহস ও যৌবনের উদ্দীপনা।
- 'আঠারো' কীসের প্রতীক– যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।
- 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' কীসের যন্ত্রণা– সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
- সুকান্ত ভট্টাচার্য যে সময়ের কবি– নজরুল-রবীন্দ্র উত্তর যুগের।
- ভীরু ও কাপুরুষ হবার বয়স নয়– আঠারো বছর।
- বেদনায় থরো থরো কাঁপে– আঠারো বছর বয়স।
- স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিতে হয়– আঠারো বছর বয়সে।
- বাংলা সাহিত্য জগতে কিশোর কবি নামে খ্যাত– সুকান্ত ভট্টাচার্য।
- মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে– যৌবনের শুরুতে।
- নজরুলের ধারায় সুকান্ত যে ধরনের কবি ছিলেন– বিদ্রোহী কবি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত কোন বিষয়ে সচেতন ছিলেন?
ক রাজনীতি খ অর্থনীতি
গ ধর্ম ঘ সাহিত্য **উ: ক**

০২. মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায় আসে কত বছর বয়সে?
ক ১৬ খ ১৮ গ ২০ ঘ ২১ **উ: খ**

০৩. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়?
ক হস্তাঘাতে খ পদাঘাতে গ অস্ত্র দ্বারা ঘ বুদ্ধি দ্বারা **উ: খ**

০৪. কাঁদতে জানে না কোন বয়সের তরুণেরা?
ক ১৬ খ ১৮ গ ২০ ঘ ২১ **উ: খ**

০৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কী দিতে বলেছে?
ক হুঙ্কার খ জয়ধ্বনি গ ঝংকার ঘ চিৎকার **উ: খ**

০৬. কোন বয়সের মানুষ দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য সবচেয়ে অগ্রগামী?
ক ১৭ খ ১৮ গ ২০ ঘ ২১ **উ: খ**

০৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য কী দেখে অত্যন্ত আলোড়িত হয়েছিলেন?
ক বাংলার প্রকৃতি খ মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা
গ বাংলা ঐতিহ্য ঘ বাঙালির বিদ্রোহ **উ: খ**

০৮. আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর কেন?
ক বিপথগামী বলে খ কানে মন্ত্রণা আসে বলে
গ মন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে ঘ দুঃসহ বলে **উ: খ**

০৯. তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করে?
ক কবির কাছে খ ঝড়ের কাছে
গ সত্যের কাছে ঘ শপথের কোলাহলে **উ: ঘ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শামসুর রাহমান

কবি পরিচিতি

কবি	শামসুর রাহমান।
ডাক ও ছদ্মনাম	ডাক নাম : বাচ্চু। ছদ্মনাম : মজলুম আদিব।
টেলেমেকাস	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশে তিনি 'টেলেমেকাস' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।
পুরস্কার/খেতাব	আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, হোমারের স্বপ্নময় হাত, মাতাল ঋত্বিক, খণ্ডিত গৌরব।
উপন্যাস	অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
প্রবন্ধ	আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ।
অনুবাদ	ফ্রস্টের কবিতা, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ।
সম্পাদনা	হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা।
গল্প	শামসুর রাহমানের গল্প।
আত্মস্মৃতি	কালের ধুলোয় লেখা, স্মৃতির শহর।
শিশুতোষ	এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো, গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে, রংধনু সাঁকো, লাল ফুলকির ছড়া।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে– শহরের পথে।
- কবির কাছে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো মনে হয়– শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ।
- আমাদের চেতনায় যে রংয়ের বিস্তার– একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীত রং।
- চারদিকে কীসের বাগান– মানবিক বাগান।
- উনিশশো উনসত্তরে সালাম শূন্যে তুলে–ফ্ল্যাগ।
- সালামের 'ফ্ল্যাগ' এর প্রকৃত অর্থ– হাত।
- কার চোখ আলোচিত ঢাকা– সালামের।
- নক্ষত্রের মতো অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে– সালামের হাত থেকে।
- কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি– বরকতের।
- ফুল যেথায় ফোটে– হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।
- কবিতায় বর্ণমালাকে তুলনা করা হয়েছে– নক্ষত্রের সাথে।
- শামসুর রাহমান মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন– কমলবন।
- ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয়– শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবির নাম– শামসুর রাহমান।
- ১৯৪৯ সালে শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায়।
- ১৯৬৪ সালে তিনি যোগ দেন– দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায়।
- নক্ষত্রের মতো অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে– সালামের হাত থেকে।
- নগর জীবনের যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন– শামসুর রাহমানের কবিতার বৈশিষ্ট্য।
- শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনুবাদ করেন– শামসুর রাহমান।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত– ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন।
- উনিশশো উনসত্তরে সালাম শূন্যে তুলে–ফ্ল্যাগ।
- সালামের 'ফ্ল্যাগ' এর প্রকৃত অর্থ– হাত।
- কার চোখ আলোচিত ঢাকা– সালামের।
- কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি– বরকতের।
- ফুল যেথায় ফোটে– হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।
- সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ- ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।
- চারদিকে কীসের বাগান– মানবিক বাগান।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. শামসুর রাহমানের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
(ক) কাব্য (খ) গদ্য (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধ — উ: (ক)

০২. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
(ক) একনায়কতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র (গ) রাজতন্ত্র (ঘ) সমাজতন্ত্র — উ: (খ)

০৩. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
(ক) শিমুল (খ) পলাশ (গ) জারুল (ঘ) কৃষ্ণচূড়া — উ: (ঘ)

০৪. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারা দেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
(ক) শুভ (খ) অশুভ (গ) যুদ্ধাহত (ঘ) দুর্নীতিগ্রস্ত — উ: (খ)

০৫. সালামের চোখে আজ আলোচিত কোন শহর?
(ক) ঢাকা (খ) নারায়ণগঞ্জ (গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম — উ: (ক)

০৬. শামসুর রাহমানের মতে, আজ পূর্ব বাংলার তরুণ মূর্তি দেখা যায় কীসের মধ্যে?
(ক) সালামের চোখে (খ) সালামের মুখে
(গ) বরকতের বুকে (ঘ) বরকতের হাতে — উ: (খ)

০৭. ১১ দফা আন্দোলনের ঘোষক ছিল কারা?
(ক) মন্ত্রিপরিষদ (খ) শেখ মুজিব
(গ) ছাত্ররা (ঘ) শিক্ষকরা — উ: (গ)

০৮. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
(ক) আসাদুজ্জামান (খ) মতিউর
(গ) ড. শামসুজ্জোহা (ঘ) সালাম — উ: (ঘ)

০৯. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
(ক) সকালে (খ) বিকেলে
(গ) রাতে (ঘ) সকাল-সন্ধ্যায় — উ: (ঘ)

১০. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন পটভূমিতে রচিত?
(ক) গণঅভ্যুত্থান (খ) ভাষা আন্দোলন
(গ) স্বাধীনতা যুদ্ধ (ঘ) ছাত্র আন্দোলন — উ: (ক)

১১. দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলা মুখ এখন আর কী নয়?
(ক) সবাক নয় (খ) সোচ্চার নয় (গ) আত্মত্যাগী নয় (ঘ) নির্বাক নয় — উ: (ঘ)

১২. চেতনার মধ্যে ফেব্রুয়ারির কোন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা প্রবাহিত হচ্ছে?
(ক) স্লোগানের (খ) গণজাগরণের (গ) আত্মাহুতির (ঘ) আত্মত্যাগের — উ: (গ)

১৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বাংলা ভাষাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
(ক) নক্ষত্র (খ) রক্ত (গ) ফুল (ঘ) রৌদ্র — উ: (গ)

১৪. সালামের হাত থেকে অবিরত কী ঝরে পড়ে?
(ক) অবিনাশী বর্ণমালা (খ) ঝলকিত অস্ত্র
(গ) অবিমিশ্র রক্ত (ঘ) অজস্র ফুল — উ: (ক)

১৫. সালাম আবার কোথায় নামে?
(ক) মিছিলে (খ) রাস্তায় (গ) রাজপথে (ঘ) উঠোনে — উ: (গ)

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবি পরিচিতি

জন্মপরিচয়	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। **পিতা :** আবদুল জব্বার খান।
কর্মজীবন/পেশা	**লেকচারার :** ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চাশের দশকে (১৯৫৭ সালে) পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। **সচিব :** বাংলাদেশ সচিবালয়; **মন্ত্রী :** কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২); **রাষ্ট্রদূত :** ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র; **মহাপরিচালক :** FAO, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল; **চেয়ারম্যান :** বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ।
পুরস্কার	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯)।
মৃত্যু	২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ তিনি মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	সাত নরীর হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ (জীবিত অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ)।
বিখ্যাত কবিতা	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি; মাগো, ওরা বলে।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবি বলেছেন– পূর্বপুরুষের কথা।
- কবির পূর্বপুরুষের করতলে ছিল– পলিমাটির সৌরভ।
- কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত যেমন ছিল– রক্তজবার মতো।
- পলিমাটির সৌরভ দ্বারা বোঝানো হয়েছে– উর্বর মৃত্তিকা।
- কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন– কবির পূর্বপুরুষেরা।
- কবির পূর্বপুরুষেরা পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন– তারা সংগ্রামী ছিলেন বলে।
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ– কবিতা।
- যে কবিতা শুনতে জানে না সে– ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
- দিগন্তের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে– যারা কবিতা শুনতে জানে না।
- উজ্জ্বল জানালা আলোকিত– উনোনের আগুনে।
- প্রবহমান নদীর কথা বলতেন– কবির মা।
- নদীতে ভাসতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- মাছের সাথে খেলা করতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না– যে কবিতা শুনতে জানে না।
- কবি কার মৃত্যুর কথা বলতেন– গর্ভবতী বোনের।
- ভালোবাসা দিলে মারা যায়– মা।
- যুদ্ধ আসে– ভালোবেসে।
- মায়ের ছেলেরা ভালোবেসে কোথায় যায়– যুদ্ধে।
- যে কবিতা শুনতে জানে না, সে সূর্যকে ধারণ করতে পারে না– হৃৎপিণ্ডে।
- কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন– ক্রীতদাস।
- শস্যের সম্ভার সমৃদ্ধ করবে– যে কর্ষণ করে।
- প্রবহমান নদী পুরস্কৃত করবে– যে মৎস্য লালন করে।
- জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে– যে গাভীর পরিচর্যা করবে।
- ইস্পাতের তরবারি সশস্ত্র করবে– যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে।
- সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত– কবিতা।
- সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান– কবিতা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
ক যে কর্ষণ করে খ যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
গ যে যুদ্ধে যায় ঘ যে মৎস্য পালন করে **উ: খ**

০২. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
ক আজন্ম খ ১০ বছর গ ২০ বছর ঘ ৩০ বছর **উ: ক**

০৩. বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য কবি প্রথম কোন পুরস্কার লাভ করেন?
ক একুশে পদক খ বাংলা একাডেমি
গ নজরুল একাডেমি ঘ অগ্রণী ব্যাংক **উ: খ**

০৪. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
ক শাণিত খ শক্তিশালী গ বেপরোয়া ঘ সশস্ত্র **উ: ক**

০৫. কবির পূর্বপুরুষ পিঠে রক্তজবার ক্ষত নিয়েও কী ধ্বনিত করে?
ক শান্তির গান খ মুক্তির গান গ সুখের গান ঘ বিজয়ের গান **উ: খ**

০৬. কবির পূর্বপুরুষ কার সাথে লড়াই করে মৃত্যুঞ্জয়ী বলিষ্ঠতায় অবিরাম এগিয়ে চলে?
ক প্রকৃতির খ মৃত্যুর গ জীবনের ঘ বিদ্রোহের **উ: ক**

০৭. কবির মতে সকল অভ্যুত্থান, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বাহন কী?
ক কবিতা খ যোগ্য নেতা গ আদর্শ মাতা ঘ পূর্বপুরুষের আদর্শ **উ: ক**

০৮. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ' কীসের প্রতীক?
ক বিপদের খ সতর্কতার গ রোমাঞ্চের ঘ পরিশ্রমের **উ: ক**

০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ কী?
ক বিষয় খ আঙ্গিক বিবেচনা গ নাটকীয়তা ঘ সংলাপধর্মিতা **উ: খ**

১০. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে মুক্তির সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় কোনটি?
ক গল্প শোনা খ গান শোনা গ কবিতা শোনা ঘ কবিতা পাঠ **উ: গ**

১১. লোকপরম্পরায় শ্রুত বিষয়কে এক কথায় কী বলা হয়?
ক লোকশ্রুতি খ কিংবদন্তি গ শ্রুতিময় ঘ শ্রুতিমধুর **উ: খ**

১২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
গ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ঘ বাঙালির দুঃসাহস **উ: ক**

১৩. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
ক যুদ্ধে খ গ্রামে গ আন্দোলনে ঘ বিদেশে **উ: ক**

১৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
ক শান্তি খ সাহসী গ যুদ্ধ ঘ স্বাধীনতা **উ: গ**

১৫. 'চিত্রকল্প' কী?
ক শব্দের ছবি খ ছবির দৃশ্য গ ছন্দের ধারা ঘ রূপরেখা **উ: ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা প্রথম পত্র

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

কবি পরিচিতি

জন্মপরিচয়	সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের আট সন্তানের জ্যেষ্ঠতম সন্তান।
শিক্ষাজীবন	ম্যাট্রিক (১৯৫০), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। **উচ্চমাধ্যমিক :** ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫২), জগন্নাথ কলেজ। **উচ্চতর শিক্ষা :** স্নাতক (সম্মান), ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
পেশা	সৈয়দ হক প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। পরে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।
মৃত্যু	তিনি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা (১৯৭০), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০)।
উপন্যাস	দেয়ালের দেশ (১৯৫৬), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্মৃতিমেধ (১৯৮৬), মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬), স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০), আলোর জন্য, রাজার সুন্দরী।
ছোটগল্প	তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), রক্ত গোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)।
কাব্যনাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬), এখানে এখন (১৯৮৮), ঈর্ষা, বাংলার মাটি বাংলার জল, নারীগণ প্রভৃতি।
প্রবন্ধ	হৃৎকলমের টানে (১৯৯১)।
অনুবাদ	ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, শ্রাবণ রাজা (১৯৬৯)।
আত্মজীবনী	প্রণীত জীবন।
শিশুসাহিত্য	সীমান্তের সিংহাসন (১৯৮৮), আনু বড় হয়, হুডসনের বন্দুক প্রভৃতি।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- নিলক্ষা আকাশ– নীল।
- পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালছে– ধবল দুধের মতো।
- কীসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনির শব্দ শোনা যায়– স্তব্ধতার দেহ।
- অতীত হানা দেয়– মানুষের বন্ধ দরজায়।
- নূরলদীন দেখা দেয়– মরা আঙিনায়।
- নূরলদীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল– ১১৮৯ বঙ্গাব্দে/১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে।
- নির্ঝরের পতনের স্থানকে বলে– প্রপাত।
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, যে সময়ের সাক্ষী– ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙ্‌ক্তিটিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- কবিতাটিতে 'দালাল' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে– রাজাকার, আলবদর, আলশামস।
- নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন– সংসার।
- স্তব্ধতার দেহ বলতে বোঝানো হয়েছে– এখানে নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
- কবিতায় 'বড় সংসার যখন নষ্ট' বোঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে– নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট এই চারটি জিনিসের।
- অভাগা মানুষ ভাসিয়ে দিবে সকল অন্যায়– পাহাড়ি ঢলের মতো।
- আকাশের নিচে আছে– উনসত্তর হাজার লোকালয়।
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় হঠাৎ দেখা যায়– বড় চাঁদ।
- দীর্ঘ কত মাস বাংলা মৃত্যুপুরীর রূপ নিয়েছিল– নয় মাস।
- 'বাহে' কোন এলাকার সম্বোধন বিশেষণ– দিনাজপুর, রংপুর।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণের সাড়া দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে?
ক বিচ্ছিন্নভাবে খ ধীরে ধীরে
গ একে একে ঘ সর্বসম্মতভাবে — উ: ঘ

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে?
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি — উ: ঘ

০৩. 'এখানে এখন' ও 'ঈর্ষা' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ নাটক ঘ কাব্যনাটক — উ: ঘ

০৪. 'জ্যোৎস্না' বলতে বোঝায়–
ক পূর্ণিমার রাত খ অমাবস্যা গ চন্দ্রালোক ঘ নক্ষত্রালোক — উ: গ

০৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি কোন রচনা থেকে সংকলিত হয়েছে?
ক কালের তীর্থ খ নূরলদীনের সারাজীবন
গ জাগো বাহে ঘ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় — উ: খ

০৬. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক হতাশা খ বেদনা গ আশা ঘ ঘৃণা — উ: খ

০৭. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' চরণের মর্মার্থ কোনটি?
ক অত্যাচার ও শোষণ খ অন্যের কৃপা
গ অন্যের প্রতি অনুরাগ ঘ শত্রুবাহিনীর আশীর্বাদ — উ: ক

০৮. 'কোনঠে' শব্দের অর্থ কী?
ক কে খ কোন গ কোথায় ঘ কীভাবে — উ: গ

০৯. 'সফেদ' কোন ভাষার শব্দ?
ক ফারসি খ আরবি গ চীনা ঘ পর্তুগিজ — উ: ক

১০. প্রতিবাদী নূরলদীন ইতিহাসের পাতা থেকে কাদের সঙ্গে মিশে যায়?
ক শ্রমজীবী খ চাকুরীজীবী গ আমলা ঘ ছাত্রদের — উ: ক

১১. নূরলদীন মূলত কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন?
ক ফরাসিদের বিরুদ্ধে খ ইংরেজদের বিরুদ্ধে
গ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘ জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে — উ: খ

১২. নূরলদীনের কথা সারা দেশে কীসের ঢলের মতো নেমে আসে?
ক নদীর খ সমুদ্রের গ পাহাড়ি ঘ জোয়ারের — উ: গ

১৩. 'যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়' পরের লাইন কী?
ক অতি অকস্মাৎ খ কালঘুম যখন বাংলায়
গ এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় ঘ ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় — উ: ঘ

১৪. কত তারিখ থেকে এ বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়?
ক ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ ২৭ মার্চ ১৯৭১
গ ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১ — উ: ক

১৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কীসের বিরোধী ছিলেন?
ক আধুনিকতার খ ধর্মীয় অনুশাসন
গ সাম্রাজ্যবাদ ঘ পুঁজিবাদ — উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা প্রথম পত্র

ছবি
আবু হেনা মোস্তফা কামাল

কবি পরিচিতি	
কবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল।
জন্মপরিচয়	আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : এম. শাহজাহান আলী। মাতা : খালেকুননেসা।
পুরস্কার	আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭)।
মৃত্যু	তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা যান।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।
গীতি-সংকলন	আমি সাগরের নীল।
গান	তুমি যে আমার কবিতা, অনেক বৃষ্টি ঝরে, নদীর মাঝি বলে প্রভৃতি।
প্রবন্ধ-গবেষণা	শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।

কবিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মেক্সিস নগরটি যে নদীর তীরে অবস্থিত– মিসিসিপি।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অন্যতম জনাকীর্ণ নগর– ডাল্লাস।
- ভ্যান গগের পূর্ণ নাম– ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ্।
- ভ্যান গগের বিখ্যাত ছবি– 'Sunflowers'।
- থিম-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়– একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাত হয়।
- 'ছবি' কবিতায় কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– বিদেশিদের।
- কবি বিদেশিদের এদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এদেশ পরিদর্শনের জন্য।
- কবি বিদেশিদের যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– উদার আমন্ত্রণ।
- কবি উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– সবার জন্য।
- কবি এদেশকে অভিহিত করেছেন– ছবির মতো বলে।
- ছবির মতো এদেশে কবি বেড়িয়ে যেতে বলেছেন– একবার।
- এদেশে কেমন স্পট নেই বলে কবি উল্লেখ করেছেন– উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট।
- বিদেশিদের সঞ্চয়– স্ফীত।
- কবি তীব্রতার কথা বলেছেন– বিষয়ের।
- বিশাল ছবির সব উপকরণ– অকৃত্রিম।
- কারিগরেরা পরিশ্রম করেছেন– দীর্ঘ নয় মাস দিনরাত।
- এই ছবির অনেক জায়গার রং এখনো– কাঁচা।
- কাঁচা রঙে রয়েছে– আশ্চর্য গাঢ়তা।
- ভ্যান গগ্ আকাশ থেকে আনতেন– নীল রং।
- ছবিতে ক্রমাগত ব্যবহার করা হয়েছে– নরমুণ্ডের।
- নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহারে আছে– একটা গভীর সাজেশান।
- নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার আসলে– এই ছবির মতো দেশের থিম।
- Aryan মানে– আর্য।
- কবিতায় উল্লেখ রয়েছে– খাঁটি আর্যবংশের।
- কবিতায় কবি নিজেকে প্রধান বলেছেন– পর্যটন দফতরের।
- ভ্যান গগ্ সোনালি রং তুলে আনতেন– শস্য থেকে।
- আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিন্তা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে– থিম বলা হয়।
- কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন– তাঁর দেশে বেড়াতে আসার।
- কবি তাঁর দেশকে তুলনা করেছেন– ছবির সঙ্গে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল কর্মজীবন শুরু করেন?
ক পাবনা কলেজে খ ব্রজমোহন কলেজে
গ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ঘ ঢাকা কলেজে **উ: গ**

০২. ভ্যান গগের জন্ম কত সালে?
ক ১৮২১ খ ১৮৩৫
গ ১৮৫৩ ঘ ১৮৮৮ **উ: গ**

০৩. 'Self Portraits' কার বিখ্যাত ছবি?
ক পাবলো পিকাসো খ ভ্যান গগ্
গ উইলিয়াম ভিনসেন্ট ঘ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি **উ: খ**

০৪. ভ্যান গগ্ কোন সময়ের চিত্রশিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?
ক আঠারো শতক খ উনিশ শতক
গ বিশ শতক ঘ একুশ শতক **উ: গ**

০৫. কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না কোনটিতে?
ক গদ্যছন্দে খ স্বরবৃত্তে
গ লৌকিক ছন্দে ঘ মাত্রাবৃত্তে **উ: ক**

০৬. 'তুমি যে আমার কবিতা' গানটি কার রচিত?
ক আবু হেনা মোস্তফা কামাল খ গোলাম মোস্তফা
গ কবির বকুল ঘ আবদুল জব্বার **উ: ক**

০৭. 'আক্রান্ত গজল' কী ধরনের রচনা?
ক কবিতা খ গল্প
গ কাহিনিকাব্য ঘ কাব্যগ্রন্থ **উ: ঘ**

০৮. 'যেহেতু জন্মান্ধ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৭৪ খ ১৯৮৪
গ ১৯৮৮ ঘ ১৯৮৯ **উ: খ**

০৯. কবি সবাইকে কেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
ক সাদর খ বিনয়ী
গ উদার ঘ অকৃত্রিম **উ: গ**

১০. কবি এই দেশকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
ক মনোহারী স্পট খ ছবি
গ প্রকৃতি ঘ শিল্প **উ: খ**

১১. কবি এই ছবির মতো দেশে সবাইকে কী করতে বলেছেন?
ক ঘুরতে খ প্রমাণ করতে
গ পিকনিক ঘ বেড়িয়ে যেতে **উ: ঘ**

১২. এদেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কী নেই?
ক ছবি খ মনোহারী স্পট
গ রং ঘ ইতিহাস **উ: খ**

১৩. 'ছবির মতো এই দেশ' বলতে কবি কোন দেশকে বুঝিয়েছেন?
ক বাংলাদেশ খ ভারত
গ শ্রীলঙ্কা ঘ মালদ্বীপ **উ: ক**

১৪. কোন দেশে তেমন কোনো মনোহারী স্পট নেই?
ক নিউজিল্যান্ড খ নেপাল
গ বাংলাদেশ ঘ ভূটান **উ: গ**

১৫. 'আপনার —— সঞ্চয় থেকে' শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক স্ফীত খ ক্ষুদ্র গ বিশাল ঘ সকল **উ: ক**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপন্যাস

লালসালু
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।
জন্মপরিচয়	জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। আদি নিবাস : নোয়াখালী। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। মাতা : নাসিম আরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি), ১৯৩৯, কুড়িগ্রাম হাই স্কুল। উচ্চমাধ্যমিক : আই এ (এইচএসসি), ১৯৪১, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : বি.এ. (১৯৪৩), আনন্দমোহন কলেজ; এম.এ (অসমাপ্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/পেশা	সহ-সম্পাদক : দি স্টেট্‌স্‌ম্যান; সম্পাদক : সহকারী বার্তা সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক- রেডিও পাকিস্তান; প্রেস-অ্যাটাসে- পাকিস্তান দূতাবাস; তথ্য অফিসার- ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিস; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক; ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-প্যারিস।
খেতাব ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩)।
জীবনাবসান	১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।

সাহিত্যকর্ম

ছোটগল্প	নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।
উপন্যাস	লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।
নাটক	বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।

উপন্যাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'লালসালু' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়– কলকাতা থেকে (কমরেড পাবলিশার্স)।
- 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদের নাম– **L'arbre sans racines** (১৯৬১, অনুবাদক– ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী অ্যান মেরি)।
- 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ (Lal Shalu) করেন– কলিমুল্লাহ।
- 'লালসালু' উপন্যাসটির মূলসুর/বিষয়– ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের স্বরূপ উন্মোচন এবং নারী জাগরণের প্রেক্ষাপটে সমাজচেতনা।
- 'লালসালু'র উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়– করাচি থেকে (১৯৬০ খ্রি.)।
- 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদের নাম– **Tree without Roots** (১৯৬৭, অনুবাদক নিজেই)।
- 'লালসালু' উপন্যাস অনুযায়ী বিদেশে এক পাও চলে না– বদনা।
- নোয়াখালি অঞ্চলে শস্যের চেয়ে বেশি– টুপি।
- 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ' বলে বোঝানো হয়েছে– শস্যহীন।
- মজিদের শারীরিক গড়ন– শীর্ণকায়।
- বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহব্বতনগরে মানুষ আসতে লাগল– মাজারে মানত করতে।
- দুদু মিঞার মুখে লজ্জার হাসি আসে– কলমা জানে না তাই।
- মজিদের শক্তির মূল উৎস– মাজার।
- ঢেঙা বুড়োর হাতে মার খেয়ে হাসুনির মা গিয়েছিল– মজিদের বাড়িতে।
- ঝড় এলে হাসুনির মায়ের করার অভ্যাস– হৈ চৈ করা।
- মজিদ হাসুনির মার কাছ থেকে চেয়েছিল– তামাক।
- মজিদ হাসুনির মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছিল – বেগুনি রঙের।
- মজিদের গড়া মাজারে লোকজনের আসা কমে যায়– অন্য পিরদের আধিপত্যে।
- 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে'। এখানে 'পাথর' বলতে– মজিদকে বলা হয়েছে।
- আমেনা বিবি তার স্বামীকে পানিপড়া আনতে বলেছিল– মা হওয়ার আশায়।
- জমিলা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতির শিকার– বাল্যবিবাহ।
- রহিমা জমিলাকে সম্বোধন করে– বোন বলে।
- 'তালাব' শব্দের অর্থ– পুকুর।
- জমিলা পাটি বুনতে বুনতে কেঁদে উঠেছিল– রহিমার গম্ভীর মুখ দেখে।
- খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজারে খ্যাংটা বুড়ি নালিশ করেছিল– ছেলের মৃত্যুতে।
- 'লালসালু' উপন্যাসে উৎসবের কথা বর্ণিত আছে– ডোমপাড়ার।
- বিলাপ শুনে জমিলার মন খারাপ হয়েছিল– খ্যাংটা বুড়ির।
- 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলার পরিচয় পাওয়া যায়– স্বাধীনচেতা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
ক গারো পাহাড়ে খ মধুপুর গড়ে
গ পাহাড়পুরে ঘ সোনারগাঁয়ে — উ: ক

০২. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
ক আমেনা খ হাসুনির মা গ জমিলা ঘ বুড়ি — উ: খ

০৩. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
ক রহিমার খ হাসুনির মার
গ হাসিনার ঘ খালেক ব্যাপারীর — উ: ক

০৪. আওয়ালপুরে পিরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
ক মজিদের খ কালুর গ তাহেরের ঘ কাদেরের — উ: খ

০৫. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশে উক্তিটি করেছে?
ক মোদাব্বের মিঞার খ তাহেরের
গ খালেক ব্যাপারী ঘ আক্কাসের — উ: ঘ

০৬. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ক মৌসুমি পির খ ভ্রাম্যমাণ পির
গ স্থায়ী পির ঘ ভণ্ড পির — উ: ক

০৭. 'তোমার দিলে কি ময়লা আছে?' 'লালসালু' উপন্যাসে কার দিলের কথা বলা হয়েছে?
ক দুদু মিঞা খ তাহেরের বাপ
গ কাদেরের চাচা ঘ মতলুব খাঁ — উ: খ

০৮. মজিদ সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
ক পাঁচ খ নয় গ সাত ঘ তিন — উ: ক

০৯. মহব্বতনগর গ্রামের ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম কী?
ক দুদু মিঞা খ আক্কাস
গ মোদাব্বের মিঞা ঘ খালেক ব্যাপারী — উ: ঘ

১০. মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
ক রহিমা খ জমিলা গ হাসুনির মা ঘ আমেনা — উ: ক

১১. 'ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি' এখানে 'লোকটি' কে?
ক মজিদ খ খালেক ব্যাপারী
গ ধলা মিয়া ঘ হাসুনির মায়ের বাপ — উ: ঘ

১২. মজিদ গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
ক বেইমান খ নাস্তিক গ জাহেল ঘ অধার্মিক — উ: গ

১৩. মজিদের বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে কে?
ক আমেনা খ জমিলা গ ফাতেমা ঘ রহিমা — উ: খ

১৪. রহিমার কয়টি বিয়ে হয়েছে?
ক একটি খ তিনটি গ চারটি ঘ দুটি — উ: ঘ

১৫. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক কে?
ক খালেক ব্যাপারী খ আমেনা
গ আক্কাস ঘ মজিদ — উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নাটক

সিরাজউদ্দৌলা
সিকান্দার আবু জাফর

নাট্যকার	সিকান্দার আবু জাফর।
জন্মপরিচয়	**জন্ম :** ১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। **পিতা :** সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী। **পিতৃব্য :** সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী (কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার)।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক :** ম্যাট্রিক (১৯৩৬), তালা বি. দে ইন্সটিটিউশন, তৎকালীন খুলনা (বর্তমান সাতক্ষীরা)। **উচ্চমাধ্যমিক :** রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), কলকাতা।
কর্মজীবন/পেশা	কলকাতার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে (১৯৩৯) পেশাগত জীবন শুরু করেন। **চাকরি :** রেডিও পাকিস্তান। **সাংবাদিক :** 'দৈনিক নবযুগ', সহযোগী সম্পাদক 'দৈনিক ইত্তেফাক'; প্রধান সম্পাদক 'দৈনিক মিল্লাত'; প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 'মাসিক সমকাল'।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৪, মরণোত্তর)।
জীবনাবসান	৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)।
নাটক	শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫), মাকড়সা (১৯৬০)।
উপন্যাস	মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।
গল্পগ্রন্থ	মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।
কিশোর উপন্যাস	জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।
অনুবাদ	রুবাইয়াৎ : ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।
সংগীতগ্রন্থ	মালব কৌশিক (১৯৬৯)।

নাটক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন– সিরাজউদ্দৌলা।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম চরিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়– ক্লেটন।
- আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়– রাজা মানিকচাঁদকে।
- 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো, সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ কথাটি– ক্যাপ্টেন ক্লেটনের।
- নবাবের রাজধানী ছিল– মুর্শিদাবাদে।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল– ১৯ জুন ১৭৫৬ সাল।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'কোম্পানি' শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করে– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।
- 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এ আমাদের প্রতিজ্ঞা।' এ সংলাপটি– ক্লেটনের।
- ইংল্যান্ডের বীর সন্তান বলে নিজেদের পরিচয় দেয়– ক্লেটন ও তার অধীন সৈন্যদের।
- 'আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।' উমিচাঁদ সংলাপটি করেছেন– হলওয়েলকে।
- নিজেকে দওলতের পূজারি বলে পরিচয় দেয়– উমিচাঁদ।
- 'সিপাহসালার' বলতে বোঝায়– সেনাপতিকে।
- শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর বলে সিরাজ অভিহিত করেন– মিরমর্দানকে।
- মিরজাফরের প্রকৃত নাম কী– মিরজাফর আলি খান।
- মিরজাফর ভারতবর্ষে আসেন– পারস্য থেকে।
- জগৎশেঠ ছিলেন– নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র।
- ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়– ১৭২৩ সালে।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফরের পদবি ছিল–সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
ক পর্তুগিজ খ ইংরেজরা
গ কোম্পানি ঘ মিরজাফর — উ: গ

০২. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কীরূপ ছিল?
ক প্রাণোচ্ছল খ করুণ
গ মধুর ঘ বেদনার — উ: খ

০৩. 'নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম' এ স্বপ্ন কার?
ক লুৎফুন্নিসার খ সিরাজউদ্দৌলার
গ আমিনার ঘ ঘসেটি বেগমের — উ: ঘ

০৪. যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?
ক গঙ্গার তীরে খ শিবিরে
গ লক্ষবাগে ঘ ভাগীরথীর তীরে — উ: ঘ

০৫. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
ক মিরমর্দান খ মোহনলাল
গ মিরজাফর ঘ সাঁফ্রে — উ: ক

০৬. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
ক মিরজাফরের খ মিরমর্দানের
গ মোহনলালের ঘ মিরনের — উ: খ

০৭. 'বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি' উক্তিটি কে করেছেন?
ক মোহনলাল খ সিরাজউদ্দৌলা
গ মিরজাফর ঘ মিরমর্দান — উ: খ

০৮. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
ক রাজশাহীর খ খুলনার
গ ঢাকার ঘ নাটোরের — উ: ঘ

০৯. 'সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি ওয়ার ক্রিমিন্যাল।' উক্তিটি কার?
ক মিরনের খ ওয়াটসের
গ মিরজাফরের ঘ লর্ড ক্লাইভের — উ: ঘ

১০. 'কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।' কার উক্তি?
ক হলওয়েল খ ক্লেটন
গ ওয়াটস ঘ ড্রেক — উ: খ

১১. রজার ড্রেক কে?
ক গভর্নর খ ক্যাপ্টেন
গ সেনাপতি ঘ কলকাতায় — উ: খ

১২. মিরকাশেমের পত্রানুযায়ী সিরাজ তাঁর সৈন্যদের হাতে কোথায় বন্দি হন?
ক পাটনায় খ পলাশিতে
গ ভগবানগোলায় ঘ কলকাতায় — উ: খ

১৩. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ একটি — উ: খ

১৪. 'A perfect scoundrel is this Omichand' সংলাপটি কে করেছিল?
ক ওয়াটস খ ড্রেক
গ হলওয়েল ঘ জর্জ — উ: খ

১৫. তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন কে?
ক উমিচাঁদ খ মানিকচাঁদ
গ রায়দুর্লভ ঘ রাজবল্লভ — উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

'অ'

অ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। যথা : [অ] এবং [ও]। সাধারণ বা স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো বা সংবৃত উচ্চারিত হয়।

'অ'-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ : অনেক [অনেক], কথা [কথা], অনাথ [অনাথ্], অনাচার [অনাচার্], অটল [অটল্], কলম [কলোম্]।
- শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : অনাচার [অনাচার্]।
- 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ব অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : অমানিশা [অমানিশা]।
- পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন : যত [জতো]।
- সহার্থে বা সহিত অর্থে আদ্য অ এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : সবিনয় [শবিনয়], সতীর্থ [শতির্থো], সসীম [শশিম্]

আদ্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের সংবৃত বা 'ও' এর মতো উচ্চারণের উদাহরণ : অতি [ওতি], অনু [ওনু], পক্ক [পোক্‌খো], অদ্য [ওদ্‌দো], মন [মোন্], অত্যাচার [ওত্‌তাচার্], গ্রহ [গ্রোহো], ব্রত [ব্রোতো], রক্ষিত [রোক্‌খিতো], মোহ [মোহো]।
- শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ই-কার, ঈ-কার কিংবা উ-কার বা ঊ-কার থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : অভিধান [ওভিধান্], নদী [নোদি], অনুরোধ [ওনুরোধ্] ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : কন্যা [কোন্না] ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ'-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : মসৃণ [মোস্‌সৃন্], বক্তৃতা [বোক্‌তৃতা] ইত্যাদি।
- আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : দক্ষ (দোক্‌খো), রক্ষা [রোক্‌খা]।
- শব্দের প্রথমে অ-যুক্ত 'র'-ফলা থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : ক্রম [ক্রোম্], গ্রন্থ [গ্রোন্‌থো], প্রভাত [প্রোভাত্] ইত্যাদি।

অন্ত্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- একাক্ষর শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে দন্ত্য 'ন' থাকলে 'ও' কারের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন : মন [মোন্], বন [বোন্] ইত্যাদি।
- তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' সাধারণত 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : আদর [আদোর্], বেতন [বেতোন্], ওজন [ওজোন্] ইত্যাদি।
- 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণ পদের শেষ 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উপনীত [উপোনিতো], নত [নতো] ইত্যাদি।
- শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পদ্য [পোদ্‌দো], চিহ্ন [চিন্‌হো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির আগে 'ং' থাকলে 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : কংস [কঙ্‌শো], ধ্বংস [ধঙ্‌শো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত [বিক্‌কৃতো], মৃত [মৃতো], কৃশ [কৃশো] ইত্যাদি।
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ [বিবাহো], বিরহ [বিরহো] ইত্যাদি।

'আ'

স্বাভাবিক উচ্চারণ : আ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ] : আকাশ [আকাশ্], রাত [রাত্], আলো [আলো]।

- [আ] জ-এর সঙ্গে থাকলে [অ্যা]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : জ্ঞান [গ্যান্], জ্ঞাত [গ্যাঁতো], জ্ঞাপন [গ্যাঁপোন্]।

ই, ঈ

- [ই] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম : দিন [দিন্], দীন [দিন্], বিনা [বিনা], বীণা [বিনা]।

উ, ঊ

- [উ] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: উ এবং ঊ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: উচিত [উচিত্], ঊষা [উশা], ঊনিশ [উনিশ্], ঊনবিংশ [উনোবিঙ্‌শো]।

'ঋ'

- ঋ বর্ণের উচ্চারণ [রি]- এর মতো: ঋতু [রিতু], ঋণ [রিন্], কৃষক [ক্রিশক্], দৃশ্য [দ্রিশ্‌শো]।

'এ'

'এ' বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। [এ] এবং [অ্যা]। সাধারণ বা সংবৃত উচ্চারণ [এ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [অ্যা] বা বিবৃত উচ্চারিত হয়।

'এ' ধ্বনির সংবৃত (এ) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ : একটি [একটি], দেশ [দেশ্], এলো [এলো]।
- শব্দের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে ইত্যাদি।
- একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : কে, সে, যে।
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : বেলুন [বেলুন্] ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন : প্রেম [প্রেম্], শেষ [শেশ্] ইত্যাদি।
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেহ [দেহো], কেহ [কেহো], কেষ্ট [কেশ্‌টো] ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের [অ্যা] উচ্চারণ: একটা [অ্যাক্‌টা], বেলা [ব্যালা], খেলা [খ্যালা]।
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো); কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যাম্‌টা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।
- অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের 'এ' ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : চেংড়া (চ্যাঙড়া), খেংড়া (খ্যাঙড়া) ইত্যাদি।
- এক, এগারো, তেরো– এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, 'এক' যুক্ত শব্দেও 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : একচোট [অ্যাক্‌চোট্] ইত্যাদি।

'ঐ'

- ঐ বর্ণের উচ্চারণ [ওই]: ঐকিক [ওইকিক্], তৈল [তোইলো]।

'ও'

- ও বর্ণের উচ্চারণ [ও] : ওল [ওল্], বোধ [বোধ্]।

'ঔ'

- ঔ বর্ণের উচ্চারণ [ওউ] : ঔষধ [ওউশধ্], মৌমাছি [মোউমাছি]।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

➤ ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন : কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, খ, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [ক], [খ], [ব], [ন] ইত্যাদি। তবে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধ্বনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'ঞ' বর্ণের উচ্চারণ

ঞ বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই। স্বতন্ত্র ব্যবহারে [অঁ]-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনে [ন্]-এর মতো উচ্চারিত হয়: মিঞা [মিঁয়া], চঞ্চল [চন্‌চল্], গঞ্জ [গন্‌জো]।

☞ **পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুযায়ী 'ঞ' এর উচ্চারণ তিন রকম হয় :**

- স্বতন্ত্র ঞ : ইঁঅ- এর মতো : মিঞ (মিঁয়ো), মিঞা (মিঁয়া)।
- যুক্ত ঞ + চ + ছ + জ + ঝ : ন- এর মতো : অঞ্চল (অন্‌চল্), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)।
- যুক্ত জ +ঞ : গ্ঁ বা গ্গঁ- এর মতো : জ্ঞান (গ্যাঁন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ)।

'ণ' বর্ণের উচ্চারণ

ণ বর্ণের উচ্চারণ [ন্]: কণা [কনা], বাণী [বানি], হরিণ [হোরিন্]।

'ব' ফলা (্ব)

☞ 'ব' বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ব]। তবে ফলা হিসেবে এই বর্ণের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য আছে।

ক. শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : ত্বক (তক্), স্বত্ব [শোত্তো], স্বাধীন [শাধিন্], স্বদেশ [শদেশ্], ধ্বনি [ধোনি], শ্বাস [শাশ্], স্বাদ [শাদ্], স্বাগত [শাগতো] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে। যেমন : অশ্ব [অশ্‌শো], বিশ্বাস [বিশ্‌শাশ্], পক্ব [পক্‌কো], বিদ্বান [বিদ্‌দান্], রাজত্ব [রাজোত্‌তো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা [শান্‌তোনা], উজ্জ্বল [উজ্‌জল্], উচ্ছ্বাস [উচ্‌ছাশ্), তত্ত্ব [তত্‌তো], সমুজ্জ্বল [শমুজ্‌জল্], অন্তর্দ্বন্দ্ব [অন্‌তর্‌দন্‌দো] ইত্যাদি।

ঘ. 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' [দ]-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার 'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বোধন [উদ্‌বোধোন্], উদ্বাহু [উদ্‌বাহু], উদ্বমন [উদ্‌বমোন্], উদ্বিগ্ন [উদ্‌বিগ্‌নো], উদ্বেগ [উদ্‌বেগ্], উদ্বৃত্ত [উদ্‌বৃত্‌তো], উদ্বাস্তু [উদ্‌বাস্‌তু] ইত্যাদি।

ঙ. বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে 'ক' থেকে আগত 'গ'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ঋগ্বেদ [রিগ্‌বেদ্],দিগ্বিদিক [দিগ্‌বিদিক্], দিগ্বালিকা [দিগ্‌বালিকা], দিগ্বলয় [দিগ্‌বলয়্], দিগ্বিজয় [দিগ্‌বিজয়্]।

চ. ম-এর সঙ্গে ব-ফলা-যুক্ত হলে সে 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমন : অম্বল [অম্‌বোল্], প্রতিবিম্ব [প্রোতিবিম্‌বো], গম্বুজ [গোম্‌বুজ], লম্ব [লম্‌বো], শম্বুক [শোম্‌বুক্], সম্বল [শম্‌বল্] ইত্যাদি।

'ম' ফলা (্ম)

☞ **'ম' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম :** ম বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ম]।

ক. শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত ম-ফলা থাকলে সে 'ম' উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক [অঁ] এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : শ্মশান (শঁশান্), স্মরণ (শঁরোন্), স্মারক (শাঁরোক্)।

খ. **ব্যতিক্রম :** শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল'-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ম' ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : যুগ্ম [জুগ্‌মো], জন্ম [জন্‌মো], গুল্ম [গুল্‌মো], উন্মাদ [উন্‌মাদ্], বাগ্মী [বাগ্‌মি], বাঙ্ময় [বাঙ্‌ময়্], চিন্ময় [চিন্‌ময়্], কুট্মল [কুট্‌মল্], সম্মান (শম্‌মান্), মৃন্ময় [মৃন্‌ময়্], বাল্মীকি [বাল্‌মিকি] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : আত্মীয় [আত্‌তিঁয়ো], পদ্ম [পদ্‌দোঁ], ভস্ম [ভশ্‌শোঁ], আত্মা [আতঁতা] ইত্যাদি।

ঘ. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম [শুক্‌খোঁ], লক্ষ্মী [লোক্‌খিঁ]।

ঙ. বাংলায় কতিপয় ম-ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যাদের ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : স্মিত [স্মিতো], সুস্মিতা [শুস্‌মিতা], আয়ুষ্মতী [আয়ুশ্‌মোতি]।

'য' ফলা (্য)

☞ য বর্ণের উচ্চারণ [জ]। যেমন : যদি [জোদি], যিনি [জিনি], সূর্য [শুর্‌জো]। তবে য-ফলা থাকলে স্বরের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়। যেমন : ব্যতীত [বেতিতো], ব্যথা [ব্যাথা]।

ক. শব্দের আদিতে য-ফলা যুক্ত হলে য-ফলা যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণে সাধারণত 'অ্যা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যর্থ [ব্যার্‌থো], ব্যাঘাত [ব্যাঘাত্], খ্যাত [খ্যাতো], ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্], শ্যামল [শ্যামোল্], ন্যস্ত [ন্যাস্‌তো], ব্যবধান [ব্যাবোধান্]।

খ. শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম [বেতিক্‌ক্রোম], ব্যথিত [বেথিতো], ব্যতীত [বেতিতো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়, যেমন : উদ্যম [উদ্‌দম্], গদ্য [গোদ্‌দো], অদ্য (ওদ্‌দো), সভ্য (শোব্‌ভো), কন্যা (কোন্‌না), লভ্য (লোব্‌ভো), পণ্য (পোন্‌নো), তথ্য (তোত্‌থো), নব্য (নোব্‌বো), বাধ্য (বাদ্‌ধো)

- কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা '্য'-এর কোনো উচ্চারণ হয় না, যেমন : সন্ধ্যা [শোন্‌ধা], স্বাস্থ্য [শাস্‌থো], অর্ঘ্য [আর্‌ঘো], স্বাস্থ্য [শাস্‌থো), সন্ন্যাসী [শোন্‌নাশি], অন্ত্য [অন্‌তো], বন্ধ্যা [বোন্‌ধা], কণ্ঠ্য [কন্‌ঠো], মর্ত্য [মোর্‌তো] ইত্যাদি।

'র' ফলা (্র)

☞ র বর্ণের উচ্চারণ [র]। তবে র-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। যেমন:

ক. শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত [ব্রোতো], গ্রহ [গ্রোহো], শ্রমিক [স্রোমিক্], ক্রম [ক্রোম্], প্রধান [প্রোধান্], প্রমাণ [প্রোমান্], ভ্রম [ভ্রোম্], প্রহসন [প্রোহোশন্], প্রতিদান [প্রোতিদান্]।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : মাত্র [মাত্‌ত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্‌দ্রোহো], যাত্রী [জাত্‌ত্রি], পরিশ্রম (পোরিস্‌স্রোম্), বিগ্রহ [বিগ্‌গ্রোহো], বিচিত্র [বিচিত্‌ত্রো], তীব্র [তিব্‌ব্রো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : কেন্দ্র [কেন্‌দ্রো], শাস্ত্র [শাস্‌ত্রো], বস্ত্র [বস্‌ত্রো], মন্ত্র [মন্‌ত্রো], অস্ত্র [অস্‌ত্রো], রন্ধ্র [রন্‌ধ্রো], যান্ত্রিক [জান্‌ত্রিক্], রবীন্দ্র [রোবিন্‌দ্রো], তান্ত্রিক [তান্‌ত্রিক্]

'ল' ফলা (্ল)

☞ **'ল' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম :**

ক. শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি [ক্লান্‌তি], প্লাবন [প্লাবোন্], ক্লেশ [ক্লেশ্], ম্লান [ম্লান্], প্লীহা [প্লিহা], গ্লাস [গ্লাস্], প্লাস্টিক [প্লাস্‌টিক্] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব [বিপ্‌প্লব্], অক্লেশে [অক্‌ক্লেশে], অম্লান (অম্‌ম্লান্), অক্লান্ত [অক্‌ক্লান্‌তো], আত্মগ্লানি [আত্‌তোঁগ্লানি], বিশ্লিষ্ট [বিস্‌লিশ্‌টো], শুক্লা [শুক্‌লা] ইত্যাদি।

'শ' বর্ণের উচ্চারণ

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। ষ বর্ণের উচ্চারণ সব সময়ে [শ]।

শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: শত [শতো], শসা [শশা]।

শ বর্ণের [স] উচ্চারণ: শ্রমিক [স্রোমিক্], শ্রদ্ধা [স্রোদ্‌ধা]।

'ষ' বর্ণের উচ্চারণ

ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: ভাষা [ভাশা], ষোলো [শোলো]।

'স' বর্ণের উচ্চারণ

স বর্ণের [শ] উচ্চারণ: সাধারণ [শাধারোন্], সামান্য [শামান্‌নো]।

স বর্ণের [স] উচ্চারণ: আস্তে [আস্‌তে], সালাম [সালাম্]।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY BUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কতিপয় শব্দের প্রমিত উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অভিমান	ওভিমান্	অনুকূল	ওনুকুল্
অরণ্য	অরোন্নো	অনুগ্রহ	ওনুগ্‌গ্রোহো
অনুশাসন	ওনুশাশোন্	অধ্যাপক	ওদ্‌ধাপোক্
অফুরন্ত	অফুরন্‌তো	অর্ঘ/অর্ঘ্য	অর্‌ঘো
আত্মীয়	আত্‌তিঁয়ো	অন্তর্দৃষ্টি	অন্‌তোর্‌দৃশ্‌টি
অপরাহ্ণ	অপোরান্‌হো	অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ
অধ্যবসায়	ওদ্‌ধোবশায়	অনভ্যাস	অনোব্‌ভ্যাশ্
অনন্যোপায়	অনোন্‌নোপায়	অনুষ্ঠান	ওনুশ্‌ঠান্
অত্যুক্তি	ওত্‌তুক্‌তি	অব্যক্ত	অব্‌ব্যাক্‌তো
অধিকতর	ওধিকোতরো	আহ্লাদ	আল্‌হাদ্
অন্যতম	ওন্‌নোতমো	অনুভূতি	ওনুভুতি
অধিকার	ওধিকার্	অজ্ঞাত	অগ্‌গ্যাঁতো
অধীন	ওধিন্	অসভ্য	অশোব্‌ভো
অত্যন্ত	ওত্‌তোন্‌তো	অধ্যাত্ম	ওদ্‌ধাত্‌তোঁ
অক্ষাংশ	ওক্‌খাংশো	অনূর্ধ্ব	অনুর্‌ধো
অক্ষাগ্র	ওক্‌খাগ্‌গ্রো	অন্যূন	অন্‌নুনো
অজ্ঞান	অগ্‌গ্যাঁন্	অজ্ঞ	অগ্‌গোঁ
অক্ষম	অক্‌খম্	অব্যয়	অব্‌বয়
অন্যায়	অন্‌ন্যায়	অকথ্য	অকোত্‌থো
অধ্যুষিত	ওদ্‌ধুশিতো	অমসৃণ	অমোস্‌সৃন্
অতুল	ওতুল্/অতুল্	অকস্মাৎ	অকোশ্‌শাঁত্
অগত্যা	অগোত্‌তা	অর্ঘ্য	অর্‌ঘো
অন্তঃসার	অন্‌তোশ্‌শার্	অপসৃত	অপোস্‌সৃতো
অদক্ষ	অদোক্‌খো	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো
অনৈক্য	অনোইক্‌কো	অত্যুক্তি	ওত্‌তুক্‌তি
অকালপক্ব	অকাল্‌পক্‌কো	অন্তঃশীলা	অন্‌তোশ্‌শিলা
অকৃতঘ্ন	অকৃতঘ্‌নো	অন্তরিক্ষ	অন্‌তোরিক্‌খো
অক্ষয়	অক্‌খয়	অধ্যয়ন	ওদ্‌ধয়ন্
অক্ষি	ওক্‌খি	অনুরাগ	ওনুরাগ্
অঘ্রাণ	অগ্‌ঘ্রান্	আকস্মিক	আকোশ্‌শিঁক
অচলায়তন	অচলায়োতন্	আহ্বায়ক	আও্‌ভায়োক্
অখ্যাত	অক্‌খ্যাতো	উদ্‌বন্ধন	উদ্‌বন্‌ধোন্
আশ্চর্য	আশ্‌চোর্‌জো	উদ্‌বোধন	উদ্‌বোধোন্
আত্মশ্লাঘা	আততোঁস্লাঘা	উন্মার্গ	উন্‌মার্‌গো
ইতিহাস	ইতিহাশ্	ঈশান	ইশান্
ঈশ্বর	ইশ্‌শর্	ঋষি	রিশি
উদ্‌বেলিত	উদ্‌বেলিতো	ঋতু	রিতু
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্‌ছ্রিঙ্‌খল্	উন্মত্ত	উন্‌মত্‌তো
উচ্চতর	উচ্‌চোতরো	উৎকৃষ্ট	উত্‌কৃশ্‌টো
উদাত্ত	উদ্‌দতো	উন্নাসিক	উন্‌নাশিক্
উপান্ত	উপাত্‌তো	উচ্চতম	উচ্‌চোতমো
উদ্যোক্তা	উদ্‌দোক্‌তা	উপগ্রহ	উপোগ্‌গ্রোহো
উদ্‌বৃত্ত	উদ্‌বৃত্‌তো	একবিংশ	একোবিংশো
উৎকৃষ্ট	উত্‌কৃশ্‌টো	কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্
উত্থান	উত্‌থান্	কায়স্থ	কায়োস্‌থো
ঊর্ধ্ব	উর্‌ধো	উহ্য	উজ্‌ঝো
একতারা	অ্যাক্‌তারা	কাশ্মীর	কাশ্‌মির্
একগুঁয়ে	অ্যাক্‌গুঁয়ে	একতা	এ্যাকোতা
ওতপ্রোত	ওতোপ্‌প্রোতো	কেমন	ক্যামোন্
কাষ্ঠ	কাশ্‌ঠো	কিংবদন্তি	কিঙ্‌বদোন্‌তি
কর্তব্য	করতোব্‌বো	কৃষিজীবী	কৃশিজিবি
কস্মিন	কোশ্‌শিঁন্	কস্মিনকালে	কোশ্‌শিঁন্‌কালে
কৃচ্ছ্র	কৃচ্‌ছ্রো	গণতন্ত্র	গনোতন্‌ত্রো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
গণ্ডগ্রাম	গন্‌ডোগ্‌গ্রাম্	গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শোঁ
গুল্ম	গুল্‌মো	গ্রাহ্য	গ্রাজ্‌ঝো
গীতাঞ্জলি	গিতান্‌জোলি	জ্ঞেয়	গেঁও
ছদ্ম	ছদ্‌দোঁ	জ্ঞান	গ্যাঁন্
জ্ঞাপক	গ্যাঁপক্	জ্ঞাপিত	গ্যাঁপিতো
জ্ঞাতি	গ্যাঁতি	ঘনশ্রুতি	ঘনোস্‌স্রুতি
চলচ্চিত্র	চলোচ্‌চিত্‌ত্রো	দাহ্য	দাজ্‌ঝো
চৌদ্দ	চোদ্‌দো	চট্টগ্রাম	চট্‌টোগ্‌গ্রাম
চক্রবাক	চক্‌ক্রোবাক্	চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো
জনসংখ্যা	জনোশোঙ্‌খা	জ্যামিতি	জ্যামিতি
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	জ্যোৎস্না	জোত্‌সনা
জীবাশ্ম	জিবাশ্‌শোঁ	জনশ্রুতি	জনোস্‌স্রুতি
জ্যোতিষ্ক	জোতিশ্‌কো	তপস্বী	তপোশ্‌শি
তন্ত্র	তন্‌ত্রো	ত্যক্ত	ত্যাক্‌তো
তরুণ	তোরুন্	তক্ষক	তোক্‌খক্
তথাকথিত	তথাকোথিতো	ত্রিকালদর্শী	ত্রিকাল্‌দোর্‌শি
ততোধিক	ততোধিক্	তত্ত্বীয়	তোত্‌তিয়ো
ত্রস্ত	ত্রোস্‌তো	দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ
দ্রব্য	দ্রোব্‌বো	দ্রোহ	দ্রোহো
দুঃখ	দুক্‌খো	দুঃসময়	দুশ্‌শময়
দর্শনীয়	দর্‌শোনিয়ো	দন্ত্য	দন্‌তো
দ্বন্দ্ব	দন্‌দো	দ্বিত্ব	দিত্‌তো
দাসত্ব	দাশত্‌তো	দুরদৃষ্ট	দুরদৃশ্‌টো
দরিদ্র	দোরিদ্‌দ্রো	ধ্যান	ধ্যান্
ধৃত	ধৃতো	ধ্রুপদি	ধ্রুপোদি
নিশ্চিত	নিশ্‌চিতো	নিঃসন্তান	নিশ্‌শন্‌তান্
নৈবেদ্য	নোইবেদ্‌দো	ন্যস্ত	নস্‌তো
নিঃসঙ্গ	নিশ্‌শংগো	নীলাম্বরি	নিলাম্‌বোরি
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায়্‌শংগতো	নম্র	নম্‌ম্রো
নিকৃষ্ট	নিকৃশ্‌টো	নশ্বর	নশ্‌শর্
নিঃসম্বল	নিশ্‌শম্‌বল্	নৈর্ঋত	নোইর্‌রিত্
নিভৃত	নিভৃতো	পথ্য	পোত্‌থো
নৃত্য	নৃত্‌তো	প্রত্যয়	প্রোত্‌তয়
প্রগতি	প্রোগোতি	পাষাণ	পাশান্
প্রাণপণ	প্রান্‌পোন্	প্রত্যঙ্গ	প্রোত্‌তঙ্‌গো
পরিতুষ্ট	পোরিতুশ্‌টো	প্রকৃষ্ট	প্রোকৃশ্‌টো
প্রিয়তম	প্রিয়োতমো	প্রবন্ধ	প্রোবন্‌ধো
প্রশস্তি	প্রোশোস্‌তি	প্রশস্ত	প্রোশস্‌তো
পথচারী	পথোচারী	পর্যন্ত	পোর্‌জোন্‌তো
পত্তন	পত্‌তোন্	প্রথম	প্রোথম্
প্রৌঢ়	প্রোউঢ়্‌ঢো	প্রক্ষেপ	প্রোক্‌খেপ্
প্রশ্ন	প্রোস্‌নো	প্রমা	প্রোমা
প্রজ্বলিত	প্রোজ্‌জোলিতো	প্রতিজ্ঞা	প্রোতিগ্‌গাঁ
প্রশ্রয়	প্রোস্‌স্রয়	প্রণাম	প্রোনাম্
বিব্রত	বিব্‌ব্রোতো	বিশ্লেষণ	বিস্‌লেশন্
বাস্তবিক	বাস্‌তোবিক্	বিচ্ছেদ	বিচ্‌ছেদ্
বণ্টন	বন্‌টোন্	ব্যতীত	বেতিতো
বন্য	বোন্‌নো	ব্রত	ব্রোতো
ব্যবসায়	ব্যাবোশায়	ব্যর্থ	ব্যার্‌থো
বিন্যাস	বিন্‌নাশ্	বাস্তব	বাস্‌তোব্
বিষবৃক্ষ	বিশোবৃক্‌খো	বিপক্ষ	বিপোক্‌খো
বিখ্যাত	বিক্‌খ্যাতো	ব্যতিক্রম	বেতিক্‌ক্রোম্
বনভোজন	বোন্‌ভোজোন্	বিন্যস্ত	বিন্‌নস্‌তো
বৃহত্তর	বৃহত্‌তরো	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্‌হান্‌ডো
বংশজ	বঙ্‌শোজো	বিমিশ্র	বিমিস্‌স্রো

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
বিস্তৃত	বিসৃতৃতো	বাহ্যিক	বাজ্‌ঝিক্
ব্যগ্র	ব্যাগ্‌গ্রো	ব্যবসা	ব্যাব্‌শা
বিত্ত	বিত্‌তো	বৈশাখ	বোইশাখ্
বনস্পতি	বনোশ্‌পোতি	প্লাবন	প্লাবোন্
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো	বন্যা	বোন্‌না
বিশেষজ্ঞ	বিশেশ্‌গোঁ	বক্ষ	বোক্‌খো
বহুব্রীহি	বোহুব্‌ব্রিহি	বিস্ময়	বিশ্‌শঁয়
বুভুক্ষা	বুভুক্‌খা	ব্যাকুল	ব্যাকুল্
বশ্যতা	বোশ্‌শোতা	বাহ্য	বাজ্‌ঝো
ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো	ব্যবচ্ছেদ	ব্যাবোচ্‌ছেদ
বিস্মরণ	বিশ্‌শঁরোন্	ব্যাহত	ব্যাহতো
ব্যক্তি	বেক্‌তি	ব্যবস্থা	ব্যাবোস্‌থা
ব্যথিত	বেথিতো	ব্যক্ত	ব্যাক্‌তো
ব্যতিক্রম	বেতিকক্রোম	ব্যষ্টি	বেশ্‌টি
বিবস্ত্র	বিবস্‌ত্রো	বিধ্বস্ত	বিদ্‌ধসতো
বিহ্বল	বিওভ্‌ভল্	ভর্তুকি	ভোর্‌তুকি
ভয়ঙ্কর	ভয়োঙকর্	ভ্রষ্ট	ভ্রোশ্‌টো
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্	ভাঙন	ভাঙ্‌গোন্
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুশ্‌পুত্‌ত্রো	মারাত্মক	মারাত্‌তোঁক্
মৌন	মোউনো	ব্যাপ্তি	ব্যাপ্‌তি
মন্ত্র	মন্‌ত্রো	মহত্ত্ব	মহোত্‌তো
মন্ত্রণালয়	মন্‌ত্রোনালয়	মঙ্গল	মঙ্‌গোল্
মৈনাক	মোইনাক্	যক্ষ	জোক্‌খো
যজ্ঞ	জোগ্‌গোঁ	যকৃৎ	জককৃত্
যৌথ	জোউথো	যক্ষ্মা	জক্‌খাঁ
যেমন	জ্যামোন্	রৈখিক	রোইখিক্
যখন	জখোন্	লভ্য	লোব্‌ভো
যাত্রা	জাত্‌রা	যন্ত্রণা	জন্‌ত্রোনা
রুক্মিণী	রুক্‌কিনি	লেহ্য	লেজ্‌ঝো
রঙিন	রোঙ্‌গিন্	রম্য	রোম্‌মো
রহস্য	রহোশ্‌শো	রক্ষক	রোক্‌খোক্
লোচন	লোচন্	শৈল	শোইলো
লক্ষণ	লোকখোন্	লাবণ্য	লাবোন্‌নো
লক্ষ্য	লোক্‌খো	লঙ্ঘন	লঙ্‌ঘোন্
লোকগীতি	লোকোগিতি	শল্য	শোল্‌লো
শ্রবণ	স্রোবোন্	শনাক্ত	শনাক্‌তো
শুভক্ষণ	শুভোক্‌খোন্	শিক্ষক	শিক্‌খক্
শুক্রবার	শুকক্রোবার্	শেওলা	শ্যাওলা
শূর্পণখা	শুরপোনখা	শৃঙ্গ	সৃংগো
শ্রেষ্ঠ	স্রেশ্‌ঠো	শ্রুতি	স্রুতি
শ্মশ্রু	শোঁস্‌সু	স্রোত	স্রোতো
প্রেম	প্রেম	সম্ভাব্য	শমভাব্‌বো
শ্রদ্ধা	স্রোদ্‌ধা	সজ্ঞান	শগ্‌গ্যাঁন্
সম্প্রতি	শম্‌প্রোতি	সর্বত্র	শরবোত্‌ত্রো
সংক্ষিপ্ত	শোঙ্‌খিপ্‌তো	সর্বস্ব	শরবোশ্‌শো
স্বর্গ	শরগো	সঙ্কুচিত	শোঙ্‌কুচিতো
সম্পর্ক	শমপরকো	সহৃদয়	শহৃদয়
সমীরণ	শোমিরন্	সমীক্ষা	শোমিক্‌খা
সমূহ	শোমুহো	সতী	শোতি
সমিতি	শোমিতি	সম্ভাষণ	শমভাশন্
সম্মিলিত	শম্‌মিলিতো	স্রষ্টা	স্রোশ্‌টা
সন্নিকট	শন্‌নিকট্	সন্ন্যাস	শোন্‌ন্যাশ্
সম্প্রীতি	শম্‌প্রিতি	সমুদ্র	শমুদ্‌দ্রো
সমুন্নত	শমুন্‌নতো	সমীচীন	শোমিচিন্

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
সমৃদ্ধি	সমমৃদ্‌ধি	সম্পূর্ণ	শম্‌পুর্‌নো
সমুত্থিত	শমুত্‌থিতো	সম্পূরিত	শমপুরিতো
সৌন্দর্য	শোউন্‌দোর্‌জো	সংকীর্ণ	শংকির্‌নো
সর্বোত্তম	শরবোত্‌তম্	স্রোতস্বতী	স্রোতোশ্‌শোতি
সদা	শোদ্‌দো	স্নিগ্ধ	স্নিগ্‌ধো
সবিনয়	শবিনয়	সংক্ষিপ্ত	শংখিপ্‌তো
স্মার্ত	শার্‌তো	সংবর্ত	শংবর্‌তো
স্বীকৃতি	শিক্‌কৃতি	সহ্য	শোজ্‌ঝো
স্বজন	শজোন্	স্মৃতিসৌধ	সৃঁতিশোউদ্‌ধো
সহস্র	শহোস্‌স্রো	স্বায়ত্তশাসন	শায়ত্‌তোশাশোন্
সংবর্ধনা	শংবর্‌ধোনা	স্নেহ	স্নেহো
ষড়ঋতু	শড়োরিতু	হ্রস্ব	রশ্‌শো

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি?
(ক) শুন্‌দোর (খ) শুন্‌দর্ (গ) সুনদর্ (ঘ) শোনদর্ উ: খ

০২. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
(ক) অদ্‌ধাপক (খ) অদ্‌ধাপোক (গ) ওদ্‌ধাপক্ (ঘ) ওধ্‌ধাপোক্ উ: গ

০৩. 'অনুশাসন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) ওনুশাশোন্ (খ) অনুশাসোন (গ) ওনুশাসোন (ঘ) অনুশাশোন উ: ক

০৪. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
(ক) সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয়। (খ) কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয়।
(গ) পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়। (ঘ) কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর সংবৃত হয়। উ: খ

০৫. শব্দের মধ্য ও অন্ত্য ল-ফলা ব্যঞ্জনকে–
(ক) পার্শ্বিক করে (খ) সানুনাসিক করে
(গ) বিকৃত করে (ঘ) দ্বিত্ব করে উ: ঘ

০৬. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব-ফলা–
(ক) দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় (খ) অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
(গ) অনুচ্চারিত থাকে (ঘ) বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় উ: গ

০৭. শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) তিতিক্‌খা (খ) তিতিখ্‌খা (গ) তিথিক্‌খা (ঘ) তিথিখ্‌খা উ: ক

০৮. 'বিস্মিত' এর শুদ্ধ উচ্চার–
(ক) বিস্‌মিতো (খ) বিশ্‌সিত (গ) বিশ্‌মিত (ঘ) বিশ্‌শিঁতো উ: ঘ

০৯. 'অজ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
(ক) অগ্‌গাত (খ) ওগ্‌গাত (গ) অগ্‌গ্যাঁতো (ঘ) ওগ্যাত উ: গ

১০. 'বিবর্ণ' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) বিবোরনো (খ) বিবর্‌নো (গ) বিবরননো (ঘ) বিভরনো উ: খ

১১. 'ব্রাহ্ম' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি?
(ক) ব্রামমো (খ) ব্রাম্‌ভো (গ) ব্রাম্‌হো (ঘ) ব্রাম্ম উ: গ

১২. 'আহ্বান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) আহবান (খ) আহোবান (গ) আওভান্ (ঘ) আহভান উ: গ

১৩. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো–
(ক) সৃতিসৌধ (খ) সৃতিসোউধ (গ) সৃঁতিশোউদ্‌ধো (ঘ) সৃতিশোউধো উ: গ

১৪. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পদ্ধতি কোনগুলো?
(ক) সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃত (খ) অর্ধ-সংবৃত ও বিবৃত
(গ) সংবৃত ও বিবৃত (ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

১৫. কোন উচ্চারণটি প্রমিত নয়?
(ক) সমুদ্র – শমুদ্‌দ্রো (খ) শ্রাবণ – স্রাবোন্
(গ) বাগ্মী – বাগ্‌মি (ঘ) আহ্বান – আহোবান্ উ: ঘ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ

তৎসম শব্দ

০১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

০২. তবে যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, উষা।

০৩. রেফ (র্) -এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দ

০১. **ই ঈ উ ঊ :** সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : শাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি।

০২. **ক্ষ :** ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর লেখা হবে।

০৩. **মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন :** তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান।

০৪. **রেফ (র্) ও দ্বিত্ব :** তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

০৫. **বিসর্গ :** শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ।

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

❖ **রেফ (র্) সংক্রান্ত :** রেফের (র্) পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কার্য্যালয়	কার্যালয়	কর্ম্ম	কর্ম
সৌন্দর্য্য	সৌন্দর্য	কার্য্য	কার্য

❖ **অনুস্বার (ং) ও ঙ সংক্রান্ত :**

ক. ক-বর্গীয় বর্ণের আগে, অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ -এর আগে ং বসবে না, কেবল ঙ বসবে। যেমন :

ঙ + ক = ঙ্ক	অঙ্ক, নিরঙ্কুশ, বঙ্কিম, স্থানাঙ্ক, আশঙ্কা, পালঙ্ক।
ঙ + খ = ঙ্খ	অনুপুঙ্খ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, শৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খল।
ঙ + গ = ঙ্গ	অঙ্গন, চতুরঙ্গ, সর্বাঙ্গীণ, অনুষঙ্গ, ফিরিঙ্গি।
ঙ + ঘ = ঙ্ঘ	অলঙ্ঘনীয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দুর্লঙ্ঘ্য।

খ. ক-বর্গীয় বর্ণের আগে ং এবং ঙ দুটোই বসতে পারে, যদি শব্দটি সন্ধি দ্বারা গঠিত হয়। যেমন : অহংকার/অহঙ্কার, সংগীত/সঙ্গীত।

গ. কিছু কিছু শব্দ আছে যেখানে অবিকল্প ং বসবে। যেমন : সংকল্প, সংকীর্ণ।

❖ **ই/ঈ সংক্রান্ত :**

ক. দেশ, ভাষা, জাতিবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : ইতালি, জার্মানি, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, বাঙালি, ইত্যাদি। (ব্যতিক্রম– চীন, শ্রীলঙ্কা)।

খ. বস্তুবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : বাড়ি, শাড়ি, কলসি, আলমারি।

গ. প্রাণিবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : হাতি, মুরগি, জোনাকি ইত্যাদি।

ঘ. কর্ম ও পেশাবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : মাস্টারি, দোকানদারি, ডাক্তারি, ডাকাতি, দালালি, জমিদারি, ওকালতি, চাকরি ইত্যাদি।

ঙ. সাধারণত তৎসম শব্দে ঈ-কার ব্যবহার হয়। যেমন : পক্ষী, হস্তী, কুম্ভীর।

❖ **সমাসবদ্ধ শব্দ ভেঙে লেখা :** সমাসবদ্ধ শব্দ ভেঙে লেখা হলে বানান অশুদ্ধ হবে। যেমন : 'জীবন ঘনিষ্ঠ' লিখলে বানান ভুল হবে। কারণ শব্দটি সমাসবদ্ধ। শুদ্ধ বানান হবে; 'জীবনঘনিষ্ঠ', ভেঙে লিখতে চাইলে লিখতে হবে; 'জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ'। নতুবা বানান ভুল হবে। এমন অনেক শব্দ আছে, যেমন : 'কথা শিল্পী' নয়, 'কথাশিল্পী' 'বিলাত ফেরত' নয় 'বিলাতফেরত'। 'বাগান বাড়ি' নয়, 'বাগানবাড়ি', 'বীর পুরুষ' নয় হবে 'বীরপুরুষ'। এ বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। সতর্কভাবে বানানের নিয়ম এবং পাশাপাশি অভিধান দেখার অভ্যাস করলে এ জাতীয় ভুল কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

❖ **হাইফেনযুক্ত (-) সমাসবদ্ধ শব্দ :** আবশ্যিক ও বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদগুলোকে যুক্ত করার জন্যে হাইফেন বা পদসংযোগ চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়। যেমন : চলতে-চলতে, এপাশ-ওপাশ, আইন-শৃঙ্খলা, কায়দা-কানুন।

❖ **ও-কার ব্যবহার :** ও-কারান্ত বিশেষণ পদে এবং ক্রিয়াপদে ও-কার ব্যবহার করতে হবে। নিচের তালিকা লক্ষণীয়–

বর্জনীয় বানান	শুদ্ধ বানান	বর্জনীয় বানান	শুদ্ধ বানান
ভাল	ভালো	বলব	বলবো
কাল	কালো	বলান	বলানো

❖ **'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানান :** 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন :

ওঠানো	জুতানো	বলানো	বেতানো
করানো	নামানো	খাওয়ানো	পাঠানো

গুরুত্বপূর্ণ বানান সতর্কতা

অ	অকালপক্ব, অকুতোভয়, অগ্রিম, অঙ্গীকার, অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়।
আ	আত্মসাৎ, আদ্যোপান্ত, আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আনুষঙ্গিক, আহ্নিক ।
ই	ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, ইতস্তত, ইদানীং, ইয়ত্তা, ইত্যাকার।
উ	উচ্চৈঃস্বরে, উজ্জ্বল (কিন্তু প্রজ্বলন), উত্তরসূরি, উদ্ব্যক্ত, উদীচী।
ঊ	ঊর্ধ্ব, ঊর্মি, ঊষর, ঊহ্য।
এ	একতা, একাকিত্ব, এক্ষুণি, এতদ্দ্বারা, এতদ্ব্যতীত, একাকী ।
ঐ	ঐকতান, ঐক্যবদ্ধ, ঐকমত্য, ঐক্য, ঐষীক, ঐকাত্ম্য, ঐহিক।
ঔ	ঔচিত্য, ঔদ্ধত্য, ঔদার্য, ঔরস, ঔদ্বাহিক।
ক	কথোপকথন, কনিষ্ঠ, করণিক, কর্মচারী, কল্যাণীয়াসু।
খ	খেলাধুলা, খাদ্যাভ্যাস, খর্জুর, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টাব্দ, খোশনবিশ।
গ	গণনা, গত্যন্তর, গর্ভস, গৃহবধূ, গাধা, গাঁদা (ফুল), গরীয়সী।
ঘ	ঘটনাবলি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ঘাঁটি, ঘূর্ণন, ঘনিষ্ঠ, ঘূর্ণ্যমান/ঘূর্ণায়মান।
চ	চিক্কণ, চিরুনি, চূড়ান্ত, চূষ্য, চূর্ণন, চূড়া, চিরায়ুষ্মান।
জ	জনপ্রতিনিধি, জনাব, জাজ্বল্যমান, জ্যৈষ্ঠ।
ত	ত্বরিত, তড়িৎ, ততোধিক, তত্ত্বাবধায়ক, তদ্রূপ, তিতিক্ষা, ত্যাজ্য।
দ	দারুণ, দীর্ঘজীবী, দুরবস্থা, দুরূহ, দুর্গ, দুর্গা, দুর্নীতিগ্রস্ত, দূতাবাস।
ধ	ধূমপান, ধূলা/ধূলি, ধ্বজ, ধ্বংস, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নস্যাৎ, নিক্বণ, নিরীহ, নির্ণয়, নির্মাণ, নৃশংস, ন্যায়, ন্যূনতম।
প	পঙ্‌ক্তি, পড়শি, পথিকৃৎ, পিপীলিকা, পিশাচ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পূজা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ফ	ফলপ্রসূ, ফলদ, ফণীন্দ্র, ফূর্তি (কিন্তু স্ফূর্তি)।
ব	বর্ণালি, বাঞ্ছনীয়, বিদুষী, বিদেশি, বিভীষিকা, বীভৎস, ব্যতিক্রম।
ভ	ভবিষ্যদ্বাণী, ভুজ, ভুয়া, ভুঁড়ি, ভূরিভোজন, ভ্রাম্যমাণ, ভূম্যধিকারী।
ম	মরীচিকা, মহীয়সী, মাহাত্ম্য, মধ্যাহ্ন, মন্বন্তর, মহেন্দ্রাস।
র	রাগিণী, রূপায়ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল, রেস্তোরাঁ, রোরুদ্যমান, রশ্মি।
ল	লবণ, লাবণ্য, লম্বোদর, লক্ষ্যমাত্রা, লোকান্তর, লুব্ধক, লাঞ্ছনা।
শ	শারীরিক, শিরশ্ছেদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা, শ্বশুর।
ষ	ষড়যন্ত্র, ষাণ্মাসিক, ষড়ৈশ্বর্য, ষড়ানন, ষণ্মুখ।
স	সদ্যোজাত, সমীচীন, সন্ধ্যা, সঙ্কেবেলা, সম্মানিত, সরকারি, সুধী, সৌন্দর্য, স্বচ্ছন্দ/স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বাজাত্যবোধ, স্বায়ত্তশাসন।
হ	হৃর্থপণ্ড, হীনম্মন্যতা, হৃদরোগ, হরীতকী, হিরণ্ময়, হতোদ্যম।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
ক সংখ্যা খ সংবর্ধনা
গ উশৃঙ্খল ঘ অহংকার
উঃ গ

০২. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক বাঙালী খ বাড়ি
গ কুমির ঘ হাতি
উঃ ক

০৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক কাগয খ হাযার
গ বাজার ঘ পুলিস
উঃ গ

০৪. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক কৃষ্টি খ স্টেশন
গ গৃহস্থ ঘ ষ্টোর
উঃ ঘ

০৫. কোন বানানটি ঠিক নয়?
ক অক্ষয় খ চৈতালী
গ জাপানি ঘ রঙিন
উঃ খ

০৬. কোনটি শুদ্ধ নয়?
ক প্রতিতি খ প্রকৃতি
গ জ্যামিতি ঘ সমিতি
উঃ ক

০৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক তৃনয়ণ খ ত্রিনয়ণ
গ ত্রিনয়ন ঘ তৃনয়ন
উঃ খ

০৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক শরিসৃপ খ শরীসৃপ
গ সরিসৃপ ঘ সরীসৃপ
উঃ খ

০৯. কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ?
ক ঘনিষ্ঠ খ বৈশিষ্ট
গ বৈদগ্ধ্য ঘ সশ্রদ্ধ
উঃ ঘ

১০. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক মধুসুদন খ মধুসুদন
গ মধূসূদন ঘ মধুসূদন
উঃ খ

১১. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক সমীচীন, কণ্ঠ, মাষ্টার
খ অঞ্জুলি, দন্তনীয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়
গ প্রতিযোগিতা, স্বাদেশীক, সন্তরণ
ঘ সহযোগী, শিরশ্ছেদ, গুন্ধরন
উঃ খ

১২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক অন্তস্থল খ অন্তঃস্থল
গ অন্তস্তল ঘ অন্তস্তল
উঃ খ

১৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক সবিসেশ খ স্ববিশেস
গ সবিশেষ ঘ শবিশেষ
উঃ গ

১৪. কোন বানানগুলো শুদ্ধ?
ক উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি খ চলৎশক্তি, দুরূহ
গ উৎশৃঙ্খল, পুরাণ ঘ গরিব, নমস্কার
উঃ গ

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক ত্রিভূজ খ পরিপক্ক
গ আকাঙ্খা ঘ পুণ্য
উঃ ক

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলা হয়। যেমন : এ কলমে (কলম + এ) লেখে ভালো।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে : "প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words) সৃষ্ট হয়।" যেমন : ১. আকাশে সূর্যের দেখা নাই। ২. রাস্তায় লোকজন দৌড়াইতেছে। এখানে 'আকাশ', 'সূর্য', 'রাস্তা', 'দৌড়ানো' শব্দের সঙ্গে 'এ', 'এর', 'য়', 'ইতেছে' বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে আকাশ, সূর্য, রাস্তা, দৌড়ানো একেকটি পদে পরিণত হয়েছে।

পদের শ্রেণিবিভাগ

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদের) শ্রেণিবিভাগ : শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থান তাদের বিভাজনকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচটি শব্দশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ও ৫. অব্যয়।

'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে মুখ্যত ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বাংলার শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. বিশেষ্য ২. সর্বনাম ৩. বিশেষণ ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়াবিশেষণ ৬. যোজক ৭. অনুসর্গ ও ৮. আবেগ-শব্দ।

বিশেষ্য

বিশেষ্য : কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

প্রকারভেদ : বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা : i. নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ii. জাতিবাচক বিশেষ্য iii. দ্রব্য বা বস্তুবাচক বিশেষ্য iv. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য v. ভাববাচক বিশেষ্য ও vi. গুণবাচক বিশেষ্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সর্বনাম

- **সর্বনাম :** বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম সাধারণত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন : হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।
দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলে ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন :
ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, **তারাই** তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
খ. ধান ভানতে **যারা** শিবের গীত গায়, **তারা** স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।
- **সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহ নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যথা : ০১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম, ০২. আত্মবাচক সর্বনাম, ০৩. সামীপ্যবাচক সর্বনাম, ০৪. দূরত্ববাচক সর্বনাম, ০৫. সাকুল্যবাচক সর্বনাম, ০৬. প্রশ্নবাচক সর্বনাম, ০৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম, ০৮. সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম, ০৯. ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম, ১০. অন্যাদিবাচক সর্বনাম, ১১. যৌগিক সর্বনাম (অনিশ্চয়বাচক), ১২. সাপেক্ষ বা প্রতিনির্দেশক সর্বনাম।

বিশেষণ পদ

- **বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন : করিম **ভালো** ফুটবল খেলে। **সুন্দর** বাগান। চটপটে ছেলে।
- **প্রকারভেদ :** বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা : ১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন :
ক. **সর্বনামের বিশেষণ :** সে রূপবান ও গুণবান।
খ. **বিশেষ্যের বিশেষণ :** **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালোবাসে?
- **নাম বিশেষণের প্রকারভেদ :**

রূপবাচক	**নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কালো** মেঘ।
গুণবাচক	**চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **ঠান্ডা** হাওয়া।
অবস্থাবাচক	**তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা।
ক্রমবাচক	**দশম** শ্রেণি, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।
সংখ্যাবাচক	**হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।
পরিমাণবাচক	**বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার** টনী জাহাজ, **এক** কেজি চাল, **দু** কিলোমিটার রাস্তা।
অংশবাচক	**অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোলো** আনা দখল, **সিকি** পথ।
উপাদানবাচক	**বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি।
প্রশ্নবাচক	**কত** দূর পথ? **কেমন** অবস্থা?
নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	**এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ।

০২. **ভাব বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে।
- **প্রকারভেদ :** ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা : ক. ক্রিয়া বিশেষণ খ. বিশেষণের বিশেষণ গ. অব্যয়ের বিশেষণ ঘ. বাক্যের বিশেষণ।

নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশেষণের প্রকারভেদ

- **প্রকারভেদ :** বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

০১. **বর্ণবাচক বা রূপবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **লাল** ফিতা, **কালো** মেঘ।
০২. **গুণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষণ। যেমন : **চালাক** ছেলে, **ঠান্ডা** পানি, **চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **গরম** জল, **সৎ** লোক।
০৩. **অবস্থাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **চলন্ত** ট্রেন, **তরল** পদার্থ, **তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা, **মুমূর্ষু** রোগী।
০৪. **ক্রমবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এক** টাকা, **আট** দিন, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।
০৫. **পূরণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **তৃতীয়** প্রজন্ম, **৩৪তম** অনুষ্ঠান, **সত্তরতম** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।
০৬. **পরিমাণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **আধা** কেজি চাল, **অনেক** লোক, **বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ** শতাংশ ভূমি, **হাজার** টনী জাহাজ, **এক** কেজি চাল, **দু** কিলোমিটার রাস্তা, **অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোলো** আনা দখল, **সিকি** পথ।
০৭. **উপাদানবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি, **স্বর্ণময়** পাত্র।
০৮. **প্রশ্নবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **কেমন** গান? **কতক্ষণ** সময়? **কত** দূর পথ? **কেমন** অবস্থা?
০৯. **নির্দিষ্টতাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এই** দিনে, **সেই** সময়, **এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ।
১০. **ভাববাচক বিশেষণ :** যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। এটাকে বিশেষণের বিশেষণও বলা হয়। যেমন : '**খুব** ভালো খবর' ও 'গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে'।
১১. **বিধেয় বিশেষণ :** বাক্যের বিধেয় অংশে যেসব বিশেষণ বসে, সেসব বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যেমন : 'লোকটা **পাগল**' বা 'এই পুকুরের পানি **ঘোলা**'।

ক্রিয়াপদ

- **ক্রিয়াপদ :** যে পদের দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন : ফুল ফুটেছিল। বৃষ্টি হবে।
- **ক্রিয়াপদের গঠন :** ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন : 'পড়ি' = পড় + ই। এখানে 'পড়' ধাতু ও 'ই' ক্রিয়াবিভক্তি।
- **ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ :** ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : **ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।**
ক. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের (বা মনোভাবের) পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : নাদিয়া বই পড়ছে। ছেলেরা খেলা করছে।
সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন : সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।
খ. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : আমি কলেজে গিয়ে-। এখানে 'গিয়ে' ক্রিয়াপদ দ্বারা মনের ভাব শেষ হয়নি; মনের ভাব সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই **'গিয়ে'** একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক্রিয়া বিশেষণ

- **ক্রিয়াবিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ ক্রিয়ার বিশেষ অবস্থা বা ক্রিয়া কীরূপে সম্পন্ন হয়েছে তা জানিয়ে দেয়, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে থাকে। এটি ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থ প্রকাশক শব্দ হিসেবে কাজ করে এবং ক্রিয়ার সময়, স্থান, প্রকার, উৎস, তীব্রতা, উপকরণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয় (ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসে)। যেমন : কারা যেন গুনগুনিয়ে গান গাচ্ছিল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **ক্রিয়াবিশেষণের প্রকারভেদ :** ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঠিকভাবে পথ চলো। কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি। বাবা এখনি বাড়ি ফিরবেন।
৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়। সাপটা ওখানে লুকিয়েছে।
৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ	আমি এখন যাব না। এমন কথা আমার জানা নেই। তিনি গতকাল ঢাকায় যান নি।
৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ	আমি কি যাব? খুব যে বলেছিলেন আসবেন! মরি তো মরব।
৬. সংযোজক ক্রিয়াবিশেষণ	তোমার কথা হয়তো সত্যি, অবশ্য আমি তা মানতে পারছি না। কাজে তার মন নেই, তাছাড়া সে কাজ পারেও না।

- **ক্রিয়াবিশেষণের গঠন :** বিভক্তি চিহ্ন ছাড়া কিংবা যোগে, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ যোগে, শব্দদ্বৈত যোগে ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়। যেমন : অসমাপিকা ক্রিয়াপদ-যোগে ক্রিয়াবিশেষণ : ভালো করে (ইয়া > য়ে) হাঁটো।
শব্দদ্বৈত-যোগে ক্রিয়াবিশেষণ : ধীরে ধীরে ডুবছে।

যোজক

- **যোজক :** যে পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন (পৃথককরণ) অথবা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন : ফুলদানিটা ভালো করে ধরো, নইলে পড়ে যাবে।
- **যোজকের শ্রেণিবিভাগ :** যোজক শব্দকে কয়েক প্রকার হয়। যথা :

ক. **সাধারণ যোজক :** এ ধরনের শব্দশ্রেণি দুটি শব্দ কিংবা বাক্যকল্পকে জুড়ে দেয়। এবং, ও, আর সাধারণ যোজক শব্দ। যেমন :
দুটো শব্দের সংযোগ : সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়?
দুটো বাক্যকল্পের সংযোগ : আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ একরকম নয়।

খ. **বৈকল্পিক যোজক (alternative connectives) :** এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যকল্প বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন : লাল বা নীল যে কোনো রং হলেই চলবে। সারাদিন খুঁজলাম, অথচ বইটা পেলাম না।

গ. **বিরোধমূলক যোজক (adversative contrasting connectives) :** এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটাতে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সংশোধন বা বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন : এত পরিশ্রম করলাম, তবু ফল পেলাম না।

ঘ. **কারণবাচক যোজক (causal connectives) :** এটি দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়, যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন : যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, তাই আইসক্রিম খাচ্ছি না। এগুলোতে শর্তের অর্থও ফুটে ওঠে। যেমন : তুমি তাড়াতাড়ি রওনা দাও, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

ঙ. **সাপেক্ষ যোজক (correlative/conditional connectives) :** এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলো শর্তবাচক বা সাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় নামে পরিচিত। কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল যুগ্ম শব্দ (যদি.. তবে, যত... তত) পারস্পরিক যোজকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : যদি তুমি পরিশ্রম করো, তবে ভালো ফল পাবে। যত গর্জে তত বর্ষে না।

অনুসর্গ

- **অনুসর্গ :** 'অনুসর্গ' শব্দটির 'অনু' অর্থ- পরে বা পশ্চাতে, আর 'সর্গ' মানে সৃষ্টি বা ব্যবহার। বাংলা ভাষায় এক ধরনের সহায়ক শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিংবা বিভক্তির মতো কাজ করে। এগুলো অনুসর্গ (post position) নামে পরিচিত। পদের পরে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোকে পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়ে থাকে।

➢ **অনুসর্গ অব্যয়ের মতো।** তাই এদের বিভিন্নভাবে ব্যবহার করলেও আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন : বিনি সুতায় গাঁথা মালা।

➢ **অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ :** গঠন ও ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গকে ভাগ করা চলে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
ক. নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ খ. ক্রিয়া অনুসর্গ

আবেগ শব্দ

- **আবেগ শব্দ :** আবেগ (interjection) শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অনন্বয়ী, মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়ও বলা হয়। এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নানাবিধ ভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

➢ **আবেগ- শব্দের শ্রেণিবিভাগ :**
মানুষের আবেগ বিচিত্র বলে আবেগ প্রকাশের সব শব্দ আকার পায় না। সাধারণত আবেগ-শব্দকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ০১. সিদ্ধান্তবাচক আবেগ-শব্দ, ০২. প্রশংসাবাচক আবেগ-শব্দ,০৩. বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দ, ০৪. বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ, ০৫. ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ, ০৬. সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ, ০৭. করুণাবাচক আবেগ-শব্দ, ০৮. আলংকারিক আবেগ-শব্দ।

অব্যয় পদ

- **অব্যয় পদ :** ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

➢ **অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য :**
i. অব্যয় পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না।
ii. অব্যয় পদের একবচন বা বহুবচন হয় না।
iii. অব্যয় পদের স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

➢ **প্রকার :** বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা : বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।
১. **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
২. **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।
৩. **তৎসম অব্যয় শব্দ :** যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

➢ **অব্যয়ের প্রকারভেদ :**
অব্যয় পদ প্রধানত চার প্রকার। যথা : ১. সমুচ্চয়ী ২. অনন্বয়ী ৩. অনুসর্গ ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

কতিপয় পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক	আলাপ	আলাপি	চন্দ্র	চান্দ্র
অর্থ	আর্থিক	আকাশ	আকাশি	চীন	চৈনিক
অঙ্গ	আঙ্গিক	আনন্দ	আনন্দিত	বিষাদ	বিষণ্ন
অংশ	আংশিক	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	ভয়	ভীত
অগ্নি	আগ্নেয়	ইতিহাস	ঐতিহাসিক	শ্রম	শ্রান্ত
অধুনা	আধুনিক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	আলোড়ন	আলোড়িত
অনুরাগ	অনুরক্ত	পুষ্প	পুষ্পিত	সামর্থ্য	সমর্থ
উত্তাপ	উত্তপ্ত	উত্তোলন	উত্তোলিত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট
উদয়	উদিত	উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	উন্নয়ন	উন্নীত
প্রমাণ	প্রমাণিত	প্রকৃতি	প্রাকৃত	পঙ্ক	পঙ্কিল
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	নুন	নোনতা	জটিলতা	জটিল

CamScanner

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
প্রসাদ	প্রসন্ন	পশম	পশমি	তারুণ্য	তরুণ
বচন/উক্তি	উক্ত	পরাভব	পরাভূত	ত্বরা	ত্বরিৎ
বিপদ	বিপন্ন	পাথর	পাথুরে	দুষ্টামি/দুষ্টুমি	দুষ্ট
ব্যবহার	ব্যবহারিক	পৃথিবী	পার্থিব	দারিদ্র্য	দরিদ্র
ফেন	ফেনিল	ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	আনুগত্য	অনুগত
বরণ	বরণীয়/বৃত	বসন্ত	বাসন্তী	আতিশয্য	অতিশয়
বিষয়	বৈষয়িক	বর্ষ	বার্ষিক	ইতরামি	ইতর
মন	মানসিক	বিলাত	বিলাতি	উন্নতি	উন্নত
মুখ	মৌখিক	ফুল	ফুলেল	ঔচিত্য	উচিত
মঙ্গল	মাঙ্গলিক	বধ	বধ্য/হত	ঔদ্ধত্য	উদ্ধত
মাংস	মাংসল	বস্তু	বাস্তব	ঋজুতা	ঋজু
মোহ	মুগ্ধ, মোহিত	মধু	মধুর/মধুময়	কারুণ্য	করুণ
মাস	মাসিক	মাঠ	মেঠো	কুঁড়েমি	কুঁড়ে
রুপা	রুপালি	মাছ	মেছো	কপটতা	কপট
রেশম	রেশমি	মাটি	মেটে	খেপামি	খেপা
সুতা	সুতি	মূল	মৌলিক	গৌরব	গুরু
সৌন্দর্য	সুন্দর	মরম	মরমি	গৌড়	গৌড়ীয়
সমর	সামরিক	মেয়ে	মেয়েলি	ঘর	ঘরোয়া
লোভ	লোভী	বিদ্যা	বিদ্বান	শ্যামলী	শ্যামল
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	শখ	শৌখিন	দৃঢ়তা	দৃঢ়
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	শ্রী	শ্রীমান	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
শৈত্য	শীত	শব্দ	শাব্দিক	ধৈর্য	ধীর
শৌর্য	শূর	শাঁস	শাঁসালো	নব্য	নব
হেম	হৈম	শীত	শীতল	লালিমা	লাল
হরণ	হৃত	সর্বনাশ	সর্বনাশা	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
হুঁশ	হুঁশিয়ার	অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ	অভিশাপ	অভিশপ্ত
ঈন্দা	ঈন্দু	উত্তোলন	উত্তোলিত	কৌতূহল	কৌতূহলী

বাক্যে পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

পুণ্য	বিশেষণ	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য	পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	বিশেষণ	নিশীথ রাতে বাজে বাঁশি।
	বিশেষ্য	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
সত্য	বিশেষণ	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য	এ এক বিরাট সত্য।
ভালো	বিশেষণ	ভালো লোক সবার প্রিয়।
		ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য	আপন ভালো সবাই চায়।
		নিজের ভালো কে না চায়?
মন্দ	বিশেষণ	মন্দ লোককে শাস্তি পেতে হয় না।
		মন্দ কথা বলতে নাই।
	বিশেষ্য	মন্দকে মন্দ বলতে দোষ কী?
বড়	বিশেষণ	টাকা থাকলেই বড় লোক হয় না।
	বিশেষ্য	বড় ছোট ভেদাভেদ আমার নেই।
মূর্খ	বিশেষণ	মূর্খ লোকের মতো এসব কি বলছ?
	বিশেষ্য	মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই।
আপন	সর্বনাম	আপন চেয়ে পর ভালো।
	বিশেষণ	আপন ভালো পাগলেও বোঝে।
চেনা	বিশেষণ	এ যে আমাদের চেনা লোক।
	বিশেষ্য	চেনাই অচেনা হয়ে যায়।
রাঁধা	বিশেষ্য	ভাত রাঁধাই মেয়েদের একমাত্র কাজ নয়।
	বিশেষণ	রাঁধা ভাত না খেয়ে চলে যেয়ো না।
ধরা	বিশেষ্য	মাছ ধরা জেলেদের পেশা।
	বিশেষণ	ধরা মাছ কি কেউ ছেড়ে দেয়?
অল্প	বিশেষণ	এত অল্প ভাতে পেট ভরবে না।
	বিশেষ্য	অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাকে বলে–
ⓚ যৌগিক ক্রিয়া ⓚ দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ
ⓖ ণিজন্ত ক্রিয়া ⓖ কোনোটিই নয় উ: খ

০২. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।' বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি–
ক) মিশ্র ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া
গ) প্রযোজক ক্রিয়া ঘ) অনুক্ত ক্রিয়া উ: খ

০৩. 'ভালো মানুষ' এর 'ভালো' শব্দটি কোন ধরনের বিশেষণ?
ক) অবস্থাবাচক খ) রূপবাচক
গ) গুণবাচক ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উ: গ

০৪. 'ব্যাঘাত' এর বিশেষণ–
ক) বিঘ্ন খ) ব্যাহত
গ) বিধেয় ঘ) প্রতিঘাত উ: খ

০৫. 'তুমি কিন্তু না বল না।' বাক্যে 'কিন্তু' এর ব্যবহার
ক) নিশ্চয়তাসূচক খ) সংশয়সূচক
গ) অলঙ্কারবাচক ঘ) পদপূরণবাচক উ: ঘ

০৬. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
ক) তুলনা খ) পরিণাম
গ) কার্যকারণ ঘ) বৈপরীত্য উ: ক

০৭. 'কী বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না।' এ বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব–
ক) বিরক্তি খ) রাগ
গ) হতাশা ঘ) দুঃখ উ: ক

০৮. 'ধিক্ তারে, শত ধিক্, নির্লজ্জ যে জন' এ বাক্যে 'শত ধিক্' কোন পদ?
ক) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য খ) অব্যয়ের বিশেষণ
গ) বাক্যের বিশেষণ ঘ) বাক্যালংকার অব্যয় উ: খ

০৯. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?' এখানে 'নি' হচ্ছে–
ক) ক্রিয়া বিশেষণ খ) বিশেষণ
গ) অলঙ্কার ঘ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ উ: ক

১০. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে?
ক) অনুক্ত ক্রিয়াপদ খ) বিশেষ্য পদ
গ) অব্যয় পদ ঘ) ক্রিয়াপদ উ: গ

১১. 'পৃথিবী' শব্দের বিশেষণ–
ক) জগৎ খ) নিসর্গ
গ) পার্থিব ঘ) নিখিল উ: গ

১২. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন' এখানে 'মা' কোন কর্তা?
ক) মুখ্য কর্তা খ) গৌণ কর্তা
গ) প্রযোজক কর্তা ঘ) প্রযোজ্য কর্তা উ: গ

১৩. অব্যক্ত ভাব প্রকাশক অব্যয়–
ক) ঝম ঝম খ) শন শন
গ) খাঁ খাঁ ঘ) ঢং ঢং উ: ঘ

১৪. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি?
ক) বলেছ, করেছ খ) করেছি, খেয়েছি
গ) বলেছিস, খেয়েছিস ঘ) এসেছেন, করেছেন উ: খ

১৫. 'নির্ধারক বিশেষণ' এর উদাহরণ কোনটি?
ক) অনেক দিন বাড়ি যাই না খ) এক এক করে সবাই চলে গেল
গ) রাশি রাশি ভারা ভারা ধান ঘ) লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ উ: গ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

উপসর্গ

- **উপসর্গ :** যেসকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ নামশব্দ বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
- **প্রকারভেদ :** বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :
  ১. বাংলা উপসর্গ ২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

০১. **বাংলা উপসর্গ :** বাংলা উপসর্গ একুশটি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২১টি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার জন্য জয়কলি'র শর্ট টেকনিক :

বাংলা উপসর্গ : অঘারাম বাস করে অচেনা অজ পাড়াগাঁয়ে। হাশেমের সৎ পুত্র সাহস ভর দুপুরে কদ কুসুমকে বিয়ে করে নিখোঁজ হলো। পরে আড়ালে আবডালে ঊনচল্লিশ দিন বনের মধ্যে অনাহারে কাটিয়ে আনমনা হয়ে বসেছিল। তার বিরহের এই ইতিহাস শুনে রাজা পাতি রাম আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সুখি হও।

বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ :

বাংলা উপসর্গ, অর্থ-বৈচিত্র্য ও শব্দগঠন

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকাজ, অকেজো, অপয়া, অকাট, অকাল, অগোছালো।
	অভাব/না	অচিন, অচেনা, অদেখা, অবাঙালি, অমিল, অথৈ।
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে, অঘোরে।
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
	ব্যতীত (ছাড়া)	অনাছিষ্টি, অনাচার।
	অশুভ	অনামুখো।
আ	অভাব (না)	আকাঁড়া, আলুনি, আচালা, আছাঁটা, আধোয়া।
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আকথা, আকাম, আকাল, আঘাটা।
আড়	বক্র অর্থে	আড়চোখে, আড়নয়নে।
	আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
	বিশিষ্ট	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়কাঠি।
আন	না	আনকোরা।
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা।
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল।
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে।
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস।
উন	কম	উনপাঁজুরে, উনিশ (< ঊনবিংশ)।
কদ	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
কু	কুৎসিত	কুকথা, কুনজর, কুকাজ, কুপথ্য, কুকাম।
নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট।
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
বি	ভিন্নতা	বিডুঁই, বিফল, বিপথ, বিকল, বিকাল।
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁজ, ভরপুর, ভরসন্ধ্যে।
রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামদা, রামবোকা।
স	সঙ্গে বা সম্পূর্ণ	সলাজ, সরব, সঠিক, সপাট, সজোরে।
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান।
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন, সুভৌল।
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ

০২. **তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ :** বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন-সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

২০টি তৎসম উপসর্গ মনে রাখার জন্য জয়কলি'র শর্ট টেকনিক :

তৎসম উপসর্গ : যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ের সম পরিমাণ অপমান, অবমাননা, অনুতাপ ও উৎপীড়ন নিবারণ করার জন্য দুরন্ত অভি ও অপি নিরন্তর সুদিনের আশায় অতি কষ্টে উপনেতার অধিবেশনে প্রতিদিন আগমন ও বিচরণ করতেন।

সংস্কৃত উপসর্গযোগে অর্থ-বৈচিত্র্য ও শব্দগঠন :

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	প্রভাব, প্রজ্ঞা, প্রচলন, প্রস্ফুটিত।
	উৎকর্ষ	প্রকৃষ্ট, প্রদর্শন, প্রবাদ, প্রমূর্ত, প্রভাত।
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রকীর্তি, প্রখ্যাত, প্রশংসা।
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত।
	সম্মুখ	প্রগতি, প্রণতি, প্রণাম, প্রাগ্রসর।
	গতি/ক্রিয়া	প্রবেশ, প্রস্থান, প্রচার, প্রজনন, প্রদান।
	ধারা পরম্পরা	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য, প্রজন্ম।
পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাক্রম, পরাশক্তি।
	বিপরীত	পরাজয়, পরাধীন, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ।
	অপকর্ষ	অপকর্ম, অপচেষ্টা, অপদেবতা, অপপ্রচার।
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন।
	উৎকৃষ্ট	অপরূপ।
	বিকৃত	অপমৃত্যু, অপপাঠ, অপভাষা, অপভ্রংশ।
সম	সম্যকরূপে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর, সংবাদ, সংযম।
	আধিক্য	সংক্রম, সন্তাপ, সমুৎসুক, সমৃদ্ধ।
	মিলন	সম্বন্ধ, সম্মিলন, সংকলন, সংযোজন, সঞ্চয়।
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ, সমক্ষ, সমুপস্থিত।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি।
	সম্যকভাবে	নিগূঢ়, নিধর, নিপুণ, নিবেদন, নিমগ্ন।
	বাজে	নিকৃষ্ট।
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ, নিকষ, নিপীড়ন, নিবিড়, নিস্তব্ধ।
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবদমন, অবলোকন।
	উৎকর্ষ	অবদান।
	নিশ্চয়তা	অবধান, অবধারণ।
	অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ, অবতীর্ণ, অবনতি।
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট।
অনু	পশ্চাৎ	অনুশোচনা, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ।
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
	পৌনঃপুন	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন।
	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা।
নির্ (নিঃ)	অভাব/নেই	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন।
	অতিরিক্ত	নিরতিশয়।
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ, নিরুদ্ধ।
	বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন।
দুর্ (দুঃ)	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র।
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্বোধ্য, দুর্ভেদ্য।
বি	বিশেষরূপে	বিধৃত, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞ, বিদগ্ধ
	অভাব	বিনিদ্র, বিফল, বিতৃষ্ণা, বিবস্ত্র, বিদেহ।
	বিপরীত ভাব	বিকর্ষণ, বিক্রয়, বিদেশ, বিরাগ।
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ।
	অপ্রকৃতস্থ	বিকার, বিপর্যয়।
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুপ্রিয়, সুজন, সুপথ, সুফল।
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুপাচ্য, সুবোধ্য।
	আতিশয্য	সুচতুর, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, সুদক্ষ।
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উৎক্ষিপ্ত, উদ্গ্রীব, উত্থিত, উদ্বাহ।
	আতিশয্য	উচ্ছেদ, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন।
	প্রাবল্য	উচ্ছ্বাস, উত্তপ্ত, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্মত্ত।
	প্রস্তুতি/বিকাশ	উৎপাদন, উচ্চারণ, উত্তীর্ণ, উৎপন্ন।
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ, উদ্ধত, উৎপাত।
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিরাজ, অধীশ্বর।
	মধ্য বা আয়ত্ত	অধিকৃত, অধিগম্য, অধিবাসী, অধিভুক্ত।
	অতিরিক্ত	অধিকর্ম, অধিবর্ষ, অধিহার।
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
	ব্যাপ্তি	অধিকার, অধিবাস, অধিগত।
পরি	বিশেষরূপ	পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিচালনা, পরিপক্ব
	শেষ	পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
	সুন্দর	পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ
	বিরুদ্ধ	পরিত্যাগ, পরিপন্থী, পরিহার।
	সম্যকরূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ।
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিপার্শ্ব, পরিবৃত, পরিবার।

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি।
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী।
	সম্যক	প্রতীক্ষা, প্রতিষ্ঠা।
	বিপরীত	প্রত্যুপকার, প্রতিফলন।
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিবছর, প্রতিমুহূর্ত।
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত।
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপনগর।
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন।
	মন্দ	উপদেবতা, উপপতি, উপপত্নী, উপজীবী।
	সম্যক	উপকরণ, উপক্রম, উপবেশন, উপযুক্ত, উপহার।
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপজাতি, উপদ্বীপ, উপজেলা।
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ।
অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিনিবেশ।
	উৎকর্ষ	অভিজাত, অভিরাম।
	বিশেষ	অভিধান, অভিনেতা, অভিভাবক।
	গমন	অভিযান, অভিসার, অভিবাসন, অভিবাসী
	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন, অভিনন্দন।
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়।
	অতিরিক্ত	অতিচালাক, অতিভক্তি, অতিবৃষ্টি।
	পার হওয়া	অতিক্রম, অতিক্রান্ত।
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি।
	আরও	অপিচ।
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস।
	বিপরীত	আদান, আগমন।

বিদেশি উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্র্য ও শব্দগঠন

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
কার্	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারবার, কারদানি, কারচুপি।
দর্	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
না	না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নাবালক।
নিম্	আধা	নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
ফি	প্রতি	ফি হপ্তা, ফি বছর, ফি মাস, ফি সন, ফি লোক।
বদ্	মন্দ	বদমেজাজ, বজ্জাত, বদহজম, বদখত, বদমাশ।
বে	না	বেআদব, বেহায়া, বেকার, বেঠিক, বেতার।
বর্	বাইরে, মধ্যে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
ব্	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম।
কম্	অল্প	কমজোর, কমবখত, কমপোক্ত।

৬ **ছন্দে ছন্দে ফারসি উপসর্গ মনে রাখার জয়কলি শর্ট টেকনিক:**

নারায়ণগঞ্জের বদমাশ, বেহায়া, কমবখত ফিরোজ কথার বরখেলাপ করে নিমাইকে বলল, আরো টাকা দর কর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
আম্	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস্	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা, খাসদরবার।
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
গর্	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

ছন্দে ছন্দে আরবি উপসর্গ মনে রাখার জয়কলি শর্ট টেকনিক :

আম দরবারের হিসাবে গরমিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে।

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ অর্থে	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকিট, হাফ-নেতা।
হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা, হরহামিনা।
হরেক	বিবিধ অর্থে	হরেকরকম, হরেকখাবার।

- বাংলা উপসর্গের মধ্যে চারটি উপসর্গ তৎসম উপসর্গের তালিকাতেও পাওয়া যায়। সেগুলো হলো– আ, সু, বি, নি।
- **কয়েকটি বাংলা বিশেষ উপসর্গের উদাহরণ :**

আ	আধোয়া, আকাঁড়া, আলুনি, আগাছা।
সু	সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুকাজ।
বি	বিপথ, বিফল, বিভুঁই।
নি	নিলাজ, নিখোঁজ, নিখুঁত, নিরেট।

- **কয়েকটি বিশেষ তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গের উদাহরণ :**

সু > সুনীল, সুদর্শন, সুনিপুণ, সুলভ।
বি > বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিজ্ঞান, বিপুল।
নি > নিষ্কাম, নির্ণয়, নিদাঘ, নিবৃত্তি।

উপসর্গটি যে শব্দের সাথে যোগ হয় সেটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা আর শব্দটি তৎসম হলে উপসর্গটি তৎসম। যেমন : আগাছা, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ– আ, সু, বি, নি বাংলা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'হররোজ, হরকিসিম। এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
ক পূর্ণ অর্থে খ আধা অর্থে
গ প্রত্যেক অর্থে ঘ মধ্যস্থ অর্থে
উঃ গ

০২. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
ক লা খ হা
গ প্র ঘ ভর
উঃ গ

০৩. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
ক কু খ অপ
গ অজ ঘ বদ্
উঃ খ

০৪. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
ক আম খ আড়
গ প্র ঘ নিম
উঃ খ

০৫. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
ক অজ খ গর
গ পরি ঘ পাতি
উঃ খ

০৬. 'বর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
ক ইংরেজি খ তৎসম
গ খাঁটি বাংলা ঘ ফারসি
উঃ খ

০৭. 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া' এখানে 'আকাঁড়া' শব্দের 'আ' কোন উপসর্গ?
ক খাঁটি বাংলা খ বিদেশি
গ সংস্কৃত ঘ তৎসম
উঃ ক

০৮. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
ক আরবি খ বাংলা
গ ইংরেজি ঘ সংস্কৃত
উঃ খ

০৯. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক নিকৃষ্ট খ বিকৃত
গ বিপরীত ঘ দুর্নাম
উঃ ক

১০. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
ক সুগম খ লবণ
গ নিখুঁত ঘ দুর্গম
উঃ খ

১১. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
ক সম্যক খ বিশেষ
গ শেষ ঘ চতুর্দিক
উঃ ক

১২. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম-শব্দের-
ক পূর্বে খ মধ্যে
গ পরে ঘ পূর্বে ও পরে
উঃ ক

১৩. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
ক কার্ খ কাম
গ হয় ঘ হাফ
উঃ ক

১৪. কোনটি আরবি উপসর্গ?
ক নিম খ আম
গ পরা ঘ সম
উঃ খ

১৫. কোনটি সংস্কৃত উপসর্গ?
ক আড় খ অজ
গ কদ ঘ পরা
উঃ ঘ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

সমাস

- **সমাস :** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
- **সমস্তপদ :** সমস্যমান পদগুলো মিলে যে একটি পদ হয়, তাকে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাসনিষ্পন্ন পদ বলে।
- **সমস্যমান :** যে যে পদে সমাস হয় তাকে সমস্যমান পদ বলে।
- **ব্যাসবাক্য :** যে বাক্য সমস্যমান পদগুলোর পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে অথবা সমস্তপদকে ভাঙলে যে বাক্য পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে।
- **পূর্বপদ ও পরপদ :** সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটি পূর্বপদ ও পরেরটি উত্তরপদ বা পরপদ। যেমন : শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল। এখানে, শোক দ্বারা আকুল = ব্যাসবাক্য, শোক, আকুল = সমস্যমান পদ, শোকাকুল = সমস্তপদ, শোক = পূর্বপদ, আকুল = উত্তর বা পরপদ।
- **যে সমাসে যে পদ প্রধান :**

সমাস	পদ	সমাস	পদ
কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু	পরপদ	অব্যয়ীভাব	পূর্বপদ
বহুব্রীহি	কোনো পদ প্রধান নয়	দ্বন্দ্ব	উভয়পদ

- **সমাসের প্রকারভেদ :** সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন : ১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. কর্মধারয় সমাস ৩. তৎপুরুষ সমাস ৪. বহুব্রীহি সমাস ৫. দ্বিগু সমাস ও ৬. অব্যয়ীভাব সমাস। এছাড়াও প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস, অলুক সমাস ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে।

  বিদ্র. : নতুন ব্যাকরণ (২০২১ সাল থেকে পাঠ্য) অনুসারে সমাস মূলত চার প্রকার। যথা : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।
- **নিম্নে বিভিন্ন প্রকার সমাস আলোচনা করা হলো :**

দ্বন্দ্ব সমাস

১. **দ্বন্দ্ব সমাস :** যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্তপদে রক্ষিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর– এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন : মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন :

মিলনার্থক শব্দযোগে	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট।
বিরোধার্থক শব্দযোগে	দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক।
বিপরীতার্থক শব্দযোগে	আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ-লোকসান।
অঙ্গবাচক শব্দযোগে	হাত-পা, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ।
সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ।
সমার্থক শব্দযোগে	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, খাতা-পত্র।
প্রায় সমার্থক	পোকা-মাকড়, কাপড়-চোপড়, ধুতি-চাদর।
দুটি সর্বনামযোগে	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, এখানে-সেখানে।
দুটি ক্রিয়াযোগে	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা।
দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে	ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে।
দুটি বিশেষণযোগে	ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল।

- **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, হাতে-কলমে।
- **বহুপদী দ্বন্দ্ব :** তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, তেল-নুন-লকড়ি ইত্যাদি।
- **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : তুমি, সে ও আমি = আমরা। সে ও আপনি = আপনারা ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

২. **কর্মধারয় সমাস :** যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীল যে আকাশ = নীলাকাশ, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা, গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল।

- **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই।
- **উপমান কর্মধারয় :** উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন : ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে 'ভ্রমর' উপমান এবং 'কেশ' উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।
- **উপমিত কর্মধারয় :** সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়)। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন : মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।
- **রূপক কর্মধারয় :** উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল।

তৎপুরুষ সমাস

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন : বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

- **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত।
- ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, চির ব্যাপ্ত করে কাল = চিরকাল।
- **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ।
- **উন, হীন, শূন্য :** উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : এক দ্বারা উন = একোন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন।
- **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, শিশুদের জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

➤ **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

➤ **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর, দের) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

➤ **অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** ঘোড়ারডিম, মাটিরমানুষ, হাতেরপাঁচ, মামারবাড়ি, সাপেরপা, মনেরমানুষ, কলেরগান ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

➤ **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা।

➤ **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস :** না-বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর।

➤ **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন : পকেট মারে যে = পকেটমার, জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ । এখানে 'পকেট', 'জলে', 'জল' উপপদ এবং 'মারে', 'চরে' ও 'দেয়' কৃদন্ত পদ।

➤ **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ : ঘিয়েভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান।

দ্বিগু সমাস

৪. **দ্বিগু সমাস :** সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উত্তর পদে বিশেষ্যপদ প্রযুক্ত হয় এবং এ সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন : ত্রি কালের সমাহার– ত্রিকাল। এখানে 'ত্রি' সংখ্যাবাচক শব্দ এবং 'কাল' বিশেষ্য।

➤ দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন : শত অব্দের সমাহার– শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার– পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার– ত্রিপদী, ত্রি (তিন) ফলের সমাহার– ত্রিফলা ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস

৫. **অব্যয়ীভাব সমাস :** পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি দেখানো হলো :

উপ

সামীপ্য বা কাছে অর্থে	
উপকণ্ঠ : কণ্ঠের সমীপে	উপকূল : কূলের সমীপে
সাদৃশ্য অর্থে	
উপকথা : কথার সদৃশ	উপদ্বীপ : দ্বীপের সদৃশ
উপবন : বনের সদৃশ	উপলক্ষ : লক্ষ্যের সদৃশ
ক্ষুদ্র অর্থে	
উপগ্রহ : উপ [ক্ষুদ্র] যে গ্রহ	উপজাতি : উপ [ক্ষুদ্র] যে জাতি
উপনদী : উপ [ক্ষুদ্র] যে নদী	উপবিভাগ : উপ [ক্ষুদ্র] যে বিভাগ

প্রতি

ব্যাপ্তি বা বীপ্সা অর্থে	বৈপরীত্য অর্থে
প্রতিক্ষণ : ক্ষণ ক্ষণ	প্রতিকূল : প্রতি [বিপরীত] কূল
প্রতিদিন : দিন দিন	প্রতিদান : প্রতি [বিপরীত] দান
প্রতিবার : বার বার	প্রতিবাদ : প্রতি [বিপরীত] বাদ
প্রতিমুহূর্ত : মুহূর্ত মুহূর্ত	প্রত্যুত্তর : প্রতি [বিপরীত] উত্তর

সদৃশ অর্থে	
প্রতিকৃতি : প্রতি [সদৃশ] কৃতি	প্রতিমূর্তি : প্রতি [সদৃশ] মূর্তি
প্রতিধ্বনি : প্রতি [সদৃশ] ধ্বনি	প্রতিবিম্ব : প্রতি [সদৃশ] বিম্ব

যথা

উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট অর্থে	অনতিক্রম্যতা বা অনুগামী অর্থে
যথাকালে : যথা কালে	যথাবিধি : বিধিকে অতিক্রম না করে
যথাসময়ে : যথা সময়ে	যথারীতি : রীতিকে অতিক্রম না করে
যথাস্থানে : যথা স্থানে	যথাসাধ্য : সাধ্যকে অতিক্রম না করে

আ

পর্যন্ত অর্থে	
আকণ্ঠ : আ [অবধি] কণ্ঠ	আজানু : আ [অবধি] জানু
আকর্ণ : আ [অবধি] কর্ণ	আমৃত্যু : আ [অবধি] মৃত্যু
ঈষৎ বা কম অর্থে	**অবধি (থেকে) অর্থে**
আনত : ঈষৎ নত	আকৈশোর : কৈশোর থেকে শুরু করে
আরক্তিম : ঈষৎ রক্তিম	আবাল্য : বাল্য থেকে শুরু করে
সমষ্টি অর্থে	
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা : বালবৃদ্ধ থেকে বনিতা পর্যন্ত।	

প, পর

দূরবর্তী অর্থে	
পরোক্ষ : অক্ষির অগোচরে	প্রপিতামহ : পিতামহের পূর্ববর্তী

নির = নির

অভাব অর্থে	
নিরামিষ : আমিষের অভাব	নির্ভাবনা : ভাবনার অভাব
নিরুৎসাহ : উৎসাহের অভাব	নির্ভিক্ষ : ভিক্ষার অভাব

আ, হা

অভাব অর্থে	
আলুনি : নুনের অভাব	হাভাত : ভাতের অভাব

বহুব্রীহি সমাস

৬. **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

৬) **বহুব্রীহি সমাসের প্রকার :** বহুব্রীহি সমাস ৮ প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

➤ **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

➤ **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি। যেমন : আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

➤ **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

➤ **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদে নঞর্থক (না-অর্থবোধক) অব্যয় ও পরপদে বিশেষ্য মিলে যে তৃতীয় বিষয়ের ধারণা প্রকাশ পায় তাকেই নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : নেই আশ্রয় যার = অনাশ্রিত, নাই গুণ যার = বেগুন।

➤ **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী।

CamScanner

➤ **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন : এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও)।

➤ **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি।

➤ **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন : দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা।

➤ **নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি :** কোনো নিয়ম অনুসরণ না করেই গঠিত বহুব্রীহি সমাসকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ।

সমাসের অন্যান্য প্রকারভেদ :

➤ **নিত্য সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন :

অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।	পূজার নিমিত্ত = পূজার্থ।
কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র।	কাল তুল্য সাপ = কালসাপ।
অন্য গৃহ = গৃহান্তর।	তুমি, আমি ও সে = আমরা।

➤ **প্রাদি সমাস :** প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তাকে বলে প্রাদি সমাস। যেমন :

প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন।	প্র (প্রকৃষ্ট) গতি = প্রগতি।
পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ।	উদ্‌গত নিদ্রাকে = উন্নিদ্র।
অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ।	প্র (প্রকৃষ্ট) রূপে ভাত = প্রভাত।

➤ **সুপ্‌সুপা সমাস :** এ সমাস বাংলা নয়, সংস্কৃতে আলোচ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত পদকে সুবন্ত পদ বলে। একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে আর একটি সুবন্ত পদের যে সমাস হয় অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের যে সমাস হয় তাকে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলে। যেমন : পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব।

➤ **ছন্নবেশী সমাস :** প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'ছন্নবেশী সমাস' বলে বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত কিছু নেই। সমাসের কোনো কোনো সমস্তপদ অতি ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততর হয়ে পড়ে। তখন তাদের চেনাই কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্তপদের সমাসকে ছন্নবেশী সমাস বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ ('এগুলোকে ছন্নবেশী সমাস বলতে ইচ্ছে করে।' জ্যোতিভূষণ চাকী)। উদাহরণ : অঘ্রান, বাসর, আমানি, পোলাও, ভাশুর, আঁষটে।

সমাসের উদাহরণ

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অস্থির	নয় স্থির	নঞ তৎপুরুষ
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
ঐতিহাসিক	ইতিহাস সম্পর্কিত যা	বহুব্রীহি সমাস
ওষ্ঠাধর	ওষ্ঠ এবং অধর	দ্বন্দ্ব সমাস
কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ছাপোষা	ছা পোষে যে	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারায়
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
ঠোঁটকাটা	ঠোঁট কাটা যার	বহুব্রীহি সমাস
ডাকবাক্স	ডাক ফেলার বাক্স	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দিয়ে ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তীর্থযাত্রা	তীর্থের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ
দশানন	দশ আনন আছে যার	বহুব্রীহি সমাস
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয় সমাস
ন্যায়নিষ্ঠ	ন্যায়ে নিষ্ঠ	সপ্তমী তৎপুরুষ
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি	উপমিত কর্মধারয়
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রত্যুত্তর	উত্তরের বিপরীত	অব্যয়ীভাব সমাস
পোকায়কাটা	পোকায় কাটা	অলুক তৎপুরুষ

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম কী?
ক সমাস খ কারক গ বচন ঘ বাচ্য — উ: ক

০২. যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?
ক সমস্যমান পদ খ ব্যাসবাক্য গ সমাসবাক্য ঘ সমস্তপদ — উ: ক

০৩. 'খড়মপা' কোন সমাস?
ক রূপক কর্মধারয় সমাস খ দ্বন্দ্ব সমাস
গ নিত্য সমাস ঘ তৎপুরুষ সমাস — উ: ক

০৪. পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপের ফলে যে সমাস হয়, তার নাম কী?
ক তৃতীয়া তৎপুরুষ খ সপ্তমী তৎপুরুষ
গ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব — উ: গ

০৫. সপ্তমী তৎপুরুষের উদাহরণ কোনটি?
ক মাতৃসেবা খ তালকানা গ মনগড়া ঘ শাপমুক্ত — উ: খ

০৬. 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ রূপতত্ত্বে গ বাক্যতত্ত্বে ঘ অর্থতত্ত্বে — উ: খ

০৭. পরপদের অপর নাম কী?
ক উপপদ খ পূর্বপদ গ বিশেষ্য পদ ঘ উত্তরপদ — উ: ঘ

০৮. 'ইগলপাখি' কোন সমাস?
ক দ্বন্দ্ব খ কর্মধারয় গ তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি — উ: খ

০৯. উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা বোঝায় কোন সমাসে?
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ উপমান কর্মধারয় — উ: গ

১০. কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে কোন সমাস বলে?
ক উপমান তৎপুরুষ খ উপপদ তৎপুরুষ
গ ৪র্থী তৎপুরুষ ঘ নঞ তৎপুরুষ — উ: খ

১১. যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তির লোপ পায় না, তাকে বলে–
ক উপপদ তৎপুরুষ খ নঞ তৎপুরুষ
গ অলুক তৎপুরুষ ঘ নিমিত্তার্থে তৎপুরুষ — উ: গ

১২. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
ক বহু গম খ বহু ধান
গ বহু চাল ঘ বহু পাট — উ: খ

১৩. যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে তৃতীয় পদকে বুঝায়, তাকে কী বলে?
ক দ্বিগু সমাস খ বহুব্রীহি সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস — উ: খ

১৪. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক নরাধম খ দ্বীপ গ বর্ণচোরা ঘ দোলন — উ: খ

১৫. সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষণের যে সমাস হয়, তাকে কী সমাস বলে?
ক তৎপুরুষ খ দ্বিগু
গ অ-প্রধান ঘ বহুব্রীহি — উ: খ

CamScanner

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাক্য প্রকরণ

- **বাক্য :** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা : ক. আকাঙ্ক্ষা খ. আসত্তি ও গ. যোগ্যতা।

ক. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা । যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব বিজ্ঞাপিত করে না, আরও কিছু শোনবার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

খ. **আসত্তি :** মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন : কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয় নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন : 'কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।' বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

গ. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন : 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।' বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

৬ **গঠন অনুসারে বাক্য :** তিন প্রকার। যথা : ১. সরল ২. জটিল বা মিশ্র ৩. যৌগিক।

১. **সরল বাক্য (Simple Sentence) :** কোনো বাক্য একটি উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র ক্রিয়া সংবলিত হলে এবং অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত না হলে তাকে সরল বাক্য বলে। উদাহরণ : রানা বই পড়ে।

২. **জটিল বাক্য (Complex Sentence) :** একাধিক খণ্ডবাক্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও অধীনতার সম্পর্ক স্বীকার করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো বাক্য গঠিত হলে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন : যদি পড় তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

৩. **যৌগিক বাক্য (Compound Sentence) :** একাধিক স্বাধীন ও অ-সাপেক্ষ বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

৬ **বাগ্‌ভঙ্গি বা অর্থানুসারে বাক্যের বাক্যের শ্রেণিবিভাগ :** অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য ২. প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য ৩. অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য ৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য ৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য ৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য ৭. বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য।

১. **বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন : সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

➢ বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার। যথা : ক. অস্তিবাচক বাক্য খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. অস্তিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।

খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য অস্বীকৃতি, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন : প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

২. **প্রশ্নবোধক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : আপনি কেন ভূতে বিশ্বাস করেন? এ বাসটা কখন ছাড়বে?

৩. **অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন : সদা সত্য কথা বলবে। সময় নষ্ট করো না।

৪. **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :** যে বাক্যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন : আপনি দীর্ঘজীবী হোন। মহারাজের জয় হোক।

৫. **কার্যকারণাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পত্তি কোনো বিশেষ শর্তের অধীনে এমন বোঝায়, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন : মন দিয়ে না পড়লে পাশ করা যায় না। যদি বল, আসব।

৬. **সংশয়সূচক বাক্য :** যে বর্ণনাত্মক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সংশয়সূচক বাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে হয়তো, বুঝি, সম্ভবত, বোধ হয়, নাকি, নিশ্চয় প্রভৃতি সংশয়সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হয়তো তার আসা হবে না। বোধ হয় কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

৭. **বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-কৌতূহল, শোক, ক্রোধ-ঘৃণা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন : ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ।

বাক্য রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

সরল থেকে যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।	সে পরিশ্রমী অথচ নির্বোধ।
তিনি ধনী হলেও দাতা নন।	তিনি ধনী, কিন্তু দাতা নন।
তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।	সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট নয়।

যৌগিক থেকে জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্য	জটিল বাক্য
লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।	যদিও লোকটি ধনী, তথাপি সে কৃপণ।
পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।
তিনি ধনী, কিন্তু অসুখী।	যদিও তিনি ধনী, তথাপি তিনি অসুখী।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
সে কথাই এরা ভাবে।	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।	কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
তুমি আবার এসো।	তুমি আবার না এলে হবে না।
হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।
তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন।	তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
মানুষ মরণশীল।	মানুষ অমর নয়।

CamScanner

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

নেতিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক
তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে না।	তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে কি?
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন না।	সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন কি?
কেউই অন্ধের দুঃখ বুঝল না।	অন্ধের দুঃখ কেউ বুঝল কি?
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?
আর তো পথ নেই।	আর কি পথ আছে?

অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক বাক্য
তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।	তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?
সুখ সকলেরই কাম্য।	সুখ কার না কাম্য?
ভুল সকলেই করে।	ভুল কি সকলেই করে না?

নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়সূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	বিস্ময়সূচক বাক্য
দৃশ্যটি বড়ই করুণ।	দৃশ্যটি কী করুণ!
এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	কী ভয়ানক দুঃখের কথা!
ভারি চমৎকার চিত্র।	কী চমৎকার চিত্র!

নির্দেশাত্মক থেকে প্রার্থনাসূচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রার্থনাসূচক বাক্য
তোমার সুখ কামনা করি।	সুখী হও।
তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।	তুমি দীর্ঘজীবী হও।
প্রার্থনা করি সৎপথে যেন তোমার মতি হয়।	সৎপথে তোমার মতি হোক।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. পদ সংস্থাপন ক্রম অনুসারী বাক্য কোনটি?
ক মেঘ কালো আঁধার কালো খ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে
গ হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ঘ পাখি পাকা পেঁপে খায় **উঃ ঘ**

০২. 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
ক বিশেষণের পরে খ অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
গ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ঘ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে **উঃ খ**

০৩. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক আনন্দ খ আনুগত্য গ আবেগ ঘ আশাবাদ **উঃ ক**

০৪. বাক্যের অংশ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি **উঃ ক**

০৫. কতগুলো পদ একত্র হয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?
ক উক্তি খ সমাস গ সন্ধি ঘ বাক্য **উঃ ঘ**

০৬. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–
ক নেতিবাচক খ অস্তিবাচক গ নঞর্থক ঘ অনুজ্ঞা **উঃ খ**

০৭. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?
ক যোগ্যতা খ আকাঙ্ক্ষা গ আসত্তি ঘ নৈকট্য **উঃ ক**

০৮. 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ক বাহুল্য দোষে খ গুরুচণ্ডালী দোষে
গ দুর্বোধ্যতাদোষে ঘ বিদেশি শব্দ দোষে **উঃ ক**

০৯. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
ক আকুতি খ মিনতি গ আসত্তি ঘ আকাঙ্ক্ষা **উঃ গ**

১০. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?
ক বিধেয় খ অভিপ্রেত গ বিধান ঘ লক্ষ্যবস্তু **উঃ ক**

১১. ভাষার একক কী?
ক বাক্য খ কথা গ বর্ণ ঘ শব্দ **উঃ ক**

১২. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।' বাক্যটি কোন শ্রেণির?
ক তির্যক বাক্য খ সরল বাক্য গ যৌগিক ঘ কোনোটিই নয় **উঃ ঘ**

১৩. বাক্যে যোগ্যতার সঙ্গে কয়টি বিষয় জড়িত থাকে?
ক ৫টি খ ৬টি গ ৭টি ঘ ৪টি **উঃ ঘ**

১৪. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?
ক আসত্তি খ রীতিসিদ্ধ গ যোগ্যতা ঘ অর্থবাচকতা **উঃ গ**

১৫. 'তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো' এ বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?
ক বাহুল্য দোষে খ গুরুচণ্ডালী দোষ
গ দুর্বোধ্যতা ঘ রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা **উঃ গ**

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অপপ্রয়োগ

- **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।
- **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা :

ক. উচ্চারণজনিত খ. শব্দ গঠনজনিত ও গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (হবে 'অনটন'), উক্ত্যাক্ত (হবে 'উত্ত্যক্ত')।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

৬ বানানগত অশুদ্ধি : বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। 'বাংলা বানানের নিয়ম' অধ্যায়ে বানান রীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ

৬ সমাসঘটিত বানান : সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান

৬ **সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

লক্ষণীয় : 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে /সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়।

৬ **উৎকর্ষবাচক -তর, -তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান :** বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে /-ইষ্ঠ/ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক ৎ-তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন : কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এ রকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ

৬ **শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ :** যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অন্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
একত্রিত	একত্র	ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	বারম্বার	বারংবার
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাগত	স্বাগত
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে

৬ **প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানানজনিত অপপ্রয়োগ :** ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ঠিক অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহার হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

যতি- বিরাম যতী- সন্ন্যাসী	ঈশ- ঈশ্বর ঈষ- লাঙল দণ্ড	আসক্তি- অনুরাগ আসত্তি- নৈকট্য	শুচি- পবিত্র সূচি- তালিকা
কাঁদা- কান্না কাদা- কর্দম	দিন- দিবস দীন-দরিদ্র	গিরিশ- মহাদেব গিরীশ- হিমালয়	পরভৃত-কোকিল পরভৃৎ- কাক

৬ **অপপ্রয়োগের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত :**

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত	
অত্র-তত্র-যত্র	'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে; 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
অশ্রুজল	'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়।
অন্তরীণ	Interned বা বন্দি অর্থে 'অন্তরিন' শব্দটি প্রচলিত। যেহেতু শব্দটি সংস্কৃত নয়। কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে গঠিত নয়, তাই এ শব্দে দীর্ঘ- 'ঈ' কার যেমন খাটে না, তেমনি মূর্ধন্য-'ণ' ও খাটে না।
অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান	ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত	
ইদানীংকাল	'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
আঙ্গিক	'আঙ্গিক' শব্দটির অর্থ : অঙ্গ সম্বন্ধীয়। তাই 'কলাকৌশল' অর্থে 'আঙ্গিক' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
উর্বরা শক্তি/ উর্বরতা শক্তি	'উর্বরা শক্তি' কথাটার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমিই 'উর্বরা শক্তি' নয়। তাই 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটার প্রয়োগই যথার্থ।
দাহ্যশক্তি/ দাহিকা/শক্তি	দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
অতিপ্রথম/ সর্বপ্রথম	'প্রথম' শব্দের সঙ্গে কোনো তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এজন্য শব্দটি থেকে 'অতি' ও 'সর্ব' বাদ যাবে।
বাধ্যগত	'বাধ্য' বিশেষণ বাচক শব্দের অর্থ : 'অনুগত' এক্ষেত্রে 'গত' শব্দ যোগ করে 'বাধ্যগত' ব্যবহার অশুদ্ধ। 'আপনার বাধ্যগত' এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'আপনার অনুগত'।
সহসা	'সহসা' শব্দের অর্থ : হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। তাই 'শিগগির' অর্থে 'সহসা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতা	'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
পদক্ষেপ	'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
প্রস্তাব/ প্রস্তাবনা	'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আলোচ্য বিষয়' ও 'ভূমিকা' তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
বৈদেহী/ বিদেহী	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ঈ- প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
বিষাক্ত/ বিষধর	'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত' অশোভন- শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
মধুমাস/ মধুফল	'মধুমাস' শব্দের অর্থ : চৈত্র মাস। বর্তমানে জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।
ফলশ্রুতি	'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
ভাষাভাষী	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষীই যথেষ্ট। তবে 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী' শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
পূর্বাহ্নে	'পূর্বাহ্ন' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।
সাম্প্রতিককাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
সঠিক	'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ : উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো 'দাবদাহ'। যার অর্থ- দাবানলের তাপ।
কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।

CamScanner

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

উপর্যুক্ত/ উপরোক্ত	'উপর' সংস্কৃত শব্দ নয়, বাংলা শব্দ এবং এর সঙ্গে 'উক্ত' শব্দের সন্ধির ফলে 'উপরোক্ত' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'উক্ত' (বচ্ + ত) শব্দটি তৎসম শব্দ। একটি অতৎসম শব্দের সাথে একটি তৎসম শব্দের সন্ধি অবিধেয়। তাই 'উপর' শব্দের সাথে 'উক্ত' শব্দের সন্ধি না করে 'উপরি' (উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত) শব্দের সাথে 'উক্ত' শব্দের সন্ধি করাই উচিত।
উল্লেখ/ উল্লিখিত	সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি 'লিখ্' হলেও লেখা, লেখন, লেখনী প্রভৃতি শব্দে 'লে' আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লেখ (উৎ + লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।
কৃতি/কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থ 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত	'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে এসেছে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত'-এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ

ক. **বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :** অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন : তিনজন লোক, একগাদা ফুল, ডালা ভরা সুপারি, অদ্ভুত সব কাণ্ড, সকল ছাত্র, অনেক দিন, বহু বছর, যাবতীয় প্রাণী, সমুদয় প্রশ্ন। এ রকম ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করে 'তিনজন লোকেরা', 'একগাদা ফুলগুলো', 'সমুদয় প্রশ্নসমূহ', 'সকল ছাত্ররা' ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এ গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

খ. **যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :** শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তিনি স্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

গ. **বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :** বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সদা/সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।	দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।

ঘ. **যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল :** এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন : 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর বদলে -ঈয় প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
একটা গোপন পরামর্শ আছে।	একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

ঙ. **বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :** বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : 'চিত্রিত' শব্দটি বিশেষণ, আবার 'সচিত্র' শব্দটিও বিশেষণ। দুটিকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ শব্দ সচিত্রিত। এ ধরনের অশুদ্ধ শব্দের উদাহরণ :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	একত্রিত	একত্র
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল	নিঃশেষিত	নিঃশেষ

চ. **বাচ্যজনিত ভুল :** কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন :

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।

ছ. **লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল :** বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ	বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ	বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

জ. **প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :**
প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

ঝ. **যুক্তব্যঞ্জন-ঘটিত বানান এবং য-ফলাজনিত বানান :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল	অদ্যপি	অদ্যাপি
সমুজ্জল	সমুজ্জ্বল	অদ্যবধি	অদ্যাবধি
প্রোজ্বলন	প্রজ্বলন	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	ব্যয়াম	ব্যায়াম
উন্নাষিক	উন্নাসিক	ব্যাপদেশ	ব্যপদেশ
মহোত্তম	মহত্তম	ব্যাতীত	ব্যতীত
সরণাপন্ন	শরণাপন্ন	মনোস্তাপ	মনস্তাপ

বাক্য শুদ্ধিকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

০১. চ-বর্গের শেষ বর্ণ ঞ। চ-বর্গের সাথে ঞ যুক্ত হয়। কখনোই 'ণ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন : কাঞ্চন (ঞ্চ = ঞ + চ), জ্ঞান (জ্ঞ = জ + ঞ)।

০২. ত-বর্গের শেষ বর্ণ ন (দন্ত্য-ন)। তাই তৎসম শব্দে ত-বর্গের সাথে ন (দন্ত্য-ন) যুক্ত হয়। কখনোই মূর্ধন্য- ণ (ণ) যুক্ত হয় না। যেমন : দন্ত, ধান্দা, সন্ধ্যা।

০৩. র-এর পর ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং য, ব, হ ইত্যাদির পর (মূর্ধন্য-ণ) ণ হয়। যেমন : প্রাঙ্গণ, অর্পণ, গ্রহণ, পরায়ণ।

০৪. ই-কার বা উ কার পরস্থিত বিসর্গের পর ক, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। উপসর্গের পর ই-কার ও উ-কার থাকলে পরবর্তীতে 'ষ' (মূর্ধন্য-ষ) হয় অন্যথায় 'স' (দন্ত-স) হয়। যেমন : পরিষ্কার, আবিষ্কার, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত।

ঝ. **বাক্য শুদ্ধিকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :**

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হয়েছে।
তিনি আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
ইহা প্রমাণ হয়েছে।	এটি প্রমাণিত হয়েছে।
মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পন্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

CamScanner

মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
বুনো কচু বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
ভুল লিখিতে ভুল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
সে মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
সকল সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত শব্দকে কী বলে?
ক প্রচলিত শব্দ খ অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত শব্দ
গ প্রচলিত অপপ্রয়োগ ঘ অপপ্রয়োগ — উ: ঘ

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক তাহার জীবন সংশয়াপন্ন খ তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
গ তাহার জীবন সংশয়ময় ঘ তাহার জীবন সংশয়ে ভরা — উ: ক

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক সে আরোগ্য হইয়াছে খ অতিশয় দুঃখিত হলাম
গ সূর্য উদিত হয়েছে ঘ কথাটি সঠিক নয় — উ: গ

০৪. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক নির্ভরশীল খ নির্ভরশীলতা
গ নির্ভরতা ঘ নির্ভরযোগ্য — উ: গ

০৫. ঠিক শব্দটি বের করুন–
ক চলাকালীন সময়ে খ চলাকালে
গ চলাকালের সময়ে ঘ চলাকালিন সময় — উ: খ

০৬. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
ক ইদানিংকাল খ তাপদাহ
গ সাম্প্রতিক ঘ উপরোক্ত — উ: খ

০৭. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক কেবলমাত্র খ অধীন
গ মনঃকষ্ট ঘ উল্লিখিত — উ: ক

০৮. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়?
ক ঐক্যমত্য খ বিভাগোত্তর
গ ভৌগলিক ঘ দরিদ্রতা — উ: খ

০৯. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক উপর্যুক্ত খ মিথস্ক্রিয়া গ ধসপ্রাপ্ত ঘ দৈন্যতা — উ: ক

১০. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবধান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
ক উচ্চারণজনিত খ অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
গ শব্দ গঠনজনিত ঘ সবগুলো — উ: খ

১১. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
ক ইতিপূর্বে খ অতলস্পর্শী
গ সবিনয়পূর্বক ঘ অস্তায়মান — উ: খ

১২. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
ক শুধুমাত্র খ ফলশ্রুতি
গ সুকেশী ঘ পরিপ্রেক্ষিত — উ: ক

১৩. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
ক অপেক্ষমাণ খ দাহিকা শক্তি
গ আকণ্ঠ পর্যন্ত ঘ স্বায়ত্তশাসন — উ: গ

১৪. শুদ্ধ রূপ কোনটি?
ক সৌন্দর্যতা খ সুন্দর্য গ সুন্দরত্তা ঘ সৌন্দর্য — উ: ঘ

১৫. প্রয়োগের অর্থ বিবেচনায় নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক সুস্বাস্থ্য খ স্বাগত গ সচিত্রিত ঘ শ্রেষ্ঠতম — উ: খ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

পারিভাষিক শব্দ

- সংজ্ঞা : বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। অর্থাৎ ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই হচ্ছে পরিভাষা। যেমন : Oxygen- অম্লজান, File- নথি।

➢ **শব্দ ও পরিভাষা :** শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞার্থ বা নাম। কিন্তু শব্দ (Word) হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। বস্তুত পারিভাষিক শব্দগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল পরিভাষাই মূলত শব্দ, কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Article	অনুচ্ছেদ	Agenda	আলোচ্যসূচি
Attestation	সত্যায়ন	Allotment	বরাদ্দ
Air-mail	বিমানডাক	Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক
Affidavit	শপথনামা, হলফনামা	Anatomy	শারীরবিদ্যা
Academic year	শিক্ষাবর্ষ	Aid	সাহায্য

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Author	লেখক	Acting	ভারপ্রাপ্ত
Autonomy	স্বায়ত্তশাসন	Ancestor	পূর্বপুরুষ
Broadcast	সম্প্রচার করা	Booklet	পুস্তিকা
Blue print	প্রতিচিত্র	Bribe	ঘুষ
Ballad	গীতিকা	Bloc	শক্তিজোট
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত	Book-post	খোলা ডাক
Ballot	ভোট	Bureau	ব্যুরো, দপ্তর
Bail	জামিন	Boycott	বর্জন
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Census	আদমশুমারি
Civil war	গৃহযুদ্ধ	Catalogue	তালিকা
Copyright	লেখস্বত্ব	Consignor	প্রেরক
Copy	প্রতিলিপি	Colony	উপনিবেশ
Cable	তার	Crown	মুকুট
Care-taker	তত্ত্বাবধায়ক	Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Coldwar	স্নায়ুযুদ্ধ	Chancellor	আচার্য
Diplomacy	কূটনীতি	Donor	দাতা

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Defence	প্রতিরক্ষা	Data	উপাত্ত
Dialect	উপভাষা	Deputation	প্রেষণ
Deposit	আমানত	Discharge	বরখাস্ত
Dynamic	গতিশীল	Diagram	নকশা, রেখাচিত্র
Editorial	সম্পাদকীয়	Embargo	অবরোধ
Executive	নির্বাহী	Forecast	পূর্বাভাস
Episode	উপাখ্যান	Excise duty	আবগারি শুল্ক
Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা	Existence	অস্তিত্ব
Farce	প্রহসন	Foreword	পূর্বকথা
File	নথি	Fiction	কথাসাহিত্য
Famine	দুর্ভিক্ষ	Feudal	সামন্ততান্ত্রিক
Geology	ভূতত্ত্ব	Gypsy	বেদে
Hostage	জিম্মি	Gazetted	ঘোষিত
Handout	জ্ঞাপনপত্র	Hospitality	আতিথেয়তা
Hand-bill	প্রচারপত্র	Hydrogen	উদযান
Invoice	চালান	Interpreter	দোভাষী
Idealism	ভাববাদ	Indigenous	দেশজ/স্বদেশীয়
Inflation	মুদ্রাস্ফীতি	Inspection	পরিদর্শন
Jobber	দালাল	Juggler	ভোজবাজিকর
Judge	বিচারক	Jury	নির্ণায়ক বর্গ
Key note	মূলভাব	Key Word	মূল শব্দ
Legend	কিংবদন্তি	Livestock	পশুসম্পদ
Lyric	গীতিকবিতা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Leftist	বামপন্থি	Limited	সীমাবদ্ধ
Mythology	পুরাণতত্ত্ব	Milky Way	ছায়াপথ
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Manifesto	ইশতেহার
Mail	ডাক	Memo	স্মারক
Navy	নৌবাহিনী	Notice	বিজ্ঞপ্তি
Proforma	ছক	Poetics	সাহিত্যতত্ত্ব
Poultry	হাঁস-মুরগি	Pathology	রোগবিদ্যা
Parasite	পরজীবী	Preamble	প্রস্তাবনা
Plebiscite	গণভোট	Payee	প্রাপক
Plaintiff	ফরিয়াদি	Pseudonym	ছদ্মনাম
Postage	ডাকমাশুল	Pottery	মৃৎশিল্প
Printer	মুদ্রক	Petrology	শিলাতত্ত্ব
Quack	হাতুড়ে	Robot	যন্ত্রমানব
Revenue	রাজস্ব	Realm	প্রদেশ
Referendum	গণভোট	Rotation	আবর্তন
Radical	মৌলিক	Rebate	বাট্টা
Reform	সংস্কার	Regret	দুঃখ
Remedy	প্রতিকার	Resignation	পদত্যাগ
Revival	পুনরুজ্জীবন	Release	মুক্তি
Rank	পদমর্যাদা	Recruitment	নিযুক্তি
Retirement	অবসর	Retired	অবসরপ্রাপ্ত
Republic	প্রজাতন্ত্র	Regiment	সৈন্যদল
Sanction	অনুমোদন	Suggestion	দিক-নির্দেশনা
Salary	বেতন	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Sabotage	অন্তর্ঘাত	Scale	নিক্তি
Similitude	সাম্য	Sublet	উপভাড়া

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Syllabus	পাঠ্যসূচি	Satellite	উপগ্রহ
Sewerage	পয়ঃপ্রণালি	Successor	উত্তরাধিকারী
Skull	মাথার খুলি	Surplus	উদ্বৃত্ত
Subjudice	বিচারাধীন	Subsidy	ভর্তুকি
Terminal	প্রান্তিক	Token	প্রতীক
Tripod	তিপাই	Terminology	পরিভাষা
Transfer	বদলি/হস্তান্তর	Termination	অবসান
Up-to-date	হালনাগাদ	Vocabulary	শব্দকোষ
Vacancy	খালি	Voucher	রসিদ
Volcano	আগ্নেয়গিরি	Volunteer	স্বেচ্ছাসেবী
Waste land	পতিত জমি	Warehouse	গুদাম
White paper	শ্বেতপত্র	X-Ray	রঞ্জন রশ্মি
X-mas day	বড়দিন	Yolk	কুসুম
Year-Book	বর্ষপঞ্জি	Zodiac	রাশিচক্র
Zeal	সতেজতা	Zone	অঞ্চল

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'Canvas' শব্দের অর্থ–
ⓚ প্রচার ⓚ ক্যাম্বিস কাপড় ⓖ ভোট চাওয়া ⓘ বিক্রি করা উ: খ

০২. 'Housing' এর পরিভাষা-
ক) আবাস খ) আবাসন গ) বাস ঘ) নিবাস উ: খ

০৩. 'Adam's Apple' এর পরিভাষা–
ক) কণ্ঠধ্বনি খ) কণ্ঠমণি গ) আদমের আপেল ঘ) নিষিদ্ধ ফল উ: খ

০৪. 'Blocade' এর পরিভাষা–
ক) অবলোপ খ) প্রতিরোধ গ) প্রতিবন্ধক ঘ) অবরোধ উ: ঘ

০৫. 'Hypothesis' এর পরিভাষা–
ক) দিগন্ত খ) অনুমান গ) প্রান্তিক ঘ) গবেষণা উ: খ

০৬. 'Context' এর অর্থ–
ক) সংসর্গ খ) মূল পাঠ গ) উপসংহার ঘ) প্রসঙ্গ উ: ঘ

০৭. 'Coating' এর পরিভাষা–
ক) চিহ্নায়ন খ) নিয়োগপত্র গ) মামলাবাজ ঘ) আবরণ উ: ঘ

০৮. 'Migratory bird' এর পরিভাষা–
ক) পোষা পাখি খ) দ্রুতগামী
গ) অতিথি পাখি ঘ) তোতাপাখি উ: গ

০৯. 'Trilogy' এর পরিভাষা–
ক) দিগন্ত খ) ত্রয়ী গ) প্রান্তিক ঘ) সমান্তরাল উ: খ

১০. 'Surgeon' এর পরিভাষা–
ক) ভেষজ চিকিৎসক খ) শল্য চিকিৎসক
গ) অস্থি চিকিৎসক ঘ) দন্ত চিকিৎসক উ: খ

১১. 'Obligatory' এর পরিভাষা–
ক) শপথ গ্রহণ খ) ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র গ) একচ্ছত্র ঘ) বাধ্যতামূলক উ: ঘ

১২. 'Amplitude' এর পরিভাষা–
ক) বিকৃতি খ) ভাগ গ) প্রসারিত ঘ) বিস্তার উ: ঘ

১৩. 'Virile' এর পরিভাষা–
ক) কৃপণ খ) পুরোষোচিত গ) উদ্ধৃত ঘ) কাপুরুষোচিত উ: খ

১৪. 'For good' এর পরিভাষা–
ক) ক্ষণতরে খ) গড়িমসি গ) ভালো হওয়া ঘ) চিরতরে উ: ঘ

১৫. 'Null and void' এর বাংলা অনুবাদ–
ক) নিরপেক্ষ খ) মামুলি গ) পালা বদল ঘ) বাতিল উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

অনুবাদ

- **সংজ্ঞা :** ভাষান্তর বা ভাষান্তরকরণকে অনুবাদ বলে। অর্থাৎ অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর।
- **প্রকারভেদ :** অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা : ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation), খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)
- **অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :**
  ১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাষান্তরের ওপর নির্ভরশীল।
  ২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
  ৩. অনুবাদ জ্ঞান চর্চার সহায়ক।
  ৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
  ৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের ওপর নির্ভর করে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের দৃষ্টান্ত

After death comes the doctor	চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
After meat comes mustard	নুন আনতে পানতা ফুরায়।
All covet, all lost	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
All's well that ends well	সব ভালো তার, শেষ ভালো যার ।
As you so, so you reap	যেমনি কর্ম তেমনি ফল।
Art is long, life is short	বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত।
Beggars must not be choosers	ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
Barking dogs seldom bite	যত গর্জে তত বর্ষে না।
Blood is thicker than water	রক্তের টান বড় টান।
Brevity is the soul of wit	মানিকের খানিক ভালো।
Care killed the cat	অতি যত্নে মরণফাঁদ।
Charity begins at home	আগে ঘর, তবে তো পর।
Every man is for himself	চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
Example is better than precept	উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো।
Familiarity breeds contempt	অধিক মাখামাখিতে মান নষ্ট।
Great talkers are little doers	মুখে বুলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা।
Give the devil his due	যার প্রাপ্য তাকে তা দাও।
Habit is second nature	অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায়।
Irony of fate	অদৃষ্টের পরিহাস।
It takes two to make a quarrel	এক হাতে তালি বাজে না।
Like cures like	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
Many a little makes a mickle	রাই কুড়িয়ে বেল।
Necessity knows no law	অভাবে স্বভাব নষ্ট।
No pains, no gains	কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।
Out of sight, out of mind	চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।
Penny wise, pound foolish	বল্ল আঁটুনি ফসকা গেরো।
Rumour is a great traveller	গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়।
Riches have wings	টাকা আছে পাখা উড়াতে কতক্ষণ।
Tit for tat	ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
To carry coals to Newcastle	তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
To do or die	মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
To rob Peter to pay Paul	গরু মেরে জুতো দান।
The more, the merrier	যত গুড় তত মিষ্টি।
The pot calls the kettle black	চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর তলায় ছেঁদা।
Virtue thrives best in adversity	বিপদের মধ্যেই গুণের পরীক্ষা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. **'Smack went the whip' এর অর্থ–**
ক সপাং করে চাবুক পড়ল খ চাবুকটি চালানো হল
গ স্ন্যাক চাবুক মারল ঘ চাবুকটি পড়ে গেল **উ: ঘ**

০২. **'The girl is possessed.' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ কোনটি?**
ক মেয়েটি দুঃখিত খ মেয়েটি দোষী
গ মেয়েটির বিপদ ঘ মেয়েটি ভূতাবিষ্ট **উ: ঘ**

০৩. **'He has messed up everything' নিচের কোনটির অনুবাদ শুদ্ধ?**
ক সে সব কিছু নষ্ট করেছে খ সে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে
গ সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে ঘ সে সব মেসে রেখেছে **উ: গ**

০৪. **'The rains have set in' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ নিচের কোনটি?**
ক বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। খ বৃষ্টি পড়ছে।
গ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ঘ বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। **উ: গ**

০৫. **'পেয়ালাটির গরম যেন আগুন।' বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ কোনটি?**
ক The cup is as hot as fire. খ The cup is so hot as fire.
গ The cup is hot like fire. ঘ The cup is hot as fire. **উ: ঘ**

০৬. **'To break the ice.' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?**
ক বরফ গলল। খ বরফ পানি হলো।
গ সম্পর্ক ভালো হলো। ঘ বরফ খণ্ড হলো। **উ: গ**

০৭. **'He has strong pen' বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ–**
ক তার লেখার হাত ভালো। খ তার কলমটি মজবুত।
গ তিনি একজন মজবুত কলমধারী। ঘ কোনোটিই নয়। **উ: গ**

০৮. **অনুবাদ কত প্রকার?**
ক ২ খ ৪ গ ৩ ঘ ৫ **উ: ক**

০৯. **'স্পেসিফিক' শব্দের সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য অনুবাদ কোনটি?**
ক বিশেষ খ সুনির্দিষ্ট গ এককথায় ঘ যেন-তেন **উ: খ**

১০. **Let bygones be bygones. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?**
ক অতীত সর্বদা জাগ্রত খ যে যাওয়ার সে যায়
গ চলে যাওয়াই নিয়তি ঘ অতীতকে মুছে ফেলো **উ: ঘ**

১১. **Please make room for her. শুদ্ধ অনুবাদ নির্ণয় কর :**
ক ওকে বসার জায়গা দাও খ ওর কক্ষটি গুছিয়ে দাও
গ দয়া করে ওকে যেতে দাও ঘ ওর জন্য রুমের ব্যবস্থা কর **উ: ক**

১২. **No smoke without fire. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?**
ক আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না। খ সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।
গ বিনা স্বার্থে কিছুই হয় না। ঘ গুজবই রহস্য সৃষ্টি করে। **উ: ক**

১৩. **'সপাং করে চাবুক পড়ল।' বাক্যটির সর্বোত্তম অনুবাদ কোনটি?**
ক Whip hit fast. খ Whip goes very fast.
গ Smack fell down fast ঘ Smack went the whip. **উ: ঘ**

১৪. **They were at dagger's drawn. বাক্যটির অনুবাদ কোনটি?**
ক তারা উন্মুক্ত ছুরির কাছে ছিল। খ তারা শত্রু ছিল।
গ তারা ঘোর বিবদমান ছিল। ঘ তারা ছুরি বের করেছিল। **উ: গ**

১৫. **'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি?**
ক অপরের নিন্দা নিজের নিন্দা খ কারো নিন্দা করতে হয় না
গ অপরের নিন্দা করা পাপ ঘ কারো নিন্দা করলে পাপ হয় **উ: গ**

CamScanner

ENGLISH

Parts of Speech

ইংরেজি বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ তার অবস্থান অনুযায়ী বাক্যের অর্থ প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদনের শ্রেণিভাগকে parts of speech বলে। বাক্যে কার্য সম্পাদনের শ্রেণিভাগ অনুযায়ী **parts of speech** আট প্রকার।

01. Noun: Noun শব্দের অর্থ নাম, তাই যে কোন নামবাচক পদকে Noun বলে। Noun সাধারণত দুই ধরনের:

Ⓐ **Concrete : যা দেখা যায়, Ex :** Clock, Shirt, Book, Dhaka etc.

Ⓑ **Abstract : যা অনুভূত হয়, Ex :** Brevity, Courage, Modesty etc.

02. Pronoun: Noun-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দই Pronoun, Common Pronoun-গুলো হচ্ছে: I, we, he, she, they, you, mine, yours, ours, his, her, hers, theirs, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, this, that, those, these, any, one, some, nobody, anybody, many, everyone, all, who, whom, whose, which, that, what, each, either, neither, each other, one another.

Ex : Sumon is a good student. He reads regularly.

03. Adjective: Noun এবং Pronoun-কে qualify এবং modify করার জন্য ব্যবহৃত শব্দই হচ্ছে adjective।

Ex: He is a good boy.
adjective noun

এখানে good শব্দটি adjective হিসেবে boy (noun) কে qualify করেছে।

Ex: He is very boy এখানে very শব্দটি boy এর সাথে মিলে অর্থ সৃষ্টি করতে পারছে না, তাই এটি boy-এর qualifier হতে পারে না।

04. Verb: যে word দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায় তাকে Verb বলে।

Ex : 1. Ratul wrote a letter to his father.
2. Sachin played very well yesterday.
[উপরোক্ত Sentence দুটিতে wrote (write) ও played (play) শব্দ দুটি দ্বারা কাজ করা বোঝায়, তাই এরা Verb।]

05. Adverb: Noun বা Pronoun ব্যতীত অন্য কোন Parts of Speech-কে (especially verb-কে) qualify বা modify-কারী শব্দই হচ্ছে Adverb। কিছু দৃষ্টান্তমূলক (typical) Adverb হলো : always, often, almost, just, quite, also, only, never, rarely, hardly, usually, generally, probably, even, ago, again, here, there, now, then, once, soon, sometimes, yesterday, tomorrow, twice, thrice, seldom, today, thus, etc.

Ex : Rasel runs quickly.
verb adverb
[এখানে quickly শব্দটি run (verb)-কে modify করেছে।]

Note: Adverb; Phrase, clause কিংবা পুরো sentence-কেও modify করতে পারে।

Ex : Certainly, she will come.
Adverb Sentence

06. Preposition: যে শব্দসমূহ noun বা pronoun এর পূর্বে বসে অন্য word-এর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের **Preposition** বলা হয়। যেমন: at, across, around, among, along, after, above, about, by, but, beyond, between, beside, beneath, below, behind, before, down, for, from, in, inside, of, into, off, on, through, throughout, till, to, towards, under, upon, up, until, with, within, without, against etc.

Ex : Punam sat beside me.
preposition pronoun

07. Conjunction: একাধিক Sentence বা Clause-কে যুক্তকারী শব্দই হচ্ছে Conjunction। Conjunction গুলো হচ্ছে - and, as, if, but, or, both, because, else, lest, before, after, however, still, till, until, so, either.....or, neither.....nor, though/although, unless etc.

Ex : The man is poor. The man is happy.
⇒ The man is poor but happy.
conjunction

08. Interjection: হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ প্রকাশকারী শব্দই হচ্ছে Interjection।

Ex : Hurrah! we have won the game. (কী মজা! আমরা খেলায় জিতেছি)

Identification of Parts of Speech

Rule-01: কোনো word এর শেষে-ness, tion, ty, sure, sion, er, or, ment, th, ance, ence, ism, ness, age, ure, ief, hood, ism, dom, ship, cy, sy, ar, ock, kin, let ইত্যাদি থাকলে noun হয়।

Able = ability	Enthusiastic = Enthusiasm
Advertise = advertisement	Free = freedom
Accurate = accuracy	Hard = hardship
Agricultural = agriculture	Honest = honesty
Amuse = amusement	Important = importance
Beg = beggar	Jealous = jealousy
Believe = belief	Multi = multitude
Bull = bullock	Submit = submission
Child = childhood	True = truth
Create= Creation	Useful = usefulness
Cut = cutlet	Waste = wastage
Empire = emperor	Write = writer

Ex:

01. The noun of 'please' is ——.
Ⓐ pleasure Ⓑ pleasance Ⓒ pleasant Ⓓ pleasing **Ans Ⓐ**

Rule-02: কোনো word-এর শেষে ate, en, te, ise, ize, er, ce, ify প্রভৃতি Suffix থাকলে সেই শব্দগুলি সাধারণত verb হয়। যেমন:

ate → moderate er → consider te → write ify → glorify
ize → organize ce → commence en → lighten

Ex:

01. The word "substantiate" is a/an ——.
Ⓐ verb Ⓑ adjective Ⓒ noun Ⓓ adverb **Ans Ⓐ**

02. Verb of the word 'justification' is ——.
Ⓐ justice Ⓑ justify Ⓒ justifiable Ⓓ justifiably **Ans Ⓑ**

Rule-03: কোনো কাজ করা/হওয়া বুঝালে verb হিসেবে গণ্য হয়।

Ex: Which of the following is a verb?
Ⓐ Dance Ⓑ Some Ⓒ Roses Ⓓ Little **Ans Ⓐ**

Rule-04: শব্দের পূর্বে Em, En, De ইত্যাদি prefix যোগে verb গঠন করা যায়।

Ex: Which is the verb form of 'Able'?
Ⓐ Unable Ⓑ Enable Ⓒ Disable Ⓓ Ability **Ans Ⓑ**

Rule-05: কোনো word / noun-র শেষে ous, tive, able, ar, tory, enful, ible, ing, ic, ed, less, ar, ary, ant, ent, al, some, y, ish, ian, ate ইত্যাদি থাকলে Adjective হয়।

Awe = Awesome	Help = Helpful
Beauty = Beautiful	India = Indian
Book = Bookish	Interest=Interesting/interested
Create = Creative	Necessity = Necessary
Danger = Dangerous	Temperature = Temperate
Educate =Educated/Educative	Use = Useful/ Useless
Health = Healthy	Wealth = Wealthy

Ex:

01. The adjective of the word 'mountain' is ——.
Ⓐ mounting Ⓑ mountainous Ⓒ mountic Ⓓ mountainly **Ans Ⓑ**

02. Adjective of 'circle' is ——.
Ⓐ Circular Ⓑ Circulation Ⓒ Encircle Ⓓ Circulate **Ans Ⓐ**

Rule-06: একটি word ব্যবহার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন parts of speech হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন:

01. The word 'oil' has been used as a verb in——.
Ⓐ I bought an oil painting Ⓑ I need some kerosene oil
Ⓒ Oil your own machine Ⓓ There is no oil in the lamp **Ans Ⓒ**

02. What is the function of the underlined word? "You should honor your betters."
Ⓐ Noun Ⓑ Adjective Ⓒ Verb Ⓓ Adverb **Ans Ⓐ**

03. The word 'massacre' is ——.
Ⓐ noun Ⓑ verb
Ⓒ both noun and verb Ⓓ adjective **Ans Ⓒ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

➡ **The following are some of the examples of the same words used as different parts of speech in the sentences:**

About	The children were rushing **about.** (adverb) There were books lying **about** on the floor. (adverb) Don't drop cigarette ash **about.** (adverb) Tell me all **about** it. (preposition) Children are fond of hearing **about** beasts. (preposition) I have a comforter **about** my neck. (preposition)
Above	The beggar looks for help from **above,** (noun) The sun rose **above** the horizon, (preposition) Look at the **above** sentences. (adjective)
After	She arrived soon **after,** (adverb) Look **after** your parents, (preposition) My **after-life** seems to be miserable, (adjective) The doctor died **after** the patient had come, (conjunction)
All	**All** men must die. (adjective) I have lost my **all.** (noun) She was **all** alone in the street, (adverb) **All** of us should know it. (pronoun)
Any	Do you have **any** bread? (adjective) Give me some bread if there be **any.** (noun) No one can bear such an insult **any** longer, (adverb) Does **any** of you know what is wrong with her? (pronoun)
As	He drove the car **as** fast **as** she could, (adverb) He trembled **as** he spoke, (conjunction) I like the same colour **as** she does.(pronoun)
Before	I came here **before** the appointed time. (preposition) She saw me once **before** (adverb) Look **before** you leap. (Conjunction)
Better	My pen is **better** than that of yours, (adjective) The boy is working **better** today. (adverb) You should try to **better** your lot. (verb)
Both	**Both** the boys are guilty. (adjective) **Both** of them were killed. (pronoun) The boy is **both** a fool and a knave. (conjunction) The woman is **both** dead and buried. (adverb)
But	None **but** (except) the brave deserves the fair. (preposition) **But** me no buts. (verb) But me no **buts.** (noun) The man is poor **but** honest. (conjunction)
Down	The sun went **down** when we reached there. (adverb) The children ran **down** the hill. (preposition) He could not catch the **down**-train.(adjective) We have ups and **downs** in life. (noun)
Enough	She did not have money **enough** to buy a suitable gift. (adjective) I am still strong **enough** to do it. (adverb) They have had **enough** of everything. (noun)
Except	Everyone **except** me went there. (preposition) I will not let you go **except** (unless) you forgive me. (conjunction)
Fast	Nazrul is my **fast** friend. (adjective) Some women **fast** every Thursday (verb) Some break her **fast** in the evening. (noun) The horse can run **fast.** (adverb)
Few	A **few** of my friends attended the class. (noun) There are **few** children here.(adjective) **Few** knew where the culprit was. (pronoun)
Less	She pays **less** attention to her studies (adjective) I cannot take **less.** (adverb) This soil is **less** fertile than that soil (adverb) Pay him the price **less** the usual discount. (preposition) I won't sell it for **less** than taka fifty. (noun)
Like	Some old people **like** sweets. (verb) You should not talk **like** that. (preposition) **Like** forces repel each other. (adjective) I have never seen the **like** of her anywhere. (noun)
Little	Sometimes a **little** blow may give much pain. (adjective) The women of our country eat very **little.** (adverb) I want but **little.** (noun)
Long	She will come before **long.** (noun) It is a **long** story. (adjective) The students always **long** for holidays. (verb) I shall not wait **long.** (adverb)
Many	**Many** might have seen the sight. (pronoun) I have **many** friends. (adjective)
More	We want **more** men like Karim. (adjective) Everyone should talk less and work **more.** (adverb) Do you have **more** of it ? (pronoun)
Much	The news gave the widow **much** pleasure. (adjective) **Too much** of anything is not good. (pronoun) I am **much** better today. (adverb)
Near	She is a **near** relation of mine. (adjective) The puja is **nearing** quickly. (verb) Come **near.** (adverb) I found her **near** the launch ghat. (preposition)
Need	I am in **need** of some money. (noun) She **needs** your help. (verb)
Next	Who comes **next.** (adverb) The woman came the **next** day. (adjective) She was sitting **next** me in the class. (preposition)
Once	She visits her old father **once** every six months. (adverb) Please help me for **once.** (noun) **Once** you learn it, you will never forget. (conjunction)
One	**One** should obey one's parents. (pronoun) The little **ones** are playing. (pronoun) Give me **one** taka. (adjective)
Only	**I only** found a boy there (adverb) He is the **only** son of his parents. (adjective) Take what I have **only** (but) let me go. (conjunction)
Past	She cannot forget the **past.** (noun) Her **past** life was miserable. (adjective) I found the man hasten **past.** adverb) It is half **past** eight now. (preposition)
Right	She has no **right** to claim my property. (noun) Let me touch your **right** hand. (adjective) I must **right** the wrong. (verb) We walked **right** across the field. (adverb)
Round	A square thing does not fit into a **round** hole. (adjective) Draw a circle **round** this centre. (preposition) The butterflies are flying **round** and **round.** (adverb) Vascoda Gama was the first to **round** the Cape of Good Hope. (verb) One should go one's daily **round** of duty. (noun)
Since	The man died three months **since.** (adverb) **Since** she was ill, she could not come. (conjunction) I have not seen him **since** Tuesday last. (preposition)
Some	**Some** of them were absent. (pronoun) Give me **some** biscuits. (adjective)
Still	**Still** waters run deep. (adjective) I am **still** in business. (adverb) Parvati came to Devdas in the **still** of night. (noun) She was weak, **still** she went to school. (conjunction) **Still** the child. (verb)
Up	Let us go **up** the hill. (preposition) The sun is **up.** (adverb) The **up**-train is coming. (adjective) There are **ups** and downs in life. (noun)
Well	The **well** ran dry (noun) She is quite **well** now. (adjective) Your son has done **well** in the examination. (adverb)
What	**What** is your name? (pronoun) This is **what** I want. (pronoun) **What** evidence do you have? (adjective) **What**! you don't to say so? (interjection) **What** with illness and **what** with losses, the man is almost ruined. (adverb)
While	She waited for a **while.** (noun) We should not **while** away our time. (verb) **While** Santu was reading, he fell asleep. (conjunction)
Wrong	He has done no **wrong.** (noun) You have taken the **wrong** side. (adjective) The man has **wronged** the boy. (verb) He led me **wrong.** (adverb)

KOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Important Questions with Explanation

01. The word category of Foment' is –
Ⓐ adjective Ⓑ verb
Ⓒ noun Ⓓ adverb
Ans B Explanation Foment (verb)- সেক দেওয়া, উদ্দীপিত করা।

02. The verb form of the noun 'Humanity' is –
Ⓐ Human Ⓑ Humane
Ⓒ Humanitarian Ⓓ Humanize
Ans D Explanation Humanity (noun) এর verb হলো humanize (মনুষ্যত্বপূর্ণ হওয়া)।

03. Which word is not used as a verb?
Ⓐ Lose Ⓑ Rise
Ⓒ Loose Ⓓ Flood
Ans C Explanation Loose - (আলগা বা ঢিলা) যা adjective হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকি সবগুলো verb।

04. The noun of 'predict' is ——.
Ⓐ predictable Ⓑ predicting
Ⓒ prediction Ⓓ predicted
Ans C Explanation Predict শব্দটি verb এবং এর noun হচ্ছে prediction।

05. The word 'reproduction' is ——.
Ⓐ an adjective Ⓑ a verb
Ⓒ an adverb Ⓓ a noun
Ans D Explanation Word এর শেষে tion, sion, hood, th, ture, or, er, ty, ness, ent, ief etc থাকলে তা noun হয়, যেমন: pollution।

06. The word 'productivity' is a/an ——.
Ⓐ adjective Ⓑ adverb
Ⓒ verb Ⓓ noun
Ans D Explanation কোনো word এর শেষে ty, tion, th, er, ief ইত্যাদি থাকলে noun হয়, যেমন- ability, creation, honesty, writer, belief।

07. The word 'idolize' is ——.
Ⓐ a noun Ⓑ a verb
Ⓒ an adverb Ⓓ an adjective
Ans B Explanation Word এর শেষে 'ize' থাকলে তা verb হয়, যেমন: Realize।

08. The noun of 'deter' is ——.
Ⓐ deterrence Ⓑ deterrential
Ⓒ detention Ⓓ detour
Ans A Explanation Deter অর্থ বাধাগ্রস্ত করা। এর noun হলো deterrence যার অর্থ প্রতিবন্ধকতা, বাধা, যা কোনো একটি কিছুর নাম বুঝাচ্ছে। noun-এর শেষে, hood, sion, tion, th, ness, nce, sm, er, or প্রভৃতি suffix যুক্ত থাকে।

09. What is the Noun form of the word 'defer'?
Ⓐ deference Ⓑ deferment
Ⓒ difference Ⓓ deferrant
Ans B Explanation Defer অর্থ স্থগিত করা, বিলম্বিত করা; deferment-স্থগিতকরণ, বিলম্ব।

10. The verb of the word 'response' is ——.
Ⓐ responsible Ⓑ responsibility
Ⓒ respond Ⓓ respondent
Ans C Explanation Response অর্থ 'সাড়া' যা একটি noun। আর Respond অর্থ 'সাড়া দেওয়া' যা একটি verb।

Noun

Kinds of Noun

Noun শব্দের অর্থ নাম। তাই যে কোন নাম বাচক পদকে Noun বলে। Noun কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- Concrete Noun & Abstract Noun। Concrete Noun Noun কে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়।

01. Proper noun (বিশেষ নাম): একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণি এবং স্থানের নাম কে Proper noun বলে।
Ex: Kamal, Dhaka, Madaripur, etc.

02. Common noun (জাতিবাচক নাম): নির্দিষ্ট নাম না বুঝিয়ে সমজাতীয় নাম (একটি না বুঝিয়ে অনেকজন) কে বুঝালে Common noun হয়।
যেমন: city, river, boy, girl etc.
এখানে **city** বলতে একটি শহর বুঝায় না বরং সব শহরকে বুঝায়।
Ex: (1) What kind of noun is 'Girl'?
Ⓐ Proper Ⓑ Common Ⓒ Collective Ⓓ Material Ans B
(2)Which one is a common noun?
Ⓐ Salt Ⓑ Army Ⓒ Studentship Ⓓ Infant Ans D

→ **পরীক্ষায় বেশি আসে এরকম কিছু Common noun এর ছন্দ নিচে দেওয়া হল:**
আমি student, তাই pen, book নিয়ে table এ chair নিয়ে বসলাম grammar পড়ব কিন্তু teacher আমাকে fish, bee, cow, sheep, river, elephant, city এবং country সম্পর্কে পড়তে বললেন। হঠাৎ public, people আর soldier রাস্তায় বের হল, কারণ capital এ robber, king এর ring চুরি করেছিল। তাই সব pupils, boy, girl, dog, doctor-ও বের হল। কারণ চোরটি fashion করে flute বাজিয়ে infant নিয়ে river এর দিকে যাচ্ছিল।

→ **Common noun এর অপর নাম হল Class noun.**

Dhaka	transport	river	bank
green	library	swimming	pool

→ **একাধিক Noun যুক্ত থাকলে তাকে Compound Noun বলে।**
→ Blackboard, Afternoon, Headache, Sunrise, Sweetheart, Shorthand, Income, Haircut etc.

03. Collective noun (সমষ্টিবাচক নাম): যে Word দ্বারা সমষ্টি বা দল বুঝায় তাকে Collective noun বলে। যেমন: Team, Army, Cattle, Covey etc.
এখানে **Team** দ্বারা একজনকে বুঝায় না, যেখানে একটি **Team** গঠনের জন্য অনেকজন দরকার হয়।
নিচের ছন্দটির ইংরেজি Word গুলো Collective noun:
আমাদের school, class, committee, library তে হঠাৎ army, police, team, infantry নিয়ে হাজির কারণ Jury এবং audience আমার family কে বলেছে আমি cattle, flock, herd আর pack চুরি করেছি এবং আমার gang আছে। আমি group, meeting করি এবং navy, party আমার কাছে crowd করে।

04. Material Noun (বস্তুবাচক নাম): যে Word দ্বারা বস্তুর নাম বুঝায় তাকে Material Noun বলে। যেমন: Oil, water, milk etc.
তরল জাতীয় পদার্থ, (Oil, water, milk, kerosene, petrol, ink) any metal (gold, diamond, silver, iron etc.) Object like (Wood, ice, sugar, nail, brick, salt, paper etc.) হচ্ছে Material Noun।

05. Abstract Noun (গুণ বা ভাববাচক নাম): যা অনুভব করা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না সেই Word গুলোকে Abstract Noun বলে।
→ Love, truthfulness, kindness, childhood, honesty, strength, happiness, judgement, bravery, beauty, agency, discipline etc.
→ কোন word এর শেষে ment, ness, hood, ship, dom, tion, sion, ce, cy, th, ty, ism, ry, age, al, ure থাকলে Abstract noun হয়। যেমন- height, humility, unity, development, health etc. **Ex:**

01. What kind of noun is 'Discipline'?
Ⓐ proper Ⓑ collective Ⓒ abstract Ⓓ common Ans C
02. What type of noun is 'kindness'
Ⓐ proper Ⓑ common Ⓒ abstract Ⓓ material Ans C

Countable and Uncountable Noun

❑ গণনার দিক থেকে Noun কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

01. Countable Noun: যে Noun কে গণনা করা যায় তাকে Countable Noun বলা হয়।
Ex : Chair, Table, Mobile, Book etc.

CamScanner

02. Uncountable Noun : যে Noun কে গণনা না করে পরিমাপ করা হয় তাকে Uncountable Noun/non-count noun বলা হয়।

Ex : Milk, Honesty, Love, Hate etc.

Countable Noun এর বৈশিষ্ট্য:

i. এদের পূর্বে Article বসে। ii. এদের সাথে s/es যুক্ত হয়।
iii. এদেরকে singular বা plural দুটি form-ই করা যায়।
iv. a/an/the যে কোন possessive form ছাড়া এরা বাক্য গঠন করে না।

Non-countable/Uncountable Noun এর বৈশিষ্ট্য:

i. এদের শুধু singular form হয়। ii. এদের সাথে s/es যুক্ত হয় না।
iii. এদের পূর্বে Article বসে না।

Rule-01: নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত **noun** গুলো সাধারণত **uncountable**, এরা সবসময় **singular**, এদের কোন **plural** রূপ নেই। যেমন-

Advice, scenery, homework, money, poetry, anger, ignorance, music, courage, information, news, progress, damage, knowledge, patience, equipment, leisure, permission, fun, luck Bread, oil, ash, furniture, ignorance, learning, meat, tea, oxygen, luggage, peace, shopping, butter, milk, rice, honesty, working, wood, stream, sand, Japanese, poverty, iron, water, sugar, happiness, grass, vegetables etc.

Ex:— is not only thing that tourist want to see.
Ⓐ A scenery Ⓑ Sceneries Ⓒ The sceneries Ⓓ Scenery **Ans Ⓓ**

তবে এদের সঙ্গে কিছু measure words (পরিমাপ করা যায় এমন শব্দ) যোগ করে countable করা যায়। যেমন-

a piece of advice	two pieces of advice
a piece of bread	two pieces of bread
a piece of equipment	two pieces of equipment
a piece of furniture	two pieces of furniture
a piece of information	two pieces of information
a piece of jewellery	two pieces of jewellery
a piece of luggage	two pieces of luggage
a piece of mail	two pieces of mail
a piece of music	two pieces of music
a piece of news	two pieces of news
a piece of toast	two pieces of toast
a loaf of bread	two loafs of bread
a slice of bread	two slices of bread
an ear of corn	two ears of corn
a bar of soap	two bars of soap
a bolt of lightning	two bolts of lightning
a clap of thunder	two claps of thunder
a gust of wind	two gusts of wind

Ex:

01. Hybrids have one more —— per plant than the other varieties.
Ⓐ corms Ⓑ ear of corn Ⓒ corn ears Ⓓ corn's ears **Ans Ⓑ**

02. I need —— soap to wash my dress with.
Ⓐ any Ⓑ a piece of Ⓒ a Ⓓ much **Ans Ⓑ**

Rule-02: কিছু জোড়া **Noun** আছে যাদের অর্থ অনেকটা একই রকম; কিন্তু তাদের, একটি **Count** এবং অন্যটি **Non-count noun** হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে **noun** গুলো উল্লেখ করা হলো-

Count noun	Non-count noun
climate, climates	weather
a human being, human beings	humanity
a job, jobs	work
a machine, machines	machinery
a man, men	mankind; man
a person, persons	people
a snowflake, snowflakes	snow
a sunbeam, sunbeams	sunlight; sunshine
a traffic jam, traffic jams	traffic

Ex : California has good weather. / California has a good climate.
Ex: In order to improve farming methods, we need-
Ⓐ machine Ⓑ machinery Ⓒ a machinery Ⓓ machineries **Ans Ⓑ**

Rule-03: People, children, cattle, police, public, aristocracy, gentry, nobility, peasantry (কৃষক সম্প্রদায়), poultry, perfumery (সুগন্ধি দ্রব্য), artillery, vermin (ক্ষতিকারক পোকামাকড়), clergy etc. **Noun-এর সাথে 's/es' না থাকা সত্ত্বেও এরা Plural Countable noun হিসেবে ব্যবহৃত হয় (এদের পর plural verb হয়-**

Ex : The people are generally considered to be ignorant fellows.

Rule-04: Sheep, deer, dozen, score, canon, salmon, gross- **Noun** যারা **Singular** এবং **Plural**-এ অপরিবর্তিত **form**-এ থাকে। অর্থাৎ **Plural** হলেও এদের সাথে কখনোই s হয় না।

Ex : I saw ten sheep and five deer.
He bought five dozen oranges from Nagpur.

Rule-05: Brace, dozen, fathom, gross, head, pair, yoke, score, hundred, thousand etc. **Noun এর পূর্বে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে তাহলে এদের সাথে "s/es" যুক্ত হয় না। কিন্তু এদের পূর্বে যদি অনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে (যেমন: some, several etc.) অথবা কোন সংখ্যা না থাকে তাহলে এদের সাথে "s/es" যুক্ত হয়।**

Ex : I've done it —— of times.
Ⓐ hundreds Ⓑ hundred Ⓒ a hundred Ⓓ hundredth **Ans Ⓐ**

Important Questions with Explanation

01. 'A herd of cattle is passing.' The underlined word is a/an–
Ⓐ adverb Ⓑ adjective Ⓒ collective noun Ⓓ abstract noun
Ans Ⓒ Explanation যে সকল noun সমষ্টিবাচক অর্থ প্রদান করে তাদেরকে collective noun বলে। যেমন: herd (গবাদি পশুর দল), team (দল), class (শ্রেণি), cattle (গবাদি পশু) ইত্যাদি। উল্লেখ্য, collective noun-এর পর সাধারণত singular verb বসে।

02. Identify the word that remains same in plural form :
Ⓐ deer Ⓑ horse Ⓒ elephant Ⓓ tiger
Ans Ⓐ Explanation Sheep, deer, salmon, canon etc শব্দগুলি Singular এবং plural – এ একই থাকে অর্থাৎ এদের পরে কোনো অবস্থায় যুক্ত s/es হয় না।

03. Identify the determiner in the sentence "Bring me that book"
Ⓐ bring Ⓑ me Ⓒ that Ⓓ book
Ans Ⓒ Explanation যে সকল শব্দ/শব্দগুচ্ছ noun -এর পূর্বে বসে noun -এর নির্দিষ্টতা/অনির্দিষ্টতা বোঝায় তাদের determiner বলে। যেমন- this, that, such, some, a lot of etc. উল্লেখ্য, determiner বাক্যে adjective -এর কাজ করে।

04. I still have —— money.
Ⓐ A few Ⓑ quite a few Ⓒ many Ⓓ a little
Ans Ⓓ Explanation Uncountable noun (money, water, milk প্রভৃতি) এর আগে amount, little / a little ব্যবহার হয়। বাক্যে Still থাকায় বোঝাচ্ছে, এখনও কিছু টাকা (a little money) রয়েছে।

05. 'Among' is a preposition that is used when —— people are involved.
Ⓐ two Ⓑ more than two
Ⓒ two or more than two Ⓓ four only
Ans Ⓑ Explanation Between অর্থ between two people আর Among অর্থ among more than two people।

06. 'Mutton' is a/an–
Ⓐ Common noun Ⓑ Abstract noun Ⓒ Material noun Ⓓ Proper noun
Ans Ⓒ Explanation Mutton অর্থ ভেড়ার মাংস। এটি নিঃসন্দেহে Material noun।

07. I am in the process of collecting material for my story. The underlined word is a / an ——.
Ⓐ Verb Ⓑ Adjective Ⓒ Adverb Ⓓ Noun
Ans Ⓓ Explanation আমি আমার গল্পের জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহের কাজ করছি। Material শব্দটির অর্থ বিষয়বস্তু/ উপাদান। এটি একটি Noun.

08. Which word is the determiner in the sentence "Will it take much time?"
Ⓐ will Ⓑ take Ⓒ much Ⓓ time
Ans Ⓒ Explanation Determiner হচ্ছে noun বা pronoun এর নির্দিষ্টতা, অনির্দিষ্টতা, সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশক। Option গুলোর মধ্যে 'much' শব্দটি সময়ের নির্দেশক হিসেবে sentence এ ব্যবহার হয়েছে।

09. Rafiq always has —— problems with his tools.
Ⓐ many Ⓑ much Ⓒ more Ⓓ little
Ans Ⓐ Explanation Problem, countable noun তাই তার পূর্বে countable determiner, many হবে।

10. 'They have little money' means-
Ⓐ They have no money at all Ⓑ They have almost no money
Ⓒ They have yet some money Ⓓ They have quite some money
Ans Ⓑ Explanation Little, few এগুলো negative অর্থ দেয়। তাদের প্রায় কোনো টাকা নেই।

CamScanner

Number & Gender

Number : Countable Noun সাধারণত Singular ও Plural উভয় form এ গঠিত হয়, একে Number বলা হয়।

Number দুই প্রকার। যথা- 1. Singular, 2. Plural.

শুধুমাত্র Countable Noun এর Number পরিবর্তন অর্থাৎ Singular ও Plural form হয়ে থাকে। Uncountable Noun এর Number পরিবর্তন হয় না বা Plural হয় না।

Note : Common Noun ও Collective Noun এর Number পরিবর্তন হয়। Proper Noun, Material Noun ও Abstract Noun এর কোনো Number পরিবর্তন হয় না।

Rule-01: Word এর শেষে 'o' থাকলে এবং তার পূর্বে Vowel থাকলে 's' যুক্ত করে Plural করতে হয় কিন্তু Consonant থাকলে 'es' যুক্ত করে Plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Bamboo	Bamboos	Cuckoo	Cuckoos
Mango	Mangoes	Volcano	Volcanoes

Ex: Echo এর সঠিক plural -

Ⓐ Echos Ⓑ Echoes Ⓒ Echoistic Ⓓ Echoed Ans Ⓑ

Rule-02: Word এর শেষে 'y' থাকলে এবং তার পূর্বে vowel থাকলে শুধু 's' যুক্ত হবে। তবে 'y' এর পূর্বে Consonant থাকলে 'y' এর স্থলে 'i' এবং তারপর 'es' যুক্ত করে Plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Boy	Boys	Baby	Babies
Key	Keys	City	Cities

Rule-03: কোনো Noun এর শেষে যদি f বা fe থাকে তাহলে Plural করার সময় f / fe এর স্থলে ves হয়। যেমন:

Singular	Plural	Singular	Plural
Knife (ছুরি)	Knives	Wife (স্ত্রী)	Wives
Half (অর্ধেক)	Halves	Leaf (পাতা)	Leaves

Ex: Calf-এর সঠিক Plural -

Ⓐ Calfs Ⓑ Calves Ⓒ Caff Ⓓ Calfes Ans Ⓑ

➪ কিন্তু যে সকল Noun এর শেষে ief, off, oof, erf, rife, iff, arf, urf, ulf, afe ইত্যাদি থাকে তাদের শেষে 'ves' না হয়ে শুধু 'S' বসে। যেমন:

Singular	Plural	Singular	Plural
grief (দুঃখ)	griefs	scoff (উপহাস, ব্যঙ্গ)	scoffs
hoof (প্রাণীর খুর)	hoofs	roof (ছাদ)	roofs

Rule-04: এমন কতগুলো Noun আছে, যাদের মধ্যকার Vowel পরিবর্তন করে Plural করা হয়। যেমন:

Singular	Plural	Singular	Plural
man (মানুষ)	men	foot (পায়ের পাতা)	feet
tooth (দাঁত)	teeth	woman (মহিলা)	women

Ex:

01. Which one is the plural form of 'Louse'?

Ⓐ Loise Ⓑ Lise Ⓒ Lice Ⓓ Louses Ans Ⓒ

Rule-05: নিচে কতগুলো জোড়া শব্দের singular ও plural form দেওয়া হলো।

Singular	Plural
Man-servant	Men-servant
Woman- servant	Women- servant

Rule-06: নিচে তিন word বিশিষ্ট শব্দের singular ও plural form দেওয়া হলো।

Singular	Plural
Brother-in-law	Brothers-in-law
Father-in-law	Fathers-in-law

Ex:

01. The plural of 'Brother-in-law' is:

Ⓐ Brother-in-laws Ⓑ Brother-in-law
Ⓒ Brothers-in-laws Ⓓ Brothers-in-law Ans Ⓓ

02. The plural form of 'Step-mother' is-

Ⓐ step-mothers Ⓑ steps-mother
Ⓒ steps-mothers Ⓓ none above Ans Ⓐ

Rule-07: অক্ষর, সংখ্যা, শব্দ সংক্ষেপকে plural করার সময় apostrophe ('s) এবং শুধু s যুক্ত হয়।

Singular	Plural
A	A's/As
B	B's/Bs
BA	BA's/B As

Rule-08: কতগুলো বিদেশি শব্দ আছে, যাদের Singular এবং Plural বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়। যেমন-

Singular	Plural	Singular	Plural
Abscissa	abscissas	Index	indices/indexes
Agendum (আলোচ্য বিষয়)	agenda	Lasso	lassos/lassoes
Alkali	alkalis	Mallard	mallard/mallards
Alumnus	alumni	Manifesto	manifestos/manifestoes
Analysis (বিশ্লেষণ)	analyses.	Marquis	marquis/marquises
Apparatus	apparatus	Matriarch (পরিবার বা গোত্রের মহিলা প্রধান)	matriarchs
Appendix (পরিশিষ্ট)	appendices	Matrix	matrices/matrixes
Axis (বাহু, অক্ষ)	axes	Mausoleum	mausoleums/mausolea
Basis (ভিত্তি)	bases	Medium (মাধ্যম)	media
Bureau (অবস্থা)	bureaux/ bureaus	Memorandum (স্মারকলিপি)	memoranda
Circumstance (অবস্থা/ পরিস্থিতি)	circumstances	Mimosa	mimosas/mimosae
Clergy	clergies	Nebula	nebulae/nebulas
Crisis (সংকট)	crises	Oasis (মরূদ্যান)	oases
Criterion(গুণ/ বৈশিষ্ট্য)	criteria	Ox (ষাড়)	oxen
Crux	cruces	Parenthesis	parentheses
Datum (তথ্য)	data	Person	persons/people
Dictum	dicta	Phalanx	phalanxes
Dogma	dogmas/ dogmata	Phenomenon (দৃশ্যমান)	phenomena
Echo (প্রতিধ্বনি)	echoes	Pike	pike/pikes
Erratum	errata	Radius	radii
Erratum (ছাপার ভুল)	errata	Referendum (গণভোট)	referenda
Eskimo	eskimos/eskimo	Seraph	seraphim/seraphs
Formula	formulae/ formulas	Scullion	scullions
Genius	genii/geniuses	Stratum	strata/stratums
Helix	helices/ helixes	Syllabus (পাঠ্যসূচি)	syllabi/syllabuses
Hypothesis (অনুসিদ্ধান্ত)	hypotheses	Thesis (গবেষণামূলক প্রবন্ধ)	theses

Ex:

01. What is the plural of 'spectrum'?

Ⓐ Spectrums Ⓑ Spectra
Ⓒ Species Ⓓ Image Ans Ⓑ

02. Identify the singular number-

Ⓐ oases Ⓑ data
Ⓒ crises Ⓓ axis Ans Ⓓ

03. Ox এর plural কোনটি?

Ⓐ Oxen Ⓑ Oxes
Ⓒ Vixen Ⓓ Billiards Ans Ⓐ

04. Identify the word in the singular form:

Ⓐ Criteria Ⓑ Stadium
Ⓒ Agenda Ⓓ Indexes Ans Ⓑ

CamScanner

Gender

❑ যে Word বা শব্দ দ্বারা কোনো Noun বা Pronoun এর স্ত্রী, পুরুষ বা এদের উভয়ই অথবা অচেতন কোনো পদার্থ নির্দেশ করে তাকে Gender বলা হয়। বিভিন্নভাবে Gender পরিবর্তন করা যায়, তবে বিশেষ কতগুলো নিয়ম নিচে দেয়া হলো-

Rule-01: By using different words (নতুন word -এর সাহায্যে):

Masculine	Feminine	Masculine	Feminine
Father	Mother	Sir	Madam
Brother	Sister	Bull, Ox	Cow
Uncle	Aunt	Dog	Bitch
Nephew	Niece	Fox	Vixen
Husband	Wife	Horse	Mare
Man	Woman	Boar	Sow
Male	Female	Buck	Doe
Gentleman	Lady	Drake	Duck
King	Queen	Drone	Bee
Bachelor	Maid Spinster	Gander	Goose
Monk	Nun	Ram	Ewe (ইউ)
Widower	Widow	Stag	Hind (হাইন্ড)
Boy	Girl	Wizard	Witch (উইচ)
Cock	Hen	Papa	Mamma
Father	Mother	Son	Daughter
Hart	Roe	Earl	Countess Filly
Uncle	Aunt	Colt	

Ex:

01. The masculine of the word 'lady' is-
Ⓐ lord Ⓑ Lad Ⓒ man Ⓓ husband Ans B

Rule-02: By adding— 'ess' (যোগ করে)

Masculine	Feminine	Masculine	Feminine
Author	Authoress	Mayor	Mayoress
Baron	Baroness	Patron	Patroness
Count	Countess	Peer	Peeress
Giant	Giantess	Poet	Poetess
Heir	Heiress	Priest	Priestess
Host	Hostess	Prince	Princess
Jew	Jewess	Prophet	Prophetess
Lion	Lioness	Shepherd	Shepherdess
Manager	Manageress	Steward	Stewardess
God	Goddess	Tailor	Tailoress

Note কিছু ক্ষেত্রে -ess যোগ করার সময় বানানে কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন-

Masculine	Feminine	Masculine	Feminine
Actor	Actress	Preceptor	Preceptress
Abbot	Abbess	Seamster	Seamstress
Conductor	Conductress	Songster	Songstress
Duke	Duchess	Master	Mistress
Emperor	Empress	Murderer	Murderess
Enchanter	Enchantress	Tempter	Temptress
Governor	Governess	Tiger	Tigress
God	Goddess	Traitor	Traitress
Hunter	Huntress	Waiter	Waitress
Instructor	Instructress	Director	Directress

Ex: What is the feminine gender of "tiger"?
Ⓐ female tiger Ⓑ tigress Ⓒ tigerer Ⓓ tigress Ans B

Rule-03: By changing the masculine word of a Compound word : (Compound word বা সমাসবদ্ধ শব্দের পুরুষবাচক শব্দটিকে পরিবর্তন করে।)

Masculine	Feminine	Masculine	Feminine
Boy-friend	Girl-friend	Grand-father	Grand-mother
He-goat	She-goat	Great-uncle	Great-aunt
He-bear	She-bear	Step-brother	Step-sister
Bull-calf	Cow-calf	Man-servant	Maid-servant
Bridegroom	Bride	Milk-man	Milk-woman
Son-in-law	Daughter-in-law	Pea-cock	Pea-hen
Father-in-law	Mother-in-law	Land-lord	Land-lady
Brother-in-aw	Sister-in-law	Washer-man	Washer-woman

Rule-04: Sometime Feminine forms are by adding a, ine, ix etc. (কখনো, কখনো a, ine, ix ইত্যাদি যোগ করে Feminine হয়।)

Masculine	Feminine	Masculine	Feminine
Hero	Heroine	Administrator	Administratrix
Sultan	Sultana	Executor	Executrix
Czar (জার)	Czarina	Prosecutor	Prosecutrix
Signor	Singnora	Testator	Testatrix

Ex: The feminine gender of the word 'Testator' is —
Ⓐ testatrix Ⓑ testatoress Ⓒ testatrics Ⓓ testarid Ans A

Note জড় পদার্থের উপরে কখনো কখনো ব্যক্তিত্বের আরোপিত হয়, তখন সেগুলো পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক হয়।)

(i) **The Masculine Gender is often applied to objects remarkable for strength or power.** (উল্লেখযোগ্য শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী বিষয়গুলো সাধারণত Masculine Gender হয়।)

Ex : The Sun, Summer, Winter, Death, Time etc.
The Sun sheds his beams on the rich and the poor alike.

(ii) **The Feminine Gender is often applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness.** (সৌন্দর্য, মৃদুতা এবং মাধুর্য প্রকাশক বিষয়গুলো সাধারণত Feminine Gender হয়।)

Ex : The Moon, The Earth, Nature, Autumn, Spring, Liberty etc.
The Moon has hidden her face behind the cloud.

(iii) **A ship is always spoken of as Feminine Gender.** (জাহাজকে সর্বদাই Feminine Gender ধরা হয়।)

Ex : The ship lost all her boats in the storm.

(iv) Collective nouns, even when they denote living beings are considered of the Neuter Gender (Collective Noun প্রাণীবাচক হলেও Neuter Gender হয়।)

Ex : The army showed its strength.

(v) **Lower animals are often considered as Neuter Gender.** (ইতর প্রাণীকে সাধারণত Neuter Gender হিসেবে গণ্য করা হয়।)

Ex : The mouse cut the rope by its teeth.

Important Questions with Explanation

01. 'Alumni' is plural form of —
Ⓐ Alumnus Ⓑ Aluminous Ⓒ Aluminus Ⓓ Aluminise
Ⓐ Explanation Alumnus (প্রাক্তন ছাত্র) এর plural হলো alumni।

02. The feminine form of 'Prosecutor' is —
Ⓐ Prosecutrix Ⓑ Prosecutress Ⓒ Prosecutora Ⓓ Prosecuter
Ⓐ Explanation Prosecutor (অভিযোক্তা/অভিশংসক) এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো prosecutrix.

03. Which of the following is a singular noun?
Ⓐ Premium Ⓑ Phenomena Ⓒ Syllabi Ⓓ Media
Ⓐ Explanation Phenomena, syllabi, Media হচ্ছে plural। Premium হচ্ছে Singular।

04. Only — can be affected by the grammatical category known as number.
Ⓐ conjunction Ⓑ adverbs Ⓒ nouns Ⓓ adjectives
Ⓒ Explanation Number হচ্ছে noun এর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ শুধু noun-ই singular বা plural হয়।

05. Which of the following is feminine gender?
Ⓐ Puppy Ⓑ Mare Ⓒ Drone Ⓓ Lion
Ⓑ Explanation Mare – মাদি ঘোড়া হচ্ছে feminine gender.

06. Which one of the following is a masculine gender?
Ⓐ doe Ⓑ wizard Ⓒ testatrix Ⓓ friend
Ⓑ Explanation Wizard (জাদুকর) হলো পুরুষবাচক শব্দ এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো witch (ডাইনি)।

07. What is the singular form of 'Media'?
Ⓐ Medien Ⓑ Mediam Ⓒ Medium Ⓓ Medom
Ⓒ Explanation Media (মাধ্যম) এর singular হলো medium।

08. What is the singular form of 'Agenda'?
Ⓐ Agendum Ⓑ Agendem Ⓒ Agendiom Ⓓ Agendae
Ⓐ Explanation Agenda (আলোচ্যসূচি) এর singular form হলো agendum।

09. What is the plural form of 'Appendix'?
Ⓐ Appendixe Ⓑ Appendixs Ⓒ Appendics Ⓓ Appendices
Ⓓ Explanation Appendix (পরিশিষ্ট/উপাঙ্গ) এর plural form হলো appendices.

10. Which one is singular number?
Ⓐ data Ⓑ media Ⓒ criteria Ⓓ glass
Ⓓ Explanation Glass (plural-glasses) হলো singular। বাকি সব plural।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS

Pronoun

সাধারণত pronoun এর পাঁচটি রূপ রয়েছে। সেগুলো হল-

Subjective Pronoun	Objective Pronoun	Possessive Adjective	Possessive Pronoun	Reflexive Pronoun
I	me	my	mine	myself
We	us	our	ours	ourselves
You	you	your	yours	yourself/ yourselves
It	it	its	its	itself
He	him	his	his	himself
She	her	her	hers	herself
They	them	their	theirs	themselves
One	one	one's		
who	whom	whose		

Kinds of Pronoun

গঠনগত দিক থেকে সাধারনত pronoun ৮ প্রকার। সেগুলো হল-

01. **Personal Pronoun** : যে Pronoun গুলো ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন- I, thou, thy,me, you, he, she, his, ours, they etc.
02. **Demonstrative Pronoun** : যে Pronoun গুলি Sentence এ অবস্থিত Noun বা Pronoun কে নির্দেশ করে- this, that, these, those, such, so etc.
03. **Interrogative Pronoun** : যে Pronoun গুলি প্রশ্ন করতে ব্যবহৃত হয়- who, what, which, whom, why, when etc.
04. **Relative Pronoun** : যে Pronoun গুলি সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয় -who, whom, which, whose, what, whoever, whomever, whichever, whatever etc.
05. **Distributive Pronoun** : যে Pronoun গুলি দ্বারা প্রতি/ একেক বোঝায়-Each, every, either, neither etc.
06. **Reflexive Pronoun**: যে Pronoun গুলির Subject এবং Object একই ব্যক্তি কিংবা বস্তু হয়-myself, yourself, herself, himself, ourselves, themselves etc.
07. **Indefinite Pronoun** : যে Pronoun গুলি দ্বারা অনির্দিষ্টতা বোঝায় -any, many, some, few, several, one etc.
08. **Reciprocal Pronoun** : যে Pronoun গুলি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে- each other, one another.

Subjective Pronoun

Rule-01: Sentence এবং Clause-এর Subject হিসেবে Subjective Pronoun ব্যবহৃত হয়।
Ex: Frank and we are going to join the same fraternity.

Rule-02: As এবং than এর পরে Subjective Pronoun হয়।
Ex: He is taller than I.

Rule-03: Be verb এর পরে Subjective Pronoun বসে।
Ex: It was she whom everyone wanted to win

Objective Pronoun

Rule-01: Sentence এর Clause-এর objective হিসেবে Objective Pronoun বসে।
Ex: The bus leaves Ted and her at the corner.

Rule-02: Preposition-এর পরে Objective Pronoun বসে।
Ex: He works with me.

Rule-03: Infinitive, participle বা gerund থাকলে এদের পর Objective Pronoun বসে।
Ex: After dropping Robert and him from the company, I got relaxed.
Ex: I want to teach him a leason

Rule-04: Let-এর পরে যদি Pronoun আসে তাহলে Objective Pronoun বসে।
Ex: Let Anthony and them play in the stadium.

Possessive Pronoun

Rule-01: Sentence-এ gerund-এর পূর্বে যদি Pronoun আসে তাহলে Possessive Pronoun বসে।
Ex: I would appreciate your letting me know as soon as possible.

Important Questions with Explanation

01. She looks at the photograph —— you have taken right now.
Ⓐ why Ⓑ how
Ⓒ that Ⓓ what
C Explanation অর্থগতভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বাক্যটিতে that অথবা what একটি ব্যবহার করলেই চলে। কিন্তু, grammatically 'the photograph' উল্লেখ রয়েছে বলে পরবর্তীতে এটিকে নির্দেশ করতে what নয় that ব্যবহার করতে হবে।

02. As for ——, I prefer to let people make up —— minds.
Ⓐ myself, each other's Ⓑ me, their own
Ⓒ my, theirs Ⓓ mine, one another
B Explanation Preposition এর পরে pronoun এর objective form বসে।

03. The rising numbers of icebergs are in turn "increasing the tsunami hazards" —— occur when they break away from a glacier and trigger a tidal wave.
Ⓐ whom Ⓑ whose
Ⓒ which Ⓓ who's
C Explanation Hazards এর relative pronoun হিসেবে which ব্যবহৃত হয়েছে।

04. —— among you are from Class XII?
Ⓐ Which Ⓑ Who
Ⓒ Whom Ⓓ Whose
B Explanation Who among you are from class XII? (তোমাদের মধ্যে কে কে দ্বাদশ শ্রেণির?)

05. The first half of the game belonged to us and the second half to —.
Ⓐ them Ⓑ they
Ⓒ their Ⓓ those
A Explanation Preposition এর পর সর্বদা pronoun এর objective form হয়।

06. Choose the correct sentence:
Ⓐ Who do the book belongs to? Ⓑ Who belongs to the book?
Ⓒ Who does the book belong to? Ⓓ To whom does the book belong to?
C Explanation Who does the book belong to? (বইটি কার?)

07. Leap years, —— have 366 days, contain an extra day in February.
Ⓐ that Ⓑ when
Ⓒ where Ⓓ which
D Explanation Leap year দ্বারা বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, তাই which বসেছে।

08. The U.S. congress restored the Medal of Honor that was first presented in 1965 to a women —— name few of us have heard.
Ⓐ which Ⓑ who
Ⓒ whose Ⓓ whom
C Explanation Who - কে, whom - যাকে, whose - যার, whose name (যার নাম) few of us have heard (আমাদের মধ্যে কয়েকজন শুনেছি)।

09. The size and shape of a box depends primarily on the function —— intended.
Ⓐ for which it is Ⓑ which it is
Ⓒ which it is for Ⓓ for which is
A Explanation Box এর আকার এবং আকৃতি নির্ভর করে বক্সটা কী কাজে ব্যবহার হবে তার উপর (for which it is intended)।

10. There is really no difference between you and —.
Ⓐ I Ⓑ we
Ⓒ them Ⓓ me
D Explanation Preposition এর পরে সবসময় pronoun এর objective form বসবে। Between থাকাতে বাক্যের অর্থানুসারে me দিতে হবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS

Adjective

Different kinds of Adjective

- যে সব Word, Noun অথবা Pronoun সম্বন্ধে কিছু বলে বা তাদের বিশেষিত (Qualify) করে তাই Adjective।
- **Classification:** There are mainly four types of adjectives (Adjective প্রধানত: চার প্রকার) যথা-

01. Adjective of Quality : যে word দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, প্রাণীর গুণ, দোষ প্রকাশ করে তাকে Adjective of Quality বলে।

Ex : He is an intelligent man.

➢ (good, bad, clever, lazy, weak, intelligent, old, healthy, wide, blue, honest, modest, essential, Asian, Bangladeshi, Greek, etc.)

02. Adjective of Quantity : যে word দ্বারা পরিমাণ প্রকাশ করে তাকে Adjective of Quantity বলে।

Ex : He has much money. **Ex :** We have enough food now.

03. Adjective of Number : যে Adjective দ্বারা কোন Noun-এর সংখ্যা নির্দেশ করে তাকে Adjective of Number বলে।

Ex : Seven days make a week. **Ex :** He has five hundred taka.

04. Pronominal Adjective : Adjective যখন Pronoun হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে Pronominal Adjective বলে। **Pronominal Adjective চার প্রকার।**

Ex: This task is difficult.

a. Possessive Adjective : Possessive Pronoun যখন Noun-এর সাথে ব্যবহৃত হয়।

Ex : My pen is costlier than your one. (my, your, his, her, our, their, etc.)

b. Demonstrative Adjective : যে সব Pronoun নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে **Demonstrative Adjective** বলে।

Ex : That boy is industrious. **Ex :** Those pictures are remarkable.

c. Interrogative Adjective : What, Which, Whose সব Noun দ্বারা প্রশ্ন করা হলে সেই Question Word গুলোকে Interrogative Adjective বলে।

Ex : What things do you sell? **Ex :** Whose pen is this?

d. Distributive Adjective: যে সব Adjective কোন Noun-এর প্রত্যেককে নির্দেশ করে। **Ex:** Each boy reads here. (every, either, neither, each)

Use of Adjective

Rule-01: Adjective + Noun অর্থাৎ Noun-এর immediately আগে adjective ব্যবহৃত হয়।

Ex: Identify the adjective in the sentence "The last chapter is carelessly written".
Ⓐ last Ⓑ Chapter Ⓒ Carelessly Ⓓ written **Ans Ⓐ**

Rule-02: সাধারণভাবে Verb-এর পর Complement হিসেবে Adverb use করতে হয়। কিন্তু, linking verb (be, become, sound, look, smell, feel, taste, stay, seem, appear, remain, go/went) এর পর Adjective use করতে হয়।

Ex : The music sounds sweet and soothing.

Rule-03: আবার Linking verb-এর পর যদি adjective এবং adverb দুটিই ব্যবহৃত হয়, তাহলে প্রথমে adverb এবং পরে adjective ব্যবহৃত হবে।

Ex : Although he felt very angry, he smiled in a friendly way.

Rule-04: কোন Pronoun যদি Noun-এর পূর্বে বসে Noun-কে Modify করে তাহলে তাকে Adjective হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন- This book is mine.

Rule-05: Enough শব্দটি Noun এর পূর্বে / পরে ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু সবসময় Adjective / Adverb এর পরে বসে। **Ex :**

01. When your body does not get ——, it cannot make the glucose it needs.
Ⓐ food as enough Ⓑ food enoughly
Ⓒ enough the food Ⓓ enough food **Ans Ⓓ**

02. A seventeen year old boy is not —— to vote in an election.
Ⓐ old enough Ⓑ as old enough
Ⓒ enough old Ⓓ enough old as **Ans Ⓐ**

Rule-06: প্রশ্ন সাধারণত সম্পর্ক এবং possessive pronoun Adjective হিসেবে যদি এদের পরে noun থাকে।

I have ten (Adj.) taka. She is my (Adj.) cousin.

Rule-07: Nouns that Function as Adjectives : কোন Sentence-এ প্রথম দুটি Noun থাকলে প্রথমটি Adjective হিসেবে কাজ করে।

Ex : Put the mail on the hall table.

Rule-08: Hyphenated Adjectives : Noun-এর পূর্বে একাধিক শব্দ যখন হাইফেন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি adjective হিসেবে কাজ করে এবং তাদেরকে Hyphenated Adjective বলে। এদের শেষে কোনভাবে s/es / 's যুক্ত হয় না।

Ex: That magnificent —— temple was constructed by the Chinese.
Ⓐ eight centuries old Ⓑ eight centuries old
Ⓒ old eight centuries Ⓓ eight century old **Ans Ⓓ**

Rule-09: Adjectives ending with '-ed and-ing' : কিছু কিছু ing / ed যুক্ত verb, adjective হিসেবে কাজ করে।

Ex: (1) I helped a drowning man. Here 'drowning' is a:
Ⓐ verbal adjective Ⓑ gerund
Ⓒ past participle Ⓓ verbal noun **Ans Ⓐ**

(2) He hopes to provide —— service.
Ⓐ uninterrupted Ⓑ uninterrupt
Ⓒ uninterrupting Ⓓ un-interrupted **Ans Ⓐ**

Rule-10: One... another... the Other

তিনটি Singular count noun-কে পর্যায়ক্রমিক ভাবে যুক্ত করতে one, another এবং the other বসে। আর দুটি singular count noun-কে পর্যায়ক্রমিকভাবে যুক্ত করতে one এবং the other বসে।

Ex : i. Of the three busiest vacation areas in the United States, **one** area is Disney World, **another** area is New York City, **and the other** area is Washington, D.C.

ii. Of the three busiest vacation areas in the United States, **one** (area) is Disney World, **another** is New York City, and **the other** is Washington, D.C.

iii. Of the two busiest vacation areas in the United States, **one** (area) is Disney World, and **the other** is Washington, D.C.

Rule-11: Some, other /others, the other/the others (the rest)

Some, other, the other তিনটি **plural count noun-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়** এবং Some, others, the others / the rest, **plural count noun-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।**

Ex : Some of these T-shirts are red, **other** T-shirts are blue, and **the other** T-shirts are white.

Ex : Some of these T-shirts are red, **others** are blue, and **the others** / **the rest** are white.

Note: 1. Others শব্দ ব্যক্তির পরিবর্তে বসে। তখন এটি pronoun এর কাজ করে।
2. Others শব্দ, স্থানের নামের পরিবর্তে বসলে তখন other + places / things - রূপে বসে। **Ex :** I went to Dhaka, Sylhet, Cox's Bazar & other places.

Important Questions with Explanation

01. Go and catch the falling star. Here the "falling" is-
Ⓐ an adverb Ⓑ a preposition
Ⓒ an adjective Ⓓ a verb

Ⓒ **Explanation** Verb + ing যখন noun-এর পূর্বে বসে তাকে participle বলে। উদ্দেশ্য, participle বাক্যে adjective-এর কাজ করে।

02. Dhaka is becoming one of the —— cities in Asia.
Ⓐ more busy Ⓑ busy
Ⓒ busiest Ⓓ most busiest

Ⓒ **Explanation** One of the এর পর adjective এর superlative form busiest, most comfortable বসে।

CS CamScanner

03. Select the correct comparative form of the sentence 'A string of pearls was not so bright as her teeth.'

Ⓐ A string of pearls were very bright than her teeth.
Ⓑ Her teeth were brighter than a string of pearls.
Ⓒ A string of pearls was brighter than her teeth.
Ⓓ Her teeth was more brighter than a string of pearls.

Explanation Positive বাক্যটিতে not so bright as থাকায় Comparative করার সময় এর পরিবর্তে brighter than বসবে।

04. She is beautiful, but she is —— her mother.

Ⓐ most beautiful Ⓑ less beautiful
Ⓒ as beautiful Ⓓ not so beautiful as

Explanation সে সুন্দরী, কিন্তু তার মায়ের মতো তত সুন্দরী নয়। "মতো নয়" অর্থ হলো: not so + adj + as বসে।

05. I thought that —— was the last one.

Ⓐ the most prettiest of all Ⓑ prettiest one of all
Ⓒ the prettiest one from all Ⓓ the prettiest one of all

Explanation Superlative degree এর পূর্বে সর্বদা 'the' বসে এবং সবগুলোর মধ্যে একটি বোঝালে One of all বসে। কোন sentence এ double superlative হবে না।

06. All of the people at the NAM conference are —.

Ⓐ Mathematic teachers Ⓑ Mathematics teachers
Ⓒ Mathematics teacher Ⓓ Mathematic's teachers

Explanation বাক্যটির বাংলা অর্থ: ন্যাম সম্মেলনে উপস্থিত সবাই গণিত শিক্ষক। Mathematics = গণিত শাস্ত্র (এটি কোন plural form নয়), তাই 'mathematics teachers' সঠিক কারণ sentence এর শুরুতে 'All' আছে যা plural noun-কে follow করে।

07. In spite of the antagonistic display by their opponents' supporters, — city commissioners try to keep reason and calm at the forefront.

Ⓐ three incumbent Ⓑ the incumbent three
Ⓒ a three incumbent Ⓓ the three incumbent

Explanation Adjective এর chronological order অনুযায়ী প্রথমে সংখ্যা (three) এবং ব্যক্তির পদের নাম (incumbent) হয়।

08. Find the parts of speech of the underlined words. Rasel is not only talented but also handsome.

Ⓐ adverb, noun Ⓑ adjective, noun
Ⓒ verb, adjective Ⓓ adjective, adjective

Explanation যে word কোনো noun/pronoun এর পূর্বে বা পরে বসে ঐ noun/pronoun কে modify করে তা adjective। Talented (প্রতিভাবান), handsome (সুদর্শন) শব্দ দুটি adjective।

09. He can sing better than —— in his family.

Ⓐ everybody Ⓑ everyone
Ⓒ anybody Ⓓ someone

Explanation Comparative এ better than এরপর anybody/anyone হয়। বাক্যের অর্থ সে তার পরিবারের যে কারো চেয়ে ভাল গান গাইতে পারে।

10. A comedy is —— than an action movie.

Ⓐ more funny Ⓑ funnier
Ⓒ most funny Ⓓ funniest

Explanation Funny অর্থ মজাদার, যেটি এক syllable বিশিষ্ট, তাই এর comparative হবে funnier। দুই syllable শব্দ হলো beautiful। এখানে beauty আর ful এই দুটি syllable থাকায়, comparative এ more beautiful হবে। এক syllable হলে শব্দের শেষে er অথবা ier এবং দুই syllable হলে শব্দের আগে সাধারণত more ব্যবহার হয়।

Verb

যে word দ্বারা বাক্যে subject এর কোনো কার্য সম্পাদন করা, হওয়া, বলা, থাকা বোঝায় তাকে verb বলে। Verb ব্যতীত অন্য parts of speech গুলি sentence গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। বাক্যে কার্য সম্পাদন ও গঠনের রূপ অনুযায়ী verb প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

1. Finite Verb 2. Non-finite Verb

Finite Verb

- **Subject এর number, person, tense, mood এবং voice অনুযায়ী যে verb এর রূপগত পরিবর্তন হয় তাকে finite verb বলে।**

1. We go to college. 2. He goes to college.

[উপরিউক্ত প্রথম বাক্যের subject plural number হওয়ায় we এর পর verb হিসেবে go এবং দ্বিতীয় বাক্যের subject singular number হওয়ায় he এর পর verb হিসেবে goes বসেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্যে subject এর number পরিবর্তনের সাথে সাথে verb (go) এর রূপ পরিবর্তন হয়েছে]

- **Finite verb দুই প্রকার। যথা: Principal Verb এবং Auxiliary Verb**

01. Principal Verb: যে verb অন্য কোনো verb এর সাহায্য ছাড়া বাক্যে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে principal verb বলে।

Ex: We **play** cricket. **Ex:** Man **makes** fire.

- **Principal verb তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:**

(i) Transitive Verb (ii) Intransitive Verb (iii) Linking Verb

(i) Transitive Verb : যে verb, object গ্রহণ ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না তাকে transitive verb বলে।

Structure Subject + transitive verb + indirect/direct object + ext.
Ex: He **flies** a kite. **Ex:** We **gave** him a reward.
Structure Subject + transitive verb + indirect object + direct object + ext.
Ex: She **has given** me a kite.
Structure Subject + transitive verb + direct object + to + indirect object + ext. **Ex:** They **gave** a pen to him.
Note Transitive verb এর পর সরাসরি direct object ব্যবহার করলে indirect object এর পূর্বে to যোগ করতে হয়।

(ii) Intransitive Verb : যে verb, object গ্রহণ ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে তাকে intransitive verb বলে।

Structure Subject + intransitive verb + ext.
Ex: The girl **sings**. **Ex:** Birds **fly**.

(iii) Linking Verb : যে verb বাক্যে subject এবং complement এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাকে linking বা copulative verb বলে।

Structure Subject + linking verb + complement/adjective + ext.
Ex: Misu **is** a student. **Ex:** He **was** meritorious.
Note যে noun, subject এর পরিপূরক অর্থাৎ subject এবং object দ্বারা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে complement বলে।

- **নিম্নলিখিত verb গুলো linking verb হিসেবে ব্যবহার হয়।**

Be	Become	Appear	Feel	Get	Go	Grow	Keep	Look
Remain	Run	Smell	Seem	Taste	Turn	Prove	Stay	Sound

02. Auxiliary Verb : যে verb বাক্যে অন্য verb কে tense, mood, voice গঠনে সহায়তা করে তাকে auxiliary verb বলে। Auxiliary verb কে operation verb, helping verb এবং anomalous verb নামেও অভিহিত করা হয়।

Ex: I **am** reading a novel. **Ex:** We **should** respect our parents.

- **Auxiliary verb তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:**

(i) Primary Auxiliary, (ii) Modal Auxiliary
(iii) Periphrastic Modal Auxiliary

(i) Primary Auxiliary : যে verb বাক্যে auxiliary অথবা principal verb হিসেবে ব্যবহার হয় তাকে primary auxiliary verb বলে।

Ex: I **have bought** a car. (auxiliary verb)
Ex: I **have** a car. (principal verb)

- **Auxiliary verb গুলো নিম্নরূপ:**

Name of Auxiliary Verb	Auxiliary Verb
Be verb	Am, Is, Are, Was, Were, Be, Being, Been
Have verb	Have, Has, Had
Do verb	Do, Does, Did

CamScanner

❑ **Modal Auxiliary verb এর সংখ্যা মোট ১৬ টি।**

Can/ Could	May/ Might	Shall/ Should	Will/ Would	Must	Dare
Had Better	Had Rather	Would Better	Would Rather	Need	Ought to

(iii) Periphrastic Modal Auxiliary : যে modal auxiliary verb এর পরে to যুক্ত থাকে এবং পরবর্তি verb এর base form গ্রহণ করে তাকে periphrastic modal auxiliary verb বলে। যেমন- Be going to, Used to, Be able to ইত্যাদি।

Ex: We **ought to** help others. **Ex:** They **used to** swim in the river.

Non-Finite Verb

❑ Subject এর number, person, tense, mood এবং voice অনুযায়ী যে verb এর রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে non-finite verb বলে।

1. Murad wants **to meet** me. 2. We saw a bird **flying** in the sky

❑ **Non-Finite Verb তিন প্রকার। যথা: Infinitive, Participle এবং Gerund.**

01. **Infinitive :** Verb এর base form এর পূর্বে to যুক্ত হয়ে যে verb গঠিত হয় তাকে infinitive verb বলে।

Ex: She has come here **to take** it.

Ex: They will go **to see a movie.**

02. **Participle :** Verb এর যে form একই সাথে verb এবং adjective এর কাজ করে তাকে participle verb বলে।

Ex: We saw a **singing** bird.

Ex: Lost health can hardly be **recovered.**

❑ **Participle verb তিন প্রকার বিধেয়। যথা: Present participle, Past participle এবং Perfect participle।**

(i) Present Participle : Verb এর base form এর সাথে ing যুক্ত হয়ে যে verb একই সাথে verb এবং adjective এর কাজ করে তাকে present participle verb বলে।

Ex: I heard a boy **singing.**

Ex: Zaker saw a man **running** in the field.

(ii) Past Participle : Verb এর past participle form যখন শুধুমাত্র adjective হিসেবে কাজ করে তখন তাকে past participle verb বলে। **Ex:** I need a **washed** car.

(iii) Perfect Participle : Verb এর past participle form এর পূর্বে having যুক্ত হয়ে যে verb গঠিত হয় তাকে perfect participle verb বলে।

Ex: Having finished the work, I went there.

Ex: Having written an article, they submitted it.

03. **Gerund :** Verb এর base form এর সাথে ing যুক্ত হয়ে যে verb গঠিত হয় তা যদি একই সাথে verb এবং noun এর কাজ করে তাকে gerund বলে।

Ex: Swimming is a good exercise for our health.

Ex: Zaker likes **running** in the field.

Subjunctive Verbs

❑ Verb এর যে mood দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশ করা, আকাঙ্ক্ষিতব্য, কল্পিত অবস্থা প্রভৃতি বোঝায় তাকে subjunctive বলে। Subjunctive mood অনুযায়ী that clause এর পূর্বে যে verb ব্যবহৃত হয় তাকে subjunctive verb বলে।

❑ **নিম্নলিখিত verb গুলো subjunctive verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়।**

Ask	Advise	Command	Decree	Demand	Desire	Urge	Imperative
Insist	Prefer	Move	Order	Propose	Recommend	Essential	Important
Request	Require	Suggest	Stipulate	Obligatory	Urgent	Mandatory	Necessary

❑ Subjunctive verb এর that clause টি affirmative রূপে ব্যবহৃত হলে।

Structure Subject + subjunctive verb + that + subject + v_1 + ext.

Ex: We **asked that** he **listen** carefully to the directions.

Note Subjunctive verb এ যে tense থাকুক that clause এ subject এর পর verb এর base form ব্যবহৃত হয়।

❑ Subjunctive verb এর that clause টি negative রূপে ব্যবহৃত হলে।

Structure Subject + subjunctive verb + that + subject + not + v_1 + ext.

Ex: We **proposed that** he **not take** a vacation.

Note That clause, negative রূপে verb এর base form এর পূর্বে শুধু not ব্যবহৃত হয়। Not এর পূর্বে কোনো auxiliary verb ব্যবহৃত হয় না।

❑ Subjunctive verb এর that clause এ be (am, is, are, was, were) verb রূপে ব্যবহৃত হলে।

Structure Subject + subjunctive verb + that + subject + be + ext.

Ex: It **is imperative that** you **be** on time.

Note That clause এ **am, is, are, was, were** এর পরিবর্তে **be** হয়।

❑ Subjunctive verb এর পর that clause না থাকলে infinitive ব্যবহৃত হয়।

Structure Subject + subjunctive verb + to + v_1 + ext.

Ex: We **urge** him **to leave now.**

Or, We **urge that** he **leave** now.

❑ Subjunctive verb, suggest এর পর that clause না থাকলে gerund ব্যবহৃত হয়।

Structure Subject + suggest + (v_1 + ing) + ext.

Ex: I **suggest doing** it now. **Or, I suggest that I do it now.**

❑ Insist যখন past tense রূপে that clause এ subject এর পর verb এর base form অথবা verb এর past form ব্যবহৃত হয়।

Structure Subject + insisted + that + subject + v_1 অথবা verb এর past form + ext.

Ex: He **insisted that** I **go** to library.

Or, He **insisted** that I **went** to library.

❑ **নিম্নলিখিত adjective এর পর that clause থাকলে subjunctive rules ব্যবহৃত হয়।**

Essential	Necessary	Important	Mandatory
Recommend	Urgent	Imperative	Obligatory

Structure Subject + adjective + that + subject + v_1 + ext.

Ex: It was urgent that my mother go there.

❑ **নিম্নলিখিত noun এর পর that clause থাকলে subjunctive rules ব্যবহৃত হয়।**

Demand	Proposal	Preference	Insistence
Recommendation	Requirement	Suggestion	

Structure Subject + noun + that + subject + v_1 + ext.

Ex: They **ignored** that he get more exercise.

Causative Verb

❑ Causative Verb : Subject যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় এ অর্থে Causative Verb ব্যবহৃত হয়। এতে সাধারণত ৫টি Verb (Make, Help, Get, Have, Let) বেশি ব্যবহৃত হয়। নিচে এদের ব্যবহার আলোচনা করা হলো: Causative Verb বুঝতে হলে দুইটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন-

⇨ Doer : যে নিজে কাজ করতে পারে তাকে বলা হয় Doer।

• I will have Rahim do the work. (এখানে Causative Verb 'have' এর পর Rahim হচ্ছে Doer কারণ, Rahim উক্ত Verb এর কাজটি করতে পারে।)

• I will get the machine to wash my shirt. (এখানে Causative Verb 'get' এর পরে the machine হচ্ছে Doer কারণ, machine টি উক্ত Verb এর কাজটি করতে পারে।)

⇨ Receiver: যে সাধারণত Verb এর কাজটি করতে পারে না তাকে Receiver বলা হয়।

• I will get the work done by tomorrow. (এখানে Causative Verb 'get' এর পরে the work হচ্ছে Receiver কারণ, the work উক্ত Verb এর কাজটি করতে পারে না।)

01. Make : Sub + Make (any tense) + Doer + V_1 (Base Form)

Ex: The speaker failed to make the audience —— to him patiently. Which of the following is the correct verb form in the blank above?

Ⓐ to listen Ⓑ listening Ⓒ listened Ⓓ listen **Ans D**

Note কিন্তু make এর পর something থাকলে to বসে। যেমন-

The baby was made to cry.

02. Help: Sub + Help (any tense) + Doer / Receiver + V_1 (Base Form)

Ex: John helped Mary wash/to wash the dishes.

03. Have : i. Sub + Have (any tense) + Doer + V_1 (Base Form)

Ex: My mother had me — milk everyday.

Ⓐ to drink Ⓑ drinking Ⓒ drink Ⓓ drank **Ans C**

ii. Sub + Have (any tense) + Receiver + V_3 (Past Participle)

Ex: It costs about Tk. 500 to have a tooth ——.

Ⓐ filling Ⓑ to fill Ⓒ filled Ⓓ fill **Ans C**

04. Get : i. Sub + Get (any tense) + Doer + (to + V_1)

Ex: Morris got his dog to bring him the newspaper.

ii. Sub + Get (any tense) + Receiver + V_3 (Verb এর Past Participle form)

Ex: Select the correct form of verb: I got my car ——.

Ⓐ repairing Ⓑ repaired
Ⓒ have repaired Ⓓ to be repaired **Ans B**

05. Let : i. Sub + Let + Doer + V_1 (Base Form)

Ex: Let him take the money.

ii. Sub+Let + Receiver +be +V_3 (Past Participle)

Ex: Let the work be done.

CamScanner

Modal Verbs

Different Kinds of modals and their uses

Shall / Should

- সাধারণ ভবিষ্যত বোঝাতে **shall** ব্যবহৃত হয় - I shall go there.
- অনুরোধ করতে **shall** ব্যবহৃত হয় - Shall I help you?
- বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য প্রকাশে **should** ব্যবহৃত হয় - You should meet her.
- **Lest** এর পর **Auxiliary** হিসেবে **should** ব্যবহৃত হয় - He hides the pen lest I should request to return it.
- **Should be + ing:** বর্তমানে কোন কাজ করতে থাকা উচিত বা কর্তব্য বোঝাতে- You should be working now.
- **Should have + V_3 (p.p):** অতীতে কোন কিছু করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি বোঝাতে- You should have helped the poor. (সাহায্য করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি)

Will / Would

- সাধারণ ভবিষ্যত বোঝাতে **will** ব্যবহৃত হয় - Anik will go there.
- প্রতিজ্ঞা করতে **will** ব্যবহৃত হয় - I will be in right time.
- আমন্ত্রণ জানাতে **would** ব্যবহৃত হয় - Would you like to take breakfast?

Can / Could

- বর্তমানে সামর্থ্য প্রকাশে **can** ব্যবহৃত হয় - He can work hard.
- অনুমতি চাইতে **can** ব্যবহৃত হয় - Can I go now?
- অনুমতি দিতে **can** ব্যবহৃত হয় - You can go now.
- অতীতের স্থায়ী সামর্থ্য প্রকাশে Could ব্যবহৃত হয় - My grandfather could speak in five languages.
- উদ্দেশ্য প্রকাশে Could ব্যবহৃত হয় - We read so that we could learn.
- **Could have + V_3 :** অতীতে কোন কিছু করার সামর্থ্য ছিল কিন্তু করা হয়নি বোঝাতে- You could have helped the poor. (সাহায্য করতে পারতে কিন্তু করেনি)

May / Might

- অনুমতি চাইতে **may** ব্যবহৃত হয় - May I come in, sir?
- অনুমতি দিতে **may** ব্যবহৃত হয় - You may go now.
- সাধারণ সম্ভাবনা বোঝাতে **may** ব্যবহৃত হয় - It may rain today.

Note: অনুমতি চাইতে ও দিতে informal ক্ষেত্রে May এর ব্যবহার এবং Formal ক্ষেত্রে Can এর ব্যবহার বেশি গ্রহনযোগ্য।

- সুদূর সম্ভাবনা বোঝাতে **might** ব্যবহৃত হয় - Bangladesh might go under water within 200 years.
- অতীত সম্ভাবনা প্রকাশে **might** ব্যবহৃত হয় - He might have been attacked by the robbers.
- **May / might be + ing :** বর্তমানের চলমান কোন সম্ভাবনা বোঝাতে - He might be watching television now.
- **May / Might have + V_3:** অতীতের কোন কাজ সম্পর্কে অনুমান করতে -You might have heared the name of Mahosin .

Must

- **Complete obligation :** বাধ্যবাধকতা বুঝাতে **must, should**-এর চেয়ে শক্তিশালী অর্থ দেয় - I must go now.
- **Events that Repeat :** সাধারণত হয়ে থাকে বা বার বার ঘটে এমন অনুমান বুঝাতে **Must** ব্যবহৃত হয়।

Ex : Salma always gets good grades, she must study a lot.

- **Must have + V_3: logical conclusion** এর ক্ষেত্রে অতীতে ঘটে যাওয়া কাজ বোঝাতে -The pen is out of ink. Someone must have used it.
- **Must be + ing: logical, conclusion** এর ক্ষেত্রে বর্তমানের কাজ বোঝাতে - The line is busy. Someone must be using the phone.

এখানে যেহেতু phone line টি ব্যস্ত অবশ্যই বর্তমানেই কেউ তা ব্যবহার করছে।

Ex: The general public —— a large number of computers now as the prices are decreasing.

Ⓐ must buy Ⓑ must have bought
Ⓒ must be buying Ⓓ must have to buy **Ans: C**

Would Rather

⇨ একটি বিষয়কে অন্যটির চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া বোঝাতে would rather …than ব্যবহৃত হয়। তবে verb থাকলে এর পূর্বে ও পরে verb এর base form হয়।

Ex: The boy from the village said, "I —— starve than beg"

Ⓐ better Ⓑ rather
Ⓒ would rather Ⓓ would better **Ans: C**

Had better

⇨ বরং ভাল বোঝাতে had better ব্যবহৃত হয় এবং এর পর সবসময় verb এর base form হয়।

Ex: Travellers —— their reservation well in advance if they want to visit the St. Martins island.

Ⓐ had better to get Ⓑ had to better get
Ⓒ had better get Ⓓ had better got **Ans: C**

Prefer

⇨ Would rather এর মত একটি বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া বোঝাতে prefer ব্যবহৃত হয়। তবে এর সাথে to হয় সেটা than এর কাজ করে।

Ex: I prefer to go.

⇨ **Prefer এর পর দুটি verb থাকলে উভয়টি ing যুক্ত হয় এবং verb দুটির মাঝে "to" ব্যবহৃত হয়।**

Ex: I prefer swimming to ——.

Ⓐ walk Ⓑ walking
Ⓒ walked Ⓓ having walked **Ans: B**

⇨ **Prefer এর পর verb ব্যবহৃত না হয়ে শুধু দুটি object ব্যবহৃত হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে object দুটির মাঝে "to" ব্যবহৃত হয়।**

Ex: I'd — a blue bedcover — a green one.

Ⓐ prefer, to Ⓑ like, to
Ⓒ prefer, for Ⓓ buy, in **Ans: A**

Used to

⇨ **সাধারনত অতীতের কোন অনিয়মিত অভ্যাস বোঝাতে Used to ব্যবহৃত হয়। used to এর পর Verb এর Base form হয়। তবে used to এর পূর্বে be verb থাকলে পরবর্তী verb এর সাথে ing যুক্ত হয়।**

1. He —— to ride bicycle.

Ⓐ was used Ⓑ used
Ⓒ was using Ⓓ use **Ans: B**

2. Unlike the people of cold countries, we —— in hot climates.

Ⓐ used to living Ⓑ used to live
Ⓒ are use to live Ⓓ are used to living **Ans: D**

Need

⇨ সাধারনত need এর পরের Verb টির সাথে to/ing যুক্ত হয়।

Ex: I thought that the grass —— cutting.

Ⓐ needed Ⓑ needs
Ⓒ need Ⓓ had need **Ans: C**

⇨ **'Need' Auxiliary হিসেবে ব্যবহৃত হলে অর্থাৎ need এর পর not ব্যবহৃত হলে Verb টি base form এ হয়।**

Ex: He need (not to go) there. → He need not go there.

⇨ **Passive ধারণা প্রকাশ করলে to be + Verb টির Past Participle Form এর হয়। Ex:** It needs (decorate) → It needs to be decorated.

Important Questions with Explanation

01. I am looking for someone who — play the piano.
Ⓐ able to Ⓑ is able
Ⓒ can be able to Ⓓ can

Ⓓ Explanation কোনো কিছু জানে, করতে পারে অর্থে can বসে। 'can' এবং 'be able to' এক সাথে বসে না।

02. There are several likely reasons why Asians are not prioritized in medical research in the West. The underlined word is used as a/an –.
Ⓐ conjunction Ⓑ noun
Ⓒ verb Ⓓ adjective

Ⓒ Explanation Prioritized শব্দটি এখানে verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এখানে passive form এ স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনা নির্দেশ করছে। উল্লেখ্য, v_3 যদি sentence-এ একইসাথে verb এবং adjective এর কাজ করে তাকে participle বলে।

03. We — not hurry, we have got plenty of time.
Ⓐ may Ⓑ need
Ⓒ would Ⓓ do

Ⓑ Explanation Hurry অর্থ তাড়াহুড়া করা, ত্বরা করা। need not hurry অর্থ তাড়াহুড়ার দরকার নেই কারণ আমাদের হাতে প্রচুর সময় রয়েছে (we have got plenty of time)। উল্লেখ্য, 'need' modal verb. এটি বাক্যে auxiliary এবং main verb দুটিই হতে পারে (এখানে auxiliary হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে)।

04. Choose the correct sentence:
Ⓐ He's had his hair cut really shortly.
Ⓑ He's had his hair cut really short.
Ⓒ He's had cut his hair really short.
Ⓓ He's had cut his hair real short.

Ⓑ Explanation চুলকাটার ক্ষেত্রে causative have (had) + hair cut বসে। অন্যদিকে, বাক্যে পাশাপাশি adverb এবং adjective ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে adverb, পরে adjective (really short) বসে।

05. The past participle form of the verb 'lie' is —.
Ⓐ laid Ⓑ lain
Ⓒ lay Ⓓ lying

Ⓑ Explanation Lie (Present)→ Lay (Past)→ Lain (P.Participle)।

06. People lauded Mandela's humanity, kindness and dignity. In this sentence, the present form of the underlined word is —
Ⓐ laude Ⓑ led
Ⓒ lead Ⓓ laud

Ⓓ Explanation Lauded এর present form হবে laud (প্রশংসা করা)।

07. Phosphates — to most farm land in America.
Ⓐ need added Ⓑ need to add
Ⓒ need to be adding Ⓓ need to be added

Ⓓ Explanation Need + to be + v_3 অথবা need/verb + ing।

08. What kind of verb is the word 'went' in the following sentence? The dog went mad.
Ⓐ Transitive verb Ⓑ Causative verb
Ⓒ Factitive verb Ⓓ Copulative verb

Ⓓ Explanation Copulative verb এর পরে adjective বসে। Copulative verb কে linking verbও বলা হয়।

09. Tourists — their reservations well in advance if they want to fly to Cox's Bazar.
Ⓐ better to had get Ⓑ had better to get
Ⓒ had better got Ⓓ had better get

Ⓓ Explanation Used to, had better, would rather, must, should প্রভৃতি modal verb এর পর verb এর base form বসে।

10. No sentence can be formed without —.
Ⓐ transitive verb Ⓑ principal verb
Ⓒ intransitive Ⓓ factitive verb Ans Ⓑ

Adverb & Inversion

❑ Adjective, Noun or Pronoun- কে qualify করে, তবে এগুলি ছাড়া অন্য যে কোন Parts of Speech কে qualify করে Adverb। এক্ষেত্রে Adverb Phrase, Clause এমনকি পূর্ণ Sentence-কেও qualify করে।

Different Kinds of Adverb

⇨ **Simple Adverb :** যে Adverb শুধু কোন word বা Sentence কে modify করে তাকে Simple Adverb বলে। Simple Adverb কে আবার Independent Adverb-ও বলা হয়।
Ex : Rabiul can run quickly.

⇨ **Adverb of Time :** কখন, কতক্ষণ বা কতবার কোন কাজ সম্পন্ন হয় তা বোঝাতে Adverb of Time ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যে Adverb সময়ের ধারণা দেয় তাকে Adverb of time বলে। এ ধরনের Adverb গুলি হলো- Now, then, before, since, ago, already, always, seldom, often, once, twice, thrice, again, soon, late, afterwards, yesterday, today, tomorrow, daily, early, formerly, frequently, presently, immediately, instantly etc.
Ex : When? - Labony came yesterday.
How long ? - It has been raining all day.
How often? - I have gone there thrice.

⇨ **Adverb of Place :** কাজটি কোথায় হচ্ছে বা কোথা থেকে হচ্ছে বোঝাতে Adverb of Place ব্যবহৃত হয়।
Here, there, hither, thither, hence, thence, far, near, nearby, away, abroad, ahead, overhead, next door, out of doors, inland, locally, universally, worldwide. এ ছাড়া in, out, up, above, below, inside, outside, within, without প্রভৃতি preposition গুলিও Adverb হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে এই Preposition গুলির পরে Noun বা Pronoun থাকে না।
Ex : He went there. (Where?)
Ex : This news has been collected locally (From where?)

⇨ **Adverb of Manner :** কিভাবে কোন কাজ সম্পন্ন হয় তা বোঝাতে Adverb of Manner ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের Adverb গুলো হলো-
Quickly, clearly, closely, correctly, bravely, badly, sadly, softly, steadily, slowly, soundly, swiftly, simply, suddenly, carefully, carelessly, easily, possibly, probably, luckily, fortunately, unfortunately, naturally, rightly, urgently, wrongly, widely, thus, well.
Ex : i. Misu came slowly (How?)
ii. Handle it carefully (How?)

⇨ **Adverb of Degree :** কোন কাজ কতটা বা কি পরিমাণ সম্পন্ন হয় তা বোঝাতে Adverb of Degree ব্যবহৃত হয়।
Almost, quite, very, much, fully, partly, wholly, completely, strongly, totally, entirely, deeply, greatly, poorly, half, enough, somewhat, altogether, too, little, a little, rather etc.
Ex : It is almost rotten (How much?)
Ex : Shawon is paid poorly (In what extent?)

⇨ **Interrogative Adverb :** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যে সমস্ত Adverb ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে Interrogative Adverb বলে।

Where is he?	Interrogative Adverb	of place
When did he come?	" "	of time
Why are you late?	" "	of reason
How did he do this?	" "	of manner
How many girls are there?	" "	of number
How much milk would you take?	" "	of quantity
How often did the dog bark?	" "	of frequency
How far was the report true?	" "	of degree

Note: Who, Whose, whom, which এবং what এগুলি Interrogative Pronoun কিন্তু Where, when, why, how, how many, how much, how often, how far, how long, ইত্যাদি Interrogative Adverb.

Inversion

Inversion এর ক্ষেত্রে প্রথমে সাধারণত কিছু Negative expression দেখা যায়। যেমন- Not once, Rarely, Now where, Not only, at no time, scarcely, By no means, only after, Not until, Never, Nowhere, Hardly, No sooner, Seldom, Only recently, Only rarely, In no times, Only with, Barely, nowhere, Only because etc.

Rule-01: Structure: Auxiliary verb + sub + verb.
Ex: (i) Not until the princess is rescued Can the solider get relieved of his anxiety.
(ii) Not until the rain stopped, could we see the view of the ocean.

CamScanner

Rule-02: Structure: Negative Adverb + Auxiliary verb + subject + verb.
Ex: Hardly had I waited in a mall when I got to make an emergency phone call.

Rule-03: Structure: Adverb of place + main verb + subject
Ex: In front of my house is the tree.
adverb of place → main verb → subject

Rule-04: Structure: So + adjective/adverb + main verb + subject + that + clause
Ex: So happy is he that he cannot help laughing.
So→adj.→main→sub.→that→clause

Important Questions with Explanation

01. 'Come on, it's time to go home.' Here 'home' is a/an ——
Ⓐ noun Ⓑ verb Ⓒ adjective Ⓓ adverb
Ⓓ Explanation বাক্যটিতে go (verb) এর পরে বসে এটিকে নির্দেশ করায় এখানে home শব্দটি adverb. এখানে home শব্দটি adverb of place হিসেবে বসেছে।

02. Only after I —— home, did I remember my doctor's appointment.
Ⓐ going Ⓑ go Ⓒ went Ⓓ gone
Ⓒ Explanation Only + preposition বাক্যের শুরুতে বসলে সেক্ষেত্রে উক্ত বাক্যের principal clause-এ inversion (auxiliary verb + sub + main verb + ext.) করতে হয়।

03. When a meteorite enters the earth's atmosphere, it travels-.
Ⓐ very rapidly Ⓑ haltingly Ⓒ fastly Ⓓ ploddingly
Ⓐ Explanation যখন কোনো উল্কাপিণ্ড পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রবেশ করে (মহাশূন্য থেকে) তখন তা অত্যন্ত দ্রুতবেগে (very rapidly) পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হয়।

04. Helen learned to read and write quite —— in her life.
Ⓐ lately Ⓑ late Ⓒ latter Ⓓ latest
Ⓑ Explanation Quite (সম্পূর্ণভাবে) শব্দটি adverb, late (দেরি করে) শব্দটিও adverb। Quite late in life - জীবনের একদম শেষ পর্যায়ে।

05. "Well" is usually an adverb and so describes ——, but when it refers to health it can be an adjective and describe ——.
Ⓐ noun, verb Ⓑ verb, adverb Ⓒ adjective, noun Ⓓ verb, noun
Ⓓ Explanation Well যদি verb কে নির্দেশ করে তবে তা adverb, যদি noun কে নির্দেশ করে তবে তা adjective.

06. — so many people been out of work as today.
Ⓐ More than ever before Ⓑ Never before have
Ⓒ In the past, there never have Ⓓ Formerly, there never were
Ⓑ Explanation Never, hardly, scarcely, seldom ইত্যাদি adverb sentence এর শুরুতে আসলে auxiliary verb টি subject এর পূর্বে নিয়ে আসতে হয় যেটাকে বলা হয় inversion।

07. Which will complete the sentence correctly? 'So quickly —— he reached on time.'
Ⓐ would he run that Ⓑ he ran that Ⓒ did he run that Ⓓ he ran as
Ⓒ Explanation So + adjective/adverb বাক্যের শুরুতে বসলে উক্ত বাক্যে inversion করতে হয়। উল্লেখ্য, principal এবং subordinate clause এর মধ্যে tense এর সঙ্গতি থাকতে হবে।

08. The bird sings sweetly. Here the underlined word is ——.
Ⓐ An adverb Ⓑ A conjunction Ⓒ A verb Ⓓ An adjective
Ⓐ Explanation Adjective + ly = Adverb.

09. —, but also it filters out harmful sun rays.
Ⓐ The atmosphere gives us air to breathe
Ⓑ Not only the atmosphere gives us air to breathe
Ⓒ The atmosphere which gives us air to breathe
Ⓓ Not only does the atmosphere give us air to breathe
Ⓑ Explanation Not only এর পরিপূরক but also.

10. Find the parts of speech of the underlined words. Hena writes not only correctly but also neatly.
Ⓐ verb, verb Ⓑ verb, adverb
Ⓒ adverb, adverb Ⓓ adverb, adjective
Ⓒ Explanation যে word কোনো adjective, verb এবং adverb কে modify করে তা adverb। Correctly এবং neatly শব্দ দুটি verb (write) কে modify করায় তা adverb।

Article

❑ Noun কে নির্দিষ্টতা দান কিংবা তার সংখ্যার ধারণা দেয়ার জন্য a, an এবং the বহুল পরিচিত তিনটি চিহ্ন আর এদেরকেই Article বলে। The দ্বারা noun কে নির্দিষ্টতা দেওয়া হয় এবং a, an দ্বারা noun এর সংখ্যাগত ধারণা দেয়া হয়। এই Article গুলি সাধারণত determiner হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ demonstrative adjective হিসেবে তুলে ধরারও চেষ্টা করে থাকেন।

Uses of Article:

বিশেষ নিয়মে Proper Noun এর সাথে Article বসলেও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী Singular Common Noun এর পূর্বে Article 'A' অথবা 'An' ব্যবহৃত হয়।

⇨ এছাড়া Plural Common Noun এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনের লক্ষে Article 'The' ব্যবহৃত হয় তবে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন না করলে কোন Article এর প্রয়োজন হয় না।

Indefinite Article (A, An):

Rule-01: A অথবা an শুধুমাত্র Singular Countable Noun এর পূর্বেই ব্যবহৃত হয় তবে এই ক্ষেত্রে Vowel sound (a, e, i, u, o) এর পূর্বে বসে an এবং Consonant Sound এর (এই পাঁচটি বাদে অন্যগুলির) পূর্বে a বসে। Ex :

01. He lives —— comfortable life.
Ⓐ the Ⓑ a Ⓒ an Ⓓ no article **Ans Ⓑ**

02. If you only want exercise classes, —— exercise studio without weight machines and locker rooms may work for you.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ no article **Ans Ⓑ**

Rule-02: কিন্তু যে সকল Vowel sound গুলি ওয়া ('oa') এবং ইউ ('eu') এর মত উচ্চারিত হয় তাদের পূর্বে 'a' বসে।

Ex: He is —— European.
Ⓐ the Ⓑ a Ⓒ an Ⓓ none **Ans Ⓑ**

Rule-03: Word এর প্রথমে Consonant থাকলেও সেটি যদি উহ্য থাকে তাহলে তার পরের Vowel টি অনুসারে 'an' বসে।

Ex : Mr. Rahim is —— honourable man.
Ⓐ no article Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ a **Ans Ⓑ**

Rule-04: Abbreviated word গুলির ক্ষেত্রে প্রথম letter টি কে ভেঙ্গে উচ্চারণ করার সময় প্রথমে vowel আসলে তার পূর্বে 'an' বসে এবং consonant আসলে তার পূর্বে 'a' বসে।

01. My elder brother is — M.A.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ none Ⓓ a **Ans Ⓑ**

02. He is —— Ph. D holder.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ Both a and C **Ans Ⓐ**

Rule-05: Couple, dozen, million, hundred, thousand প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্বে article a/an ব্যবহৃত হয়।

Ex : Here are —— dozen bananas.
Ⓐ the Ⓑ no article Ⓒ a Ⓓ an **Ans Ⓒ**

Rule-06: অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা তার ছদ্মনাম কিংবা পদবীর পূর্বে a/an বসে।

Ex : A Mr Hardy has come to meet me.
(এখানে A Mr. Hardy মানে Hardy নামের একজন লোককে বোঝায় যিনি বক্তার অপরিচিত)।

Rule-07: Proper Noun কে Common Noun এ রূপান্তর করতে, অন্যভাবে বলা যায় কারো মত (similar) বোঝাতে ঐ Proper noun এর পূর্বে Article a/an বসে।

Ex : 1. A Denial has come to judge.
2. A Nazrul does not born in every ages.
(এখানে Denial or Nazrul বা বলতে তাদের মত গুনের অধিকারী লোকের কথা বলা হচ্ছে)

Definite Article (The):

Rule-01: কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি বুঝাতে।

Ex: The book is —— one I was looking for.
Ⓐ an Ⓑ a Ⓒ the Ⓓ no article **Ans Ⓒ**

Rule-02: Singular Noun-এর পূর্বে যখন তা দ্বারা সমস্ত জাতিকে বুঝায়।

Ex : 1. The cow is a useful animal.
2. The rose is the sweetest of all flowers.

Rule-03: Uncountable Noun-এর পূর্বে যখন এটিকে নির্দিষ্ট করা হয়।

Ex : 1. The gold of new castle is very precious.
2. The water of the Ganges is sacred.

CamScanner

Rule-04: প্রকৃতিতে একটি মাত্র আছে এমন কোন কিছুর নামের পূর্বে।

Ex : 1. The sky is blue. 2. The earth moves round the sun.

Rule-05: যে Noun দ্বারা কোন জাতি বা গোষ্ঠী বোঝায় তার পূর্বে, তবে ভাষার পূর্বে the বসে না। **Ex:**

i. Choose the correct sentences -
Ⓐ He speaks English like English.
Ⓑ He speaks the English like English.
Ⓒ He speaks English like the English.
Ⓓ He speaks the English like the English
Ans Ⓒ

ii. My husband's family speak — English.
Ⓐ an Ⓑ a Ⓒ the Ⓓ no article Ans Ⓓ

Rule-06: Before the names of countries which are collectively formed. (সমষ্টি বাচক দেশের নামের পূর্বে)

Ex : 'The' is used before ——
Ⓐ U. S. A Ⓑ M. A. Ⓒ Apple Ⓓ Pen Ans Ⓐ

Rule-07: বাদ্যযন্ত্রের নামের পূর্বে the বসে।

Ex: He can play — flute.
Ⓐ no article Ⓑ the Ⓒ an Ⓓ a Ans Ⓑ

Rule-08: শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্বে the বসে।

Ex: I struck him on —— cheek.
Ⓐ an Ⓑ a Ⓒ the Ⓓ an or a Ans Ⓒ

Rule-09: As a general rule, a Proper Noun should not have any article before it. But some proper nouns take 'the' before them which are given below-
Newspapers, ships, trains, aeroplanes, space crafts, famous buildings, rivers, seas, oceans, gulfs, mountain ranges, groups of islands, deserts and directions. প্রভৃতি proper noun এর পূর্বে the বসে।

i. Names of holy books: the Bible, the Quran, the Ramayana.
ii. Names of newspapers: the Prothom Alo, the Daily Star.
iii. Names of ships: the Titanic, the M. V. Akbar.
iv. Names of train: the Silk City, the Lalmonirhat Express.
v. Names of aeroplanes: the Dakota, the Boeing 707.
vi. Names of space crafts: the Apollo.
vii. Names of famous buildings: the Tajmahal, the Victoria Memorial Hall.
viii. Names of rivers: the Padma, the Jamuna.
ix. Names of seas: the Arabian Sea, the Mediterranean Sea
x. Names of Oceans: the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean.
xi. Names of gulfs: the Persian Gulf, the Bay of Bengal.
xii. Names of mountain ranges: the Himalayas, the Alps.
xiii. Names of groups of island: the Andamans, the West Indies, the Hebrides.
xiv. Names of desert: the Sahara, the Gobi.
xv. Names of the directions: Go to the north and then turn to the south.

Note : 'The' is not placed before the names of single mountain, single island or before the names of capes or lakes. (একটি মাত্র পর্বত বা দ্বীপ, অন্তরীপ বা হ্রদের নামের পূর্বে The বসে না)

Ex : Mount Abu, Mount Everest, Vesuvius, Ceylon, Sicily, Java and so on.

Important Questions with Explanation

01. I saw —— one-eyed man when I was walking on the road.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ no article is needed
Ans Ⓐ Explanation শব্দের শুরুতে Vowel (a,e,i,o,u) থাকলে article 'an' বসে। কিন্তু 'o' এর উচ্চারণ যদি 'ও' না হয়ে 'ওয়া' এর মত উচ্চারিত হয়, তাহলে a বসে। [one যুক্ত যে কোনো word এর পূর্বে article a বসে। যেমন: A one taka note.]

02. Are spiders —— insects?- No, they're not.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ no article
Ans Ⓓ Explanation Plural common noun এর পূর্বে সাধারণত article বসে না।

03. This book is —— one I was looking for.
Ⓐ on article Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ a
Ans Ⓒ Explanation বইটিকে নির্দিষ্ট করে বুঝাচ্ছে তাই the হবে।

04. He is —— heir to the property.
Ⓐ the Ⓑ an Ⓒ a Ⓓ no article
Ans Ⓑ Explanation সে এই সম্পত্তির একজন উত্তরাধিকারী। Heir, honest, hour, honey এদের পূর্বে সর্বদা an হয়।

05. —— Mahabharata is —— greatest epic in the world literature.
Ⓐ No article; the Ⓑ No article; no article
Ⓒ The; the Ⓓ The ; no article
Ans Ⓒ Explanation বিখ্যাত বইয়ের নাম বা পৃথিবীতে যা কিছু একটা করে আছে ধর্মগ্রন্থের নামের পূর্বে article the বসবে।

06. Vegetables are delivered to —— prison twice a week.
Ⓐ the Ⓑ no article
Ⓒ a Ⓓ both "A" and "B"
Ans Ⓐ Explanation নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য the বসেছে।

07. It was a beautiful day. There wasn't —— cloud in the sky.
Ⓐ a Ⓑ an Ⓒ the Ⓓ no article
Ans Ⓓ Explanation Cloud হলো uncountable noun তাই এর পূর্বে কো article হবে না।

08. The headmaster and —— secretary was present in the meeting.
Ⓐ no article Ⓑ the Ⓒ a Ⓓ an
Ans Ⓐ Explanation Was হলো verb এর singular form যা singular subj নির্দেশ করে। And দ্বারা যুক্ত দুটি noun একই ব্যক্তি/বস্তু হলে and পরবর্তী noun পূর্বে কোনো article বসে না। কিন্তু দুটি noun ভিন্ন ব্যক্তি/বস্তু হলে উভয় noun পূর্বে article হিসেবে the বসে।

09. Do you sell bananas by —— Kilo?
Ⓐ No article Ⓑ the
Ⓒ a Ⓓ an
Ans Ⓒ Explanation Kilo এর পূর্বে indefinite article a বসে।

10. Reza is crazy about reading —— history books.
Ⓐ a Ⓑ an
Ⓒ the Ⓓ no article
Ans Ⓓ Explanation History books এখানে অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করছে তাই কো article হবে না।

Preposition

Kinds of Preposition

❑ যে সকল শব্দ noun বা pronoun এর পূর্বে বসে Subject, Object এবং Verb এ মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে Preposition বলে। Preposition কে ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

01. Simple Preposition : যেই Preposition গুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাদে simple preposition বলে। **Ex :** at, on, of, by, etc.

02. Double Preposition : যেই Preposition গুলিকে বিশ্লেষণ করলে দুই Preposition পাওয়া যায় তাদের double preposition বলে।
Ex : Upon (up + on), within (with + in), without (with + out), into (i + to), onto (on + to) etc.

03. Compound Preposition : একটি preposition ও অন্য শব্দ দ্বারা গঠি Preposition -ই compound preposition.
Ex : across (on + cross), behind (by + hind), beyond (by + yond)

04. Phrase Preposition: শব্দ সমষ্টি যখন preposition এর কাজ করে তখন তাকে Phrase preposition বলে।
Ex : Because of, in spite of, on account of, including to etc.
Note: Phrase preposition গুলি preposition দিয়ে শুরু ও শেষ হয়।

05. Participle Preposition : Present বা Past Participle যখন Preposition এর মত কাজ করে তখন তাকে Participle Preposition বলা হয়। যেমন- considering, regarding, concerning, during, assuming, including, excluding ইত্যাদি।
Ex : What do you know regarding this proposal?

06. Disguised preposition : যখন Preposition টি সরাসরি না বসে অন্য কোন শব্দ বসিয়ে Preposition এর কাজ করে তখন তাকে disguised preposition বলে।
Ex : He gets up at 5 O'clock (O' means of).
Ex : He went a hunting (a means on).

⇨ **Use of some important prepositions :**
Diagram এর সাহায্য নিচে কিছু Preposition এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হল।

CamScanner

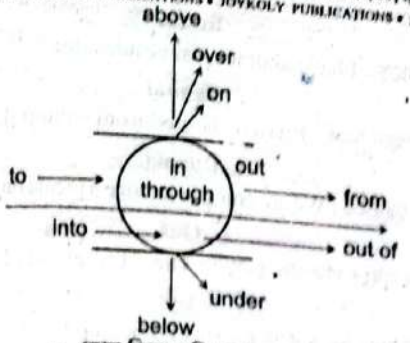

To = কোন দিকে গতি বুঝালে।
In = ভিতরে স্থিতি বুঝালে।
Under = অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিচে আছে বুঝালে।
On = কোন কিছু উপরে থাকবে এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝালে।
Over = কোন কিছু উপরে বিচ্ছিন্ন ভাবে গতি থাকলে।
From = To এর বিপরীত বুঝালে।
Into = ভিতরের দিকে গতি বুঝালে।
Out of = Into এর বিপরীত বুঝালে।
Above = কোন কিছু বিচ্ছিন্নভাবে উপরে আছে এবং স্থির বুঝালে।
Below = বিচ্ছিন্ন ভাবে নিচে বুঝালে।

Uses of Different Types of Preposition

TO

নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা বিন্দুতে গন্তব্য বোঝাতে : Liton went to the market.
পর্যন্ত অর্থে : Life means waiting from birth to death.
অনুযায়ী অর্থে : It is brought to my choice.
কারো বরাবর বোঝাতে : Write a letter to your friend.
অনুপাত বোঝাতে : I need a room of 5 feet to 8 feet.
মুখোমুখি ও ঘেঁষাঘেঁষি অর্থে : Talk to him face to face.
'Of' বা এর অর্থে : Industry is the key to success.
প্রতি বা উদ্দেশ্য অর্থে : We invited him to the party.
সময় বাকি আছে বোঝাতে : It is quarter to ten.
পরিণতি পর্যন্ত বোঝাতে : Burn the paper to ashes.
সীমানা বরাবর বোঝাতে : India is to the north, east and west to Bangladesh.
Night এর পূর্বে বসে আজ রাত বোঝায় : Ripon will come tonight.

At

তুলনামূলক ভাবে ছোট স্থান ও নির্দিষ্ট কোনো স্থির বিন্দু বোঝাতে :
Ex: (i) He lives at Mirpur in Dhaka. (ii) Look up the word at page 30.
Point of time বোঝাতে : at night, at morning, at noon, at dawn, at 7.00 am, at 5.00 pm.
মূল্য বোঝাতে : Rice sells at 25 taka per kg.
দক্ষতা প্রকাশে : Labony is good at English.
বিদ্রূপের ক্ষেত্রে : Do not laugh at the poor.
বয়স বোঝাতে : He came to the orphanage at the age of four.
মাত্রা বোঝাতে : The car runs at 100 miles per hour.
দায়িত্ব বোঝাতে : I will do it at my risk.
চরম অবস্থা বা সীমা প্রকাশের ক্ষেত্রে : At first, at last, at best, at worst.
কাজের মধ্যে থাকা বোঝাতে : He is now at work.

Note: At night, at Christmas, at present, at moment, at the same time, at the bus stop, at reception at the door, at the window, at the bottom, at the 2 pm, at the end, at a concert, at a football match, at the meeting, at a conference, at sea (= on a voyage), at home, at work, at university, at college, at the age of 15, at 80 degrees, at 8 miles per hour, at the front/at the back of a building/theatre/group of people etc.

On

তলের উপর লেগে থাকা বা সংলগ্ন বোঝাতে : The book is on the table.
তারিখ বা দিনের পূর্বে বসে : Beauty arrived on 23 July.
কোনো কিছু সম্পর্কে বোঝাতে : Sujan will deliver his speech on John Keats.
নির্ভরশীলতা বোঝাতে : The cow lives on grass.
উপলক্ষ বোঝাতে : We attended on his marriage ceremony.
দায়িত্বে থাকা বোঝাতে : Manoj is on duty.
নিজের পায়ে পথ চলা বোঝাতে : Biplob came here on foot.
বেতনের পূর্বে বসে : I am working here on payment.
মতামত বোঝাতে : I don't know his opinion on the matter.
যাত্রার জন্য তৈরি হওয়া বোঝাতে : The passengers are waiting on board.
পক্ষে কাজ করা বোঝাতে : Akram is on the committee.
অনুসারে/ফলে : I did it on your advice.
দিন বুঝাতে : Shahjada will go to Botanical garden on Sunday

Note: on street/street corner/coast/river/a ship/a plane/a train. on his birthday, on Sunday, on February 21, on holiday, on time, on an island, on a page, on the floor, on his nose, on the table, on the door, on the wall, on the bottle, on the left-hand side, on the right, on the ground floor, on a menu, on a list, on a map, on a farm, on a river, on a road, on coast, on a bus, on a bike, on a horse, on a tour, on television, on the radio, on a diet, on fire, on strike, on the phone/telephone.

In

অপেক্ষাকৃত বড় স্থানের পূর্বে : Nadim lives at Gulshan in Dhaka.
সীমানা বোঝাতে : We were playing in the field.
কোনো সময়ের মধ্যে বোঝাতে : He will reach in time.
অবস্থা বোঝাতে : His health is in bad condition.
সজ্জিত হওয়া বা সাজানো অর্থে : They all are in line.
কোন ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে : We must start the journey of refinement in us.
ঘরের ভেতর সাদামাটা অবস্থান বোঝাতে : Father is in the room.

Under

ঢেকে থাকা নিচে বোঝাতে : The gold is under the cover.
কোনো কিছুর নিচে বোঝাতে : She kept the bag under the table.
কারো অধীনে কাজ করা বা কোনো অবস্থায় থাকা অর্থে : He works under me. Try to keep the naughty man under control.
কম বোঝাতে : He is under 20 years.
শাসনামল বোঝাতে : We were under British rule for 200 years.
প্রক্রিয়াধীন বোঝাতে : Your proposal is under consideration.
আয়ত্বে আসা বোঝাতে : The situation is under control of the police.

Of

মালিকানা বা অধিকার বোঝাতে : This is the house of lords.
কোনো কিছু হতে সৃষ্টি বা রচিত বোঝাতে : This house is made of red bricks. This is a song of Lalon Shah.
সমষ্টির মধ্যে একটি বা একাধিক বোঝাতে : I want one of these oranges.
উৎস বোঝাতে : The mango of Rajshahi is famous.
উদ্ভূত বোঝাতে : Tanvir comes of a noble family.
একই জিনিসের অভিন্নতা বোঝাতে : He died at the age of sixty.

For

জন্যে অর্থে : Navid came here for once.
সময়ের ব্যপ্তি বোঝাতে : Hasan has been suffering for five days.
কারো পক্ষ নেয়া বোঝাতে : Belal is for me in the verdict.
বিনিময় বুঝাতে : I have bought it for ten taka.
কারণ অর্থে : Anique could not go out for rain.
উদ্দেশ্য বা দিকে বোঝাতে : The ship started for Islamabad.
প্রতীক বা প্রতিনিধি উপস্থাপন অর্থে : What does the blue stand for?

Over

ধরাছোঁয়ার বাহিরে বা উপরে বোঝাতে : The plane flew over the tower.
স্পর্শ করছে না এমন বোঝাতে : The bell is hanging over the head.
একপাশ থেকে অন্যপাশে বোঝাতে : I jumped over the bench.
অতিরিক্ত কিছু বোঝাতে : I think, it is an excess of over marking.
সমগ্র অবস্থা বোঝাতে : English is spoken all over the world.

By

কোন কিছু বা কারো দ্বারা সম্পন্ন বোঝাতে : It was done by Rahim.
পাশে বোঝাতে : Nilkhet is by our university.
নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বুঝাতে : He will come by 10 p.m.
শপথ বুঝাতে : He swore by Allah that he would not steal anymore.
পরিমাপ বুঝাতে : The flat is 30 feet by 40 feet.
অবস্থান বুঝাতে : He is a lawyer by profession.
ধারাবাহিকতা বোঝাতে : Sujan is improving day by day.

CamScanner

Off

Off মূলত Adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে Preposition হিসেবে কিছু ব্যবহার দেখানো হল।
কাছাকাছি যেখে নয়, দূরে এ রকম বোঝাতে-Take the chair off the room. Keep off the plant.
বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্যুতি বোঝাতে-Take the shoes off your feet. Get the spot off your dream.
অভ্যস্ততা বোঝাতে-The patient is off his meals. For some reasons, he is off his jovial mood.
স্থলভাগের কাছাকাছি-We went off the shore.

About

কোনো বিষয়ে বা কোনো কিছু সম্বন্ধে কিছু বলা বা করা অর্থে- I am telling you about my career. Let us talk about our business.
প্রায় অর্থে-He is about to rise feet. I need about 50 thousand taka.
চতুর্দিকে অর্থে-There is a lake about the locality.
সময়ের সম্ভাব্যতা বোঝাতে-It is about two O'clock. The bus will start about now.
উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বোঝাতে- She came to my house about that matter.

After

পরে ঘটে এ রকম অর্থে- Where will you go after dinner?
He will meet me after his lunch.
কিছু নেওয়া বা ধাওয়া করা অর্থে- We ran after the thief. Do not hanker after money.
পরিকল্পনা, ধরন বা অন্য কিছু অনুসরণ বোঝাতে- The museum is built after my design. This pen was bought after my choice. He is named after his father.
ধারাবাহিকতা বোঝাতে- We entered one after another.

Before

কোন সময় বা ঘটনার আগে ঘটে এরকম বোঝাতে- He passed SSC examination before 1992. Your turn will come before me.
সম্মুখে বোঝাতে-He stood before me. He fainted before me.
অধিকতর গুরুত্ব বোঝাতে-He always emphasizes hard work before brain. We want prevention before cure.
বিবেচনার অর্থ বোঝাতে- He put the proposal before our chairman.

Behind

পিছনে অর্থে- He came behind you. He shouted from behind the wall.
অসাক্ষাতে-You curse him behind the back.
বিলম্ব অর্থে-You are behind me.
সমর্থন বা সাহস-Don't get frightened, we are behind you.

Below

কোনো পর্যায়ের নীচে বুঝাতে : They live below the middle class.
নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যার কম বুঝাতে : Milon got below 40% marks in English.

With

কোনো ব্যক্তির সাথে বোঝাতে- She lives with her parents.
I spent the vacation with my friends.
কাজের কোনো উপকরণ বোঝাতে-Don't play with fire.
I write everything with this pen.
সত্ত্বেও অর্থে-With all his learning, he is dishonest.
বস্তুবাচক বা গুণবাচক অবস্থা প্রকাশ করতে-He looked at her with fixed eyes.
He works with confidence.
পক্ষে বা বিপক্ষে বোঝাতে-Babar fought with Ibrahim Lodi.
Bahram Khan was always with Akbor.
উপর অর্থে : Milon is angry with me.
কোনো বিষয়ে বা ব্যাপার বোঝাতে- Be careful with Knife.

Along

Along অর্থ বরাবর। এটি স্থান এবং দূরত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেমন-
Go **along** this road.

Round/Around

চারিদিক বুঝাতে : Walk around the field.

But

But মূলত conjunction. তবুও অনেক সময় ছাড়া বা ব্যতীত অর্থে but preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
I gave him nothing but this pencil.

Beside

পাশে বুঝাতে : She sat beside me.

Besides

এছাড়াও বুঝাতে : I have another pen besides this.

Behind

সমর্থন বা পিছনে অর্থে : Russell shouted from behind the door.

During

চলমান সময় বোঝাতে : We are going to arrange a picnic during winter vacation.

Out

ভিতর থেকে বাইরে গতিশীল বুঝাতে : The rat went out of the door.

Up

নিচ থেকে উপরের দিকে বুঝাতে : He climbed up the tree.

Down

উপর থেকে নিচের দিকে বুঝাতে : He fell down from the tree.

Through

ভিতর দিয়ে বুঝাতে : He will go through the forest.

Than

Than মূলত Conjunction. তবুও preposition হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
যেমন: He did nothing else than laugh.

Into

বাইরে হতে ভেতরের দিকে বুঝাতে : He went into the room.
তদন্ত অর্থে : The police is looking into the case.

Within

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুঝাতে : I can solve the problem within an hour.

Between

দুই জন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বুঝাতে : Divide the mangoes between the two boys.

Beneath

নিচে বুঝাতে : You may see many villages **beneath** the hills.

Among

দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বুঝাতে : Divide the apples among the children.

Appropriate Prepositions

1. **Abide by** (মেনে চলা)- We should abide by our superiors.
2. **Abound in** (প্রচুর পরিমাণে থাকা)- Tigers abound in the Sundarbans.
3. **Absent from** (অনুপস্থিত থাকা)- He is absent from the seminar today.
4. **Access to** (নিকটে যাবার অধিকার)- We have access to the hall.
5. **According to** (অনুসারে)- Act according to your plan.
6. **Addicted to** (খারাপ কাজে আসক্তি)- He is addicted to wine.
7. **Admit to** (ভর্তি হওয়া)- He was admitted to class nine.
8. **Affectionate to** (স্নেহপরায়ণ)- He is affectionate to us.
9. **Agree with** (ব্যক্তির সাথে রাজি হওয়া)- I cannot agree with you on this point.
10. **Alternative to** (বিকল্প)– This question is alternative to that.
11. **Ambitious of** (উচ্চাকাঙ্খা)- He is ambitious of higher education.
12. **Anxiety for** (উদ্বিগ্ন)- She has anxiety for her son.
13. **Appetite for** (ক্ষুধা)- I have no appetite for food.
14. **Application for** (আবেদন)- He came here with an application for the post.
15. **Appropriate** to (উপযুক্ত)- Your idea is appropriate to this situation.
16. **Arrive at** (পৌছানো)– We arrived at the station in time.
17. **Ashamed of** (লজ্জিত)– He is not ashamed of his conduct.
18. **Ask for / of** (প্রার্থনা)- I asked for / of money from him.
19. **Assure of** (নিশ্চিত করা)- I can assure you of my support.
20. **Astonished at** (বিস্মিত)- I am astonished at his behaviour.
21. **Attach to** (জুড়ে দেওয়া)- Attach the stamp to his letter.
22. **Attention to** (মনযোগ)- He has no attention to his lesson.
23. **Bent upon / on** (উদ্যত)- He is bent upon / on doing this.
24. **Blind to** (দেখেও না দেখা)- He is blind to his sons fault.
25. **Born of** (জাত)- She was born of a noble family.
26. **Burdened with** (ভারাক্রান্ত)- He is burdened with heavy works.

CamScanner

27. **Burst out** (হাসিতে ফেটে পড়া)- She burst out laughing.
28. **Busy with** (ব্যস্ত)- The boy is busy with his lessons.
29. **Care of** (যত্ন)- Take care of your health.
30. **Cause for** (কারণ)- There is no cause for anxiety.
31. **Charge of** (অভিযোগ)- He took the charge of the office.
32. **Come of** (জন্মগ্রহণ করা)– He comes of a noble family.
33. **Comment on** (মন্তব্য)- I have no comment on this subject.
34. **Compare with** (একই জাতীয় জিনিসের তুলনা করা)- Tigers can be compared with cats.
35. **Complain to, against** (কারো কাছে অভিযোগ করা)- He complained to my father against me.
36. **Conductive to** (উপকারী)- Morning work is conductive to health.
37. **Confident of** (আশাবাদী)- I am confident of success.
38. **Confined in** (আবদ্ধ)- He was confined in the room.
39. **Congratulation on** (অভিনন্দন)- I sent my congratulation on his success.
40. **Consistent with** (সামঞ্জস্যপূর্ণ)– Your action is not consistent with the rules.
41. **Contact with** (যোগাযোগ)- I came in close contact with him.
42. **Control over** (নিয়ন্ত্রণ)– He has no control over his brother.
43. **Cope with** (সামলানো/তালমিলানো)– I cannot cope with the situation.
44. **Correspondence with** (যোগাযোগ থাকা)- We have correspondence with him.
45. **Cured of** (আরোগ্য লাভ)- He is cured of fever.
46. **Deal in** (ব্যবসা করা)- He deals in rice.
47. **Deficient in** (অদক্ষ)- She is deficient in drawing.
48. **Depend on** (নির্ভর করা)– Success depends on hard working.
49. **Deprive of** (বঞ্চিত)- He is deprived of luck.
50. **Derive from** (পাওয়া)- I derive much pleasure from it.
51. **Desire for** (আকাঙ্ক্ষা)- I have no desire for wealth.
52. **Devoted to** (নিয়োজিত করা)- He is devoted to study.
53. **Die for** (আত্মত্যাগ করা)- He died for his country.
54. **Die from** (কোন কারণে মরা)- Kamal died from over eating.
55. **Disgrace to** (কলঙ্ক)– He is a disgrace to his family.
56. **Displeased with** (অসন্তুষ্ট)- He is displeased with me.
57. **Disqualified for** (অনুপযুক্ত)- He was disqualified for the post.
58. **Dull of** (বোধ শক্তিহীন)- He is dull of hearing.
59. **Duty to** (কর্তব্য)- We have a duty to our parents.
60. **Eager for** (উৎসুক)- He is not eager for money.
61. **Eligible for** (যোগ্য)– He is eligible for the post.
62. **Engaged with (a person) in (a work)** [ব্যাপৃত]– I was engaged with the party.
63. **Enmity with** (শত্রুতা)- You should not have enmity with me.
64. **Entitled to** (অধিকারী)– He is entitled to a reward for his honesty.
65. **Escape from** (মুক্তি পাওয়া)- There is no escape from death.
66. **Excel in** (অন্যদের চাইতে ভাল করা)- He excelled in speaking English.
67. **Expert in** (দক্ষ)- Suma is expert in dancing.
68. **Familiar with** (ঘনিষ্ট)- He is familiar with me.
69. **Famous for** (বিখ্যাত)- Moshin was famous for his kindness.
70. **Fatal to** (মারাত্মক)– The doctor's mistake proved fatal to his life.
71. **Favour with** (অনুগ্রহ করা)– Would you favour me with an early reply?
72. **Feed on** (খেয়ে বেঁচে থাকা)- Cows feed on grass.
73. **Fill with** (পরিপূর্ণ)– This tank is filled with water.
74. **Fire at** (গুলি করা)- The hunter fired at the tiger.
75. **Fit for** (উপযুক্ত)- He is fit for this job.
76. **Fond of** (প্রিয়)- I am fond of sweets.
77. **Full of** (পরিপূর্ণ)- Her head is full of lice.
78. **Glad at** (আনন্দিত)- I am glad at your success.
79. **Glance at** (তাকানো)- I glanced at him.
80. **Good at** (দক্ষ)- She is good at chess.
81. **Greed for** (লোভ)– He has no greed for wealth.
82. **Greedy of/ after** (লোভী)- She is greedy of / after money.
83. **Hard of** (কম শোনে)– He is hard of hearing.
84. **Heed to** (মন দিয়ে শোনা)- Pay heed to your lessons.
85. **Heir to** (উত্তরাধিকারী)- He is heir to this property.
86. **Hope of / for** (আশা)- He has no hope of / for success.
87. **Ignorant of** (অজ্ঞ)- He is ignorant of agriculture.
88. **Impose on** (চাপানো)– The task was imposed on me.
89. **Indulge in** (আসক্ত হওয়া)– Do not indulge in wine. [But, Do not indulge him with your support.]
90. **Inferior to** (নিকৃষ্ট)– This orange is inferior to that.
91. **Insist on** (জিদ করা)- He insisted on my going there.
92. **Invite to** (আমন্ত্রণ করা)- He was invited to the party
93. **Jeer at** (ঠাট্টা করা)- We should not jeer at the beggar.
94. **Jump at** (আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা)– Do not jump at the offer.
95. **Jump to** (তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে আসা)– Do not jump to a conclusion without much thinking.
96. **Junior to** (নিম্নপদস্থ, বয়সে কম)– He is junior to me in service.
97. **Kind to** (দয়ালু)- Be kind to the poor.
98. **Lack of** (অভাব)– I have no lack of friends.
99. **Lay by** (সঞ্চয় করা)– Lay by something for the old age.
100. **Liable to** (দায়ী)– He is liable to fine for his misconduct.
101. **Limit to** (সীমা)– You should have a limit to your demands.
102. **Limited to** (সীমাবদ্ধ)– Invitation was limited to members only.
103. **Listen to** (শোনা)– Listen to me.
104. **Live beyond, within** (বাঁচা)– He lives beyond his means.
105. **Live by** (কোন উপায়ে বেঁচে থাকা)– He lives by honest means.
106. **Look after** (দেখাশোনা করা)– There is none to look after her.
107. **Look for** (খোঁজা)– I am looking for a good job.
108. **Look into** (অনুসন্ধান করা)– I am looking into the matter.
109. **Look over** (পরীক্ষা করা)– He is looking over the answer papers.
110. **Loyal to** (বিশ্বস্ত)– He is loyal to his master.
111. **Made of** (তৈরি)– This ring is made of gold.
112. **Make out** (বুঝতে পারা)– I cannot make out what you say.
113. **Marry to** (বিবাহিত)- He was married to a girl.
114. **Mourn for, over** (শোক করা)– Don't mourn for (over) the dead.
115. **Moved by** (বিচলিত হওয়া)- I was moved by the sight.
116. **Need for** (প্রয়োজন)- There is no need for help.
117. **Oblige (a person) with or by (doing) something** (বাধিত করা)– He obliged me with a loan, or by giving me a loan.
118. **Obliged to a person)/ for a thing)** (বাধিত)– I am obliged to him for his kind help.
119. **Opposite to** (বিপরীত)– Your idea is opposite to mine.
120. **Part from**(কোন ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া)- She parted from me in tears.
121. **Pass away** (মারা যাওয়া)– He passed away last night.
122. **Pass for** (গণ্য হওয়া)– He passes for a clever man.
123. **Persist in** (লেগে থাকা)– He persisted in disturbing me.
124. **Pity for** (করুণা)– Have pity for the poor.
125. **Plead with (a person) for or against (something)** [ওকালতি করা]– I pleaded with him for justice (against the wrong done to me).
126. **Pleased with (a person) at (something)** [সন্তুষ্ট]– I am pleased with him. I am pleased at the news.
127. **Polite in, to** (নম্র)– He is polite in his manners. He is polite to strangers.
128. **Pride in** (গর্ব করা)- He takes pride in his wealth.
129. **Prior to** (পূর্বে)– Prior to that, he was in a wretched condition.
130. **Prone to** (ঝোঁক আছে এমন)– He is prone to idleness.
131. **Proportionate to** (আনুপাতিক)– Punishment should be proportionate to offence.
132. **Proud of** (গর্বিত)– He is proud of his position.

CamScanner

Important Questions with Explanation

01. **She went to New Market ——.**
Ⓐ on foot Ⓑ on feet
Ⓒ by foot Ⓓ by walking
Ⓐ Explanation Go somewhere on foot অর্থ হেঁটে কোথাও যাওয়া।

02. **Do you have any money —— you?**
Ⓐ to Ⓑ over
Ⓒ in Ⓓ on
Ⓓ Explanation Do you have any money on you? অর্থ তোমার কাছে কি কোনো টাকা আছে। অর্থাৎ money on sb. অর্থ কোনো ব্যক্তির নিকট/সংগে/কাছে টাকা অর্থ থাকাকে নির্দেশ করে।

03. **Would you please find out Bangladesh —— the map?**
Ⓐ in Ⓑ on
Ⓒ over Ⓓ at
Ⓓ Explanation Find out something on the Map - মানচিত্রে কোনো কিছু খোঁজা/খুঁজে বের করা।

04. **Call me if you have any problems regarding your work. Here 'regarding' is a/an ——**
Ⓐ gerund Ⓑ apposition
Ⓒ preposition Ⓓ conjunction
Ⓒ Explanation Regarding শব্দ noun এর পূর্বে বসে preposition এর কাজ করে তখন এর অর্থ বিষয়ে সম্পর্কে যথা about.

05. **When Urbashi entered —— the room, everybody stopped talking.**
Ⓐ into Ⓑ in
Ⓒ no preposition required Ⓓ to
Ⓒ Explanation সাধারণত কোথাও প্রবেশ করা বোঝাতে enter এর পর Preposition বসে না, কিন্তু কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো বোঝালে enter into হয়।

06. **Which 'but' is a preposition?**
Ⓐ It is but right to admit our faults.
Ⓑ What can we do but sit and wait?
Ⓒ We tried hard, but did not succeed.
Ⓓ There is no one but likes him.
Ⓐ Explanation Option (A) ছাড়া বাকীগুলোতে but এর পর verb থাকায় বাক্যগুলোতে conjunction হিসেবে but বসেছে। It is but right অংশে but preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

07. **He came —— a good family.**
Ⓐ to Ⓑ out
Ⓒ of Ⓓ from
Ⓒ Explanation Come of অর্থ কোন ভালো বংশ/পরিবার থেকে আসা বা কোন কিছুর ফল হওয়া; তিনি একটি ভালো পরিবারে জন্ম নিয়েছেন বা ভালো পরিবার থেকে এসেছেন।

08. **The convict appeared —— the court.**
Ⓐ in Ⓑ to
Ⓒ before Ⓓ at
Ⓒ Explanation আদালতে হাজির হওয়া বা হওয়া অর্থে Before the court হয়। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিটি আদালতে হাজির হলো।

09. **The food is not —— my taste.**
Ⓐ for Ⓑ to
Ⓒ in Ⓓ with
Ⓑ Explanation To my taste = what I like (= যা আমি পছন্দ করি, আমার পছন্দ মত, আমার রুচি অনুযায়ী)।

10. **Tragedy is a form —— based on human suffering that invokes an accompanying catharsis or pleasure in audiences.**
Ⓐ of drama Ⓑ by drama
Ⓒ for drama Ⓓ in drama
Ⓐ Explanation এখানে form এর পর of বসে। নাটকের একটি form of drama।

Tense

❑ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় বা কাল কে Tense বলে। Verb এর রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমেই Sentence এর action সম্পন্ন হওয়ার সময় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় অনুযায়ী Tense কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : i. Present Tense, ii. Past Tense, iii. Future Tense
প্রত্যেকটি Tense কে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়।

[Tense]
↓
[Present] [Past] [Future]
↓
[Indefinite] [Continuous] [Perfect] [Perfect Continuous]

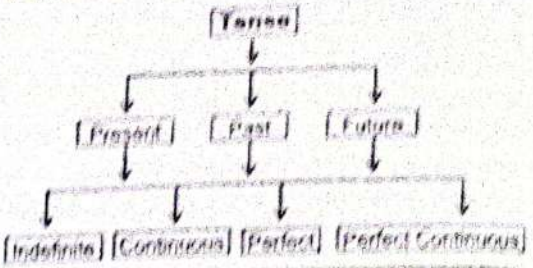

Present Indefinite Tense

❑ যে tense দ্বারা বর্তমানের কোন সাধারণ ঘটনা, অভ্যাসগত কাজ, চিরন্তন সত্য বোঝায় তাকেই Present Indefinite/Simple Present Tense বলা হয়।

❖ **Structures:**
Active Sense : Subject + Present Verb + Object/complement
Ex. : I go to school regularly.
Passive Sense : Subject + am/is/are + Past participle + Extension
Ex. : The terrorist is arrested.

❖ **Usages :**
⇨ **চিরন্তন সত্য প্রকাশে:** The earth is round.
⇨ **অভ্যাসগত কর্ম বোঝাতে:** I go there everyday.
⇨ **ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষেত্রে:** Babor defeats Ibrahim in the Panipath War.
⇨ **নিকটতম ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা:** Situ starts for Dhaka next day.
⇨ **প্রবাদের ক্ষেত্রে:** Birds of the same feather flock together.

❖ **Identification:** সাধারণত Sentence-এ নিম্নের Adverb বা Adverbial phrase থাকলে, Present Indefinite Tense হয়।

Always, often, how often, very often, never, occasionally, usually, generally, frequently, regularly, every+ time (every+ day/ week/ morning), sometimes, on Mondays, twice, in Summer etc.

Ex : He goes to school everyday.

Note: Present Indefinite Tense এর sentence বা কাজ কখন সময় ঘটে না, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে এরা সম্পৃক্ত নয়। তাই এ Tense কে Timeless Tense-ও বলা হয়।

Present Continuous Tense

❑ বর্তমানে কোন কাজ চলছে বোঝাতে Present Continuous / Progressive Tense এর structure ব্যবহৃত হয়।
Ex : i. I am writing a letter now.

❖ **Structures:**
Active Sense : Subject + am/is/are + ing যুক্ত Verb + Extension
Ex. : I am reading a book now.
Passive Sense : Subject + am/is/are + being + Past participle form of verb + Extension
Ex. : 1. The work is being done at the moment.
2. The program is being telecast live.

❖ **Usages :**
⇨ **কোন কাজ বর্তমানে চলছে বোঝাতে:** I am doing my work now.
⇨ **সব সময়, ক্রমাগত, আজীবন চলছে বোঝাতে:** I am going to America forever.
⇨ **নিকটতম ভবিষ্যতে:** Navid is coming tomorrow.
⇨ **অবস্থার পরিবর্তন বোঝাতে:** The world's climate is changing rapidly.

CamScanner

Identification: সাধারণত Sentence-এ Now, at this moment, at this time, at present, still, look, listen etc. Adverb বা Adverbial phrase থাকলে, Present continuous Tense হয়।

Exception: Feel, see, believe, bring, like, love, hate, hear, consist, hope, forgive, desire, want, think, understand, notice, recognize, know, wish, belong, seem, look, taste, appear, smell প্রভৃতি verb গুলির Present Continuous Tense হয় না। এ ক্ষেত্রে Present Indefinite Tense ব্যবহার করতে হয়।

Ex: 1. He is believing me now (incorrect)
2. He is believe me now (correct)

Present Perfect Tense

❑ সম্প্রতি অতীত হওয়া কাজের Tense হিসেবে Present Perfect Tense ব্যবহৃত হয়।

Ex : 1. He has already finished the work.
2. He has not done the work yet.

Structures:

Active Sense : Sub + have/has + past participle + Extension.
Ex : He has completed his work.
Passive Sense : Subject + have/has + been + past participle + Extension.
Ex : The work has been completed by him.

Usages :

⇨ সম্প্রতি গত কোন কাজের বর্ণনায় : I have already done the work.

⇨ অনেক সময়, নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে since যুক্ত বাক্যে : He has got a bad headache for an hour.

Identification: যে সমস্ত বাক্যে সাধারণত just, just now, already, yet, ever, lately, recently প্রভৃতি থাকে – I have just received your letter.

⇨ Sentence-এ It's the (first / second) time এমন উল্লেখ থাকলে Present perfect tense হয়।

Ex : 1. It's the first time he has driven a car.
2. This is the second time this has happened.

Present Perfect Continuous Tense

❑ কোন Verb এর কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়েও বর্তমানে চলছে এমন বোঝাতে Present Perfect Continuous Tense এর structure ব্যবহৃত হয়।

Ex : i. He has been suffering from fever for 7 days.
ii. It has been raining since Monday.

Structures:

Active Sense : Subject + have been/has been + ing যুক্ত verb + Object/Complement.
Ex : He has been playing football for 30 minutes.
Passive Sense : Subject + have been /has been + being + past participle + Extension.
Ex : Football has been being played by him.

Usages: Present perfect এবং Present perfect continuous tense-এর মধ্যে বর্তমান মিল দেখা যায়। তাই Modern English Grammar-এ Present perfect continuous tense-কে Present Perfect হিসেবে ব্যবহার করা হয় (for / since উল্লেখ থাকলেও)।

Ex : We have been friends since we were children.

Identification: বাক্যে since, for, how long; যাবৎ, ধরে, থেকে, হতে ইত্যাদি থাকলে present perfect continuous tense হয়।

For /Since

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে since এবং অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপ্তি (durition of time) বোঝাতে for ব্যবহৃত হয়।

Ex : 1. It has been raining **for** three days (duration of time)
2. It has been raining **since** Monday (Monday থেকে, নির্দিষ্ট সময়)

Past Indefinite Tense

❑ অতীত কালে কোন কার্য সম্পাদিত হলে তাকে Past Indefinite / Simple Past Tense বলে। Ex : We went there yesterday.

Structures:

Active Sense : Subject + Past Verb + Extension
Ex : I went home yesterday.
Passive Sense: Subject + was/were + Past participle + Extension
Ex : I was advised to get the visa in advance.

Usages :

⇨ অতীতে সংঘঠিত কাজ বোঝাতে: Belal went there yesterday.

⇨ অতীতের অভ্যাসগত কর্ম বোঝাতে: I used to swim in the pond regularly.

⇨ অনুরোধ জ্ঞাপনে: Would you please give me a cup of tea?

Identification: কোন Sentence-এ যদি অতীত নির্দেশক adverb yesterday, last + time (night, year, week, month), ago, for a while, it is time, it is high time, wish, long since, once etc. থাকে, তাহলে Past Indefinite tense হবে।

Ex : 1. Imran went to London last year.
2. He tried his best to make a good result last year.

Past Continuous Tense

❑ অতীতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন Verb-এর কাজ চলছিল বোঝাতে Past Continuous / Progressive Past Tense হয়।

Ex : i. They were playing cricket at that time.

Structures:

Active Sense : Subject + was /were + ing form of verb + extension.
Ex. : I was listening to BBC news then.
Passive Sense : Subject + was/were + being + past participle form of verb + extension.
Ex. : The class was being taken then.

Identification :

⇨ বাক্যে at that moment, at that time, then ইত্যাদি থাকলে।

⇨ অতীত কালে কোন কাজ কিছু সময় চলছিল বুঝাতে Past Continuous tense হয়।

Ex : 1. He was reading a book.
2. They were going to college.

⇨ অতীত কালে কোন কাজ কিছু সময় চলছিল এবং এমন সময় অন্য কোন কাজ হঠাৎ সংঘটিত হয়, এমন ক্ষেত্রে চলমান কাজটি Past Continuous tense হয় এবং অন্য কাজটি (হঠাৎ সংঘটিত বা অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী) Past Indefinite tense হয়।

Ex : When Imran came home, Mamun was watching television. **or,** Mamun was watching television when Imran came home.

⇨ অতীত কালে একাধিক কাজ একই সাথে চলমান বোঝালে সকল কাজেরই Past Continuous tense হয়।

Ex : While Imran was reading, Monny was watching television. **or,** Monny was watching television while Imran was reading.

Past Perfect Tense

❑ অতীতে সম্পন্ন দুটি কাজের মধ্যে যেই কাজটি তুলনামূলকভাবে পূর্বে সংঘটিত হয় তাকে Past Perfect Tense বলে এবং পরেরটি past indefinite tense হয়।

Ex : He had come before I left the place.

Structures; Active Sense : Sub. + had + V_3 + extension.
Ex : He had played football before lunch.
Passive Sense : Subject + had + been + V_3 + Extension.
Ex : Football had been played before lunch by him.

Usages :

Rule-01: Before দ্বারা দুটি clause যুক্ত হলে এর পূর্বেরটি past perfect এবং পরেরটি past indefinite tense হয়। অর্থাৎ before এর পূর্বে past perfect.
Ex : He had arrived in the meeting before the president came.

Rule-02: After দ্বারা দুটি clause যুক্ত হলে এর পরেরটি past perfect এবং পূর্বেরটি past indefinite tense হয়। অর্থাৎ after এর পরে past perfect.
Ex : He arrived in the meeting after the president had come.

Rule-03: No sooner ..... than, Scarcely ..... when, Hardly ..... when /before দ্বারা দুটি Clause যুক্ত হলে প্রথম Clause-টি Past Perfect tense এবং দ্বিতীয় Clause-টি Past Indefinite tense হয়।
Ex : No sooner had he seen the police than he ran away.

Rule-04: Since-এর পূর্বে যদি Past Indefinite tense ব্যবহৃত হয়, তাহলে Since-এর পরের অংশটি Past Perfect tense হবে।
Ex : It was ten years since we had first met.

CamScanner

Past Perfect Continuous Tense

❑ অতীতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ চলছিল বোঝাতে Past perfect continuous form ব্যবহৃত হয়।

Ex : He had been living here when I met him.

❖ **Structures:**

Active Sense : Subject + had been + ing form of verb + Extension/ Object/ Complement.

Ex. : He had been playing football.

Passive Sense : Subject + had been + being + past participle form of the verb + Extension.

Ex. : Football had been being played by him.

Future Indefinite Tense

❑ ভবিষ্যতে কোন কার্য সম্পাদন হবে বোঝাতে Future Indefinite / Simple Future Tense ব্যবহৃত হয়।

Ex : I shall go home tomorrow.

❖ **Structures:**

Active Sense : Subject+ shall/will + base form + ext.

Ex. : He will go to America tomorrow.

Passive Sense : Subject + shall / will+ be + past parti. + Ext.

Ex. : The Padma bridge will be completed within ten years.

❖ **Identification:**

⇨ **বাক্যে tomorrow, next, next week/ year, coming, ensuing, in the year/ days to come থাকলে।**

⇨ **কোন Sentence-এর একটি অংশ যদি Future Indefinite tense হয়, তাহলে অন্য অংশটি Present Indefinite tense হবে। অর্থাৎ, একটি sentence-এ দুটি অংশ Future হয় না।**

Ex : I will call you when I ——.

Ⓐ will return Ⓑ return Ⓒ shall return Ⓓ returning Ans Ⓑ

Future Continuous Tense

❑ ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ চলতে থাকবে বোঝাতে Future Continuous / Future Progressive Tense হয়।

Ex : Situ will be playing cricket in the afternoon.

❖ **Structures:**

Active Sense: Subject+shall be /will be + ing যুক্ত verb + extension.

Ex. : I shall be waiting for you.

Passive Sense : Subject + shall / will + be + being + V_3+ extension

Ex. : The work is being done at the moment.

Future Perfect Tense

❑ ভবিষ্যতের কোন উল্লেখ করা সময়ের পূর্বেই কাজটি সম্পন্ন হবে বোঝালে Future Perfect Tense হবে।

Ex : Pronay will have completed the work by 2025.

❖ **Structures:**

Active Sense : Subject + shall have / will have + V_3 + extension.

Ex. : He will have played football.

Passive Sense : Subject + shall have / will have + been + V_3 + extension.

Ex. : Football will have been played by him.

❖ **Identification:**

⇨ **Sentence-এ By + future time থাকলে sentence-টি Future Perfect tense [will have + verb (Past participle form)] হয়।**

Ex : By the year 2030, researchers will have discovered a cure for cancer.

or,

Researchers will have discovered a cure for cancer by the year 2030.

⇨ **Sentence-এ By the time/ By this time, by next month/ day/ year ইত্যাদি থাকলে future perfect tense হয়।**

Ex : We will have gotten an answer to our letter by the time we have to make a decision.

⇨ **Sentence-এ Before + present / future tense থাকলে পরের অংশটি Future Perfect tense হয়।**

Ex : Before we can tell them about the discount, they will have bought the tickets.

Ex : Before 2024, I will have graduated.

Future Perfect Continuous Tense

❑ ভবিষ্যতের কোন কাজ অনেক্ষণ ধরে চলতে থাকবে বোঝালে Future Perfect Continuous Tense হয়।

Ex : We shall have been doing the work for three days.

❖ **Structures:**

Active Sense : Subject + shall have been / will have been + ing যুক্ত verb + extension.

Ex. : He will have been playing football.

Ex. : Football will have been being played by him.

Passive Sense : Subject + shall have been / will have been + being + V_3 + Extension.

Sequence of Tense

❖ **Sequence of Tense- এর কয়েকটি নিয়ম নিম্নে আলোচিত হল :**

Rule-01: Main Clause টি Present কিংবা Future Tense-এ থাকলে সাধারণত Subordinate clause টি যে কোন Tense এ হতে পারে।

Ex : Laboni says that she was ill.

⇒ **কিন্তু Principal clause টি Past Tense-এ হলে অবশ্যই পরবর্তী Clause টি Past Tense-এ হবে।**

Ex : Misu said that she would came the next day.

অর্থাৎ, Sub-ordinate clause-টি পরিবর্তন হবে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী-

1. Present Indefinite পরিবর্তিত হয়ে Past Indefinite হয়।
2. Present Continuous পরিবর্তিত হয়ে Past Continuous হয়।
3. Present perfect পরিবর্তিত হয়ে Past Perfect হয়।
4.Present Perfect Continuous পরিবর্তিত হয়ে Past Perfect Continuous হয়।
5. Past Indefinite পরিবর্তিত হয়ে Past Perfect হয়।
6. Past Continuous পরিবর্তিত হয়ে Past Perfect Continuous হয়।
7. Shall/will পরিবর্তিত হয়ে Should/Would হয়।
8. Can/may পরিবর্তিত হয়ে Could/might হয়।

Important Questions with Explanation

01. Teacher said, "The earth —— round the sun."

Ⓐ moves Ⓑ moved
Ⓒ has moved Ⓓ will be moving

Ans Ⓐ Explanation চিরন্তন সত্য বুঝাতে সর্বদা Present Indefinite Tense ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে, Subject-টি third person singular number হলে, verb এর সাথে s/es যোগ হয়।

02. I have been living in Dhaka —— 2000.

Ⓐ since Ⓑ from Ⓒ after Ⓓ till

Ans Ⓐ Explanation Present perfect continuous tense এর গঠন অনুযায়ী sub + have/ has been + verb - ing + obj + since/ for + time. সময় ব্যবধান (যেমন: 3 hours, 2 days, 5 years etc.) অনির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকলে for হয় এবং কাজ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত (নির্দিষ্ট সময়) উল্লেখ থাকলে since বসে (since morning, since 1986, etc).

03. I have not heard from him ——.

Ⓐ long since Ⓑ for a long time
Ⓒ since long Ⓓ for long

Ans Ⓑ Explanation বাক্যের অর্থ: দীর্ঘ সময় ধরে আমি তার কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। For a long time অর্থ দীর্ঘ সময় ধরে।

04. He said that he —— the previous day.

Ⓐ has come Ⓑ had come
Ⓒ came Ⓓ arrived

Ans Ⓑ Explanation Reporting verb- টি past form এবং Reported speech- এ অতীতের সময় (The previous day) উল্লেখ থাকায়, Reported speech-টি Past perfect tense- এ হয়েছে।

05. Only after I —— home, did I remember my doctor's appointment.

Ⓐ going Ⓑ go Ⓒ went Ⓓ gone

Ans Ⓒ Explanation Complex sentence এর ক্ষেত্রে একটি Clause যে tense এ থাকে, অন্য clause টিও সেই tense অনুযায়ী হয়।

CamScanner

০৬. **Julia has been ill —— three months.**
Ⓐ since Ⓑ about Ⓒ in Ⓓ for

D Explanation 'For' preposition টি 'period of time' অর্থাৎ মোট সময়কাল বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে 'since' preposition টি point of time বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: Since last Friday, for three hours. (She has been ill since Tuesday. It has been raining for four hours.)

০৭. **He had written the book before he ——.**
Ⓐ retired Ⓑ had retired Ⓒ has retired Ⓓ will be retired

A Explanation Before-এর পূর্বের বাক্য past perfect tense হলে before-এর পরের অংশ past indefinite বা simple past tense হবে।

০৮. **I (know) her since 1980.**
Ⓐ knew Ⓑ know Ⓒ have been knowing Ⓓ have known

D Explanation Since+নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকলে বাক্যটি present perfect continuous হয়। তবে, Non-continuous verb(know, love, hate, believe etc) এর ক্ষেত্রে present perfect হয়।

০৯. **We —— about this matter; it is useless to go on discussing.**
Ⓐ spoke Ⓑ had spoken Ⓒ have spoken Ⓓ are speaking

C Explanation We have spoken about this matter. - আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছি।

১০. **The bed and breakfast ——.**
Ⓐ are entertaining Ⓑ was entertaining
Ⓒ has entertaining Ⓓ have entertained

B Explanation The Bed and breakfast হলো একটি singular noun যার পর verb এর singular form (was entertaining) হবে।

Subject-Verb Agreement

❑ একটি Verb এর Number নির্ধারিত হয় Subject এর Number এবং Person অনুযায়ী। Subject এর সাথে Verb এর সম্পর্কই Subject-Verb Agreement.

➢ Subject Verb Agreement সম্পর্কে বিষদ আলোচনার পূর্বে Subject এর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

Subject-এর অবস্থান : Subject সাধারণত: Verb এর ঠিক পূর্বে বসে,
Ex : He goes to school.
Subject Verb
উল্লেখ্য, Subject Verb এর পরেও বসতে পারে।
Ex : There is a boy in the room.
Verb Subject

❑ Subject-এর ধরণ:

i. Single Subject. Ex : He goes there.
ii. Compound Subject. Ex : Suvo and they have gone there.
iii. Modified Subject.
Ex : The runner, tired and exhausted enough to move now, called for the help of the doctor.
iv. Subject with correlative conjunction
Ex : He or I want to take the responsibility
v. Phrasal Subject :
Ex : The danger of the forest fires makes me afraid.
vi. Clausal subject :
Ex : That he is a good man is known to all.

Rule-01: কিছু কিছু Noun দেখতে Plural মনে হলেও মূলতঃ Singular এবং তাদের Verb-টি Singular হয়। তারা হচ্ছে News, Gallows, Mathematics, Economics, Politics, Civics, Statistics, Physics, Electronics ইত্যাদি।
Ex : Civics is my favourite subject.

Rule-02: কিছু কিছু Noun দেখতে Singular হলেও মূলতঃ Plural এবং তাদের Verb-টিও Plural হয় তারা হচ্ছে Aristocracy, Peasantry, Gentry, Cattle, Poultry, Perfumery, Public, People, Police, Folk, Mankind, Government, Majority, Tennary, Vermin, Artillery ইত্যাদি।
Ex : People are angry about it.

Rule-03: যে সকল noun এর singular ও plural এর বানান একই যেমন sheep, deer etc. সে সকল noun এর পূর্বে বসা number অনুযায়ী Verb নির্ধারিত হবে।
Ex : 1. A deer was standing in the middle of the road.
2. Two deer were standing in the middle of the road.

Rule-04: Bread, scenery, expenditure, furniture, poetry, information, machinery, business - এগুলো সর্বদা Uncountable noun হিসেবে বিবেচিত হয় বলে এদের Verb Singular হয়।
Ex : The scenery of our country is very charming.

Rule-05: And দ্বারা যুক্ত দুটি Singular Noun যদি একই অস্তিত্ব প্রকাশ করে বা একই ব্যক্তিকে বোঝায় তবে তা Singular Verb গ্রহণ করে।
Ex : The Collector and Magistrate has arrived.
উল্লেখ্য দুটি পদের মাঝে and দ্বারা যুক্ত হলে দেখতে হবে দুটির সাথের Article আছে কিনা। যে কোন একটির সাথে Article থাকলে ধরে নিতে হবে একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে আর দুটির সাথেই পৃথক পৃথক ভাবে Article বসলে দু'জন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।

Rule-06: One, Each, Either, Neither, Every প্রভৃতি Pronoun যদি কোন Phrase এর Head word হিসেবে ব্যবহৃত হলে subject টি plural হলেও Verbটি Singular হয়।
Ex : One / Each / Either / Neither / Every } of the boys is present

Rule-07: Majority শব্দটি দিয়ে Group of people কে বোঝালে Singular Verb বসে।
Ex : Majority is present in this meeting.
তবে Majority Plural কে refer করলে তার সাথে Plural Verb ব্যবহৃত হয়।
Ex : Majority of them are poor.

Rule-08: Cattle, dozen, people, elite, clergy, police প্রভৃতি Word গুলি দেখতে Singular হলেও মূলত plural এবং তাদের সাথে plural verb বসে।
Ex : People are waiting for the speech from government.

Rule-09: Scissors, goggles, pants, shirts, glasses, trousers প্রভৃতি দুইটি part বিশিষ্ট Noun এর সাথে সবসময় Plural Verb হয়।
Ex : His trousers are big.

Rule-10: The number of দিয়ে শুরু হওয়া Phrase এর Verb টি Singular হলেও A number of দিয়ে শুরু হওয়া Phrase এর Verb টি Plural হয়।
Ex : 1. A number of boys are present in the field.
2. The number of people was very high.

Rule-11: Correlative যেমন- Either....... or, Neither....... nor, or, nor, not...... but এরা একাধিক Subject কে যুক্ত করলে, Verb-এর নিকটতম Subject অনুযায়ী (or, nor) অথবা but এর পরবর্তী Subject অনুসারে নির্ধারিত হবে।
Ex : 1. Either he or I am to go. 2. Not he but they are also responsible.

Rule-12: Book, magazine, movie, newspapers, company ইত্যাদির নাম Plural Noun দিয়ে হলেও Verb টি Singular হয়।
Ex : 1. Proctor and gamble is a famous company.
2. New York Times is an well-known magazine.

Rule-13: Adjective এর পূর্বে The বসলে এটি Plural Common Noun হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর পরবর্তী Verb এর Plural Number হয়।
Ex : 1. The rich man are not always happy.
2. The learned are always conscious about their responsibilities.
3. The poor live from hand to mouth.

Rule-14: As well as, together with, in addition to অথবা, Along with, including to, accompanied by, accompanied with কোন Phrase এ ব্যবহৃত হলে সেই Phrase এর প্রথমে যে Subject থাকবে তার Number ও Person অনুযায়ী Verb change হবে।
Ex : 1. He as well as his brothers is coming today.

Rule-15: Collective noun যখন একটি unit হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন singular বলে বিবেচিত হয়।
Ex : The committee has decided to impose punishment against him.

Rule-16: কিন্তু Collective noun এর unit এ বিভাজন হলে Verb টি Plural হয়।
Ex : 1. The jury are divided in their opinion.
2. The council are debating about the matter.

Rule-17: Relative Pronoun যাকে refer করে সেই Noun অথবা Pronoun অনুযায়ী তার পরের Verb বসবে।
Ex : 1. It is I who am to blame.
2. These are the pens which I have bought.

CamScanner

Rule-18: দূরত্ব, সময়, ওজন, অর্থ সম্পর্কিত Subject এর Verb Singular হয়।

Ex : 1. Hundred miles is a long distance.
2. Ninety kg is a heavy weight.

Rule-19: One third, One fourth (1/3, ¼, 1/5) প্রভৃতি ভগ্নাংশ দ্বারা যুক্ত Subject এর পরবর্তী verb countable & uncountable উভয়ক্ষেত্রে singular হয়, এবং two thirds, three fourths (2/3, 3/4) প্রভৃতি ভগ্নাংশ দ্বারা যুক্ত Subject এর পরবর্তী verb plural হয়। তবে noun টি uncountable হলে verb টি singular হয়।

Ex : 1. *One third* of the mango has been eaten.
2. *Two thirds* of the mangoes have been eaten.
3. *three fourths* of the work has been done.

Rule-20: Here এবং there এর পরবর্তী যে noun/ pronoun থাকবে সেটি অনুযায়ী বাক্যের verb হবে।

Ex: Here are two boys.

Rule-21: কতগুলি Noun আছে যেগুলো সবসময় Plural হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এদের পরের Verb-টিও Plural হয়। যেমন-

Thanks (ধন্যবাদ জ্ঞাপন) : Thanks are not always welcomed.

Principle (নীতিমালা) : Islamic principles are not disregarded by the people.

অনুরূপ compliments (সম্মান), regards (সম্মান), belongings (ব্যক্তিগত জিনিসপত্র), savings (সঞ্চয়), earnings (আয়), vegetables (শাকসবজি), surroundings (চারপাশ/আশপাশ), scissors (কাঁচি), handcuffs (হাতকড়া), scales (মাপকাঠি), glasses/spectacles (চশমা), Pyjamas (পাজামা), jeans, trousers, trunks, shorts, clothes, pliers, pincers, tweezers, tongs, shears braces, headquarters, whereabouts, traffic-light, foundations, riches, alms, ashes, auspices (অনুকূল), dregs (তলানি), entrails (নাড়িভুড়ি), environs (শহরতলী), fetters (শিকল), odds (বাধাবিপত্তি), politics (রাজনীতি), tidings (সংবাদ), vitals (জীবনীশক্তি), শব্দগুলো সবসময় Plural হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, এদের কোনো কোনোটির Singular রূপ থাকলেও অর্থ ঠিক থাকে না।

Rule-22: কতগুলি Noun আছে যেগুলো দেখতে Plural মনে হলেও এরা Singular অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এদের পরবর্তী Verb সবসময় Singular হয়। যেমন-- Physics (পদার্থবিদ্যা), Politics (রাজনীতি), Mathematics (গণিতশাস্ত্র), Ethics (নীতিশাস্ত্র), Economics (অর্থশাস্ত্র), Wages (মজুরী), Measles (হাম), Athletics (শরীরচর্চা বিজ্ঞান), Innings, Orders, Gallows (ফাঁসিকাষ্ঠ), Optics (দৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিদ্যা) প্রভৃতি।

Ex : 1. Mathematics is a hard subject.
2. Ethics is a very difficult subject.
3. Athletics helps maintaining a good health.

উল্লেখ্য এগুলো যখন subject হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এদের Singular form হয় কিন্তু কোনো বিশেষ দৃষ্টান্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হলে তাদের Plural form বসে। যেমন- There are no ethics in politics. এখানে ethics দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

Important Questions with Explanation

01. Fill in the gap with the correct form of verb: The police — informed yesterday.
Ⓐ is Ⓑ are Ⓒ was Ⓓ were
Ans D Explanation Police, People, Public etc. এর পর সর্বদা plural noun বসে। অতীত নির্দেশক শব্দ (yesterday) থাকায় বাক্যটি past tense হবে।

02. Slow and steady —— the race.
Ⓐ win Ⓑ wins Ⓒ has won Ⓓ won
Ans B Explanation সমজাতীয় একাধিক noun and দ্বারা যুক্ত হয়ে অভিন্ন জিনিস বুঝালে subject ও verb উভয়ই singular হয়, যেমন: honesty and truthfulness; honour and glory, slow and steady, horse and carriage, bread and butter, rice and curry etc. উল্লেখ্য Present Indefinite-এ Subject Singular হলে Verb এর সাথে s/es যোগ হয়।

03. 'Subject Verb agreement' refers to —.
Ⓐ person only Ⓑ number, person and gender
Ⓒ number and person Ⓓ number only
Ans C Explanation Subject verb agreement হচ্ছে subject এর number ও person অনুযায়ী verb এর পরিবর্তন।

04. Neither Rini nor Simi —— qualified for the job.
Ⓐ are Ⓑ is Ⓒ were Ⓓ had
Ans B Explanation দুটি বিষয়/বস্তুর 'কোনোটাই না' এমন বুঝাতে neither ..... nor ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে verb বসবে দ্বিতীয় subject (Simi is .....) অনুসারে।

05. *The Arabian Nights* —— still a great favourite.
Ⓐ has Ⓑ are Ⓒ is Ⓓ were
Ans C Explanation যেহেতু *The Arabian Nights* একটি বইয়ের নাম, তাই এটি singular এবং verb-টিও singular হবে।

06. At least one of the students —— full marks every time.
Ⓐ get Ⓑ are getting
Ⓒ gets Ⓓ have get
Ans C Explanation "One of" থাকলে এর পরে Subject Uncountable/Plural যাই হোক না কেন Verb Singular হবে।

07. Three-fourths of the work —— finished.
Ⓐ have been Ⓑ had Ⓒ has been Ⓓ were
Ans C Explanation Fraction বা Percentage এর পর uncountable noun + singular verb.

08. Which of the following sentence is correct?
Ⓐ One of my friends are a lawyer Ⓑ One of my friends is a lawyer
Ⓒ One of my friend is a lawyer Ⓓ One of my friends are lawyers.
Ans B Explanation One of দ্বারা গঠিত Sentence এর structure: One of এর পর Noun/Pronoun টির Plural এবং তার পরের Verb টি Singular হয়।

09. The young entrepreneur as well as her sales team members — praise.
Ⓐ deserve Ⓑ deserves
Ⓒ has deserved Ⓓ deserving
Ans B Explanation As well as, with, along with etc দ্বারা দুটি subject যুক্ত হলে ১ম subject অনুযায়ী verb হয়।

10. Neither the teacher nor the students —— to use this book again.
Ⓐ wants Ⓑ want Ⓒ wanting Ⓓ is wanting
Ans B Explanation Want, prefer, like, feel, realize, remember, see প্রভৃতির সাধারণত continuous form হয় না। উল্লেখ্য, neither... nor, either... or etc দ্বারা দুটি sub যুক্ত হলে ২য় sub অনুযায়ী verb বসে।

Right Form of Verb

❑ যে কোনো পরীক্ষায় right form of verb অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে right form of verb এর rule দেওয়া হলো:

Verb + Infinitive

Rule-01: নিম্নোক্ত Verb গুলির পর আরেকটি Verb আসলে তার পূর্বে to হবে।

Agree	decide	hesitate	need	refuse
Appear	demand	hope	offer	seem
arrange	deserve	intend	plan	tend
ask	aspect	learn	prepare	threaten
claim	fail	manage	pretend	wait
consent	forget	mean	promise	want

Ex :
1. He forget (do) the work. → He forgot to do the work.
2. I failed (finish) the duty. → I failed to finish the duty.
3. He pretends (go) there. → He pretends to go there.

Verb + Gerund

Rule-02: নিম্নোক্ত verb গুলির পর আরেকটি verb আসলে তার সাথে ing হবে।

admit	complete	deny	appreciate	consider
discuss	avoid	delay	enjoy	finish
practice	risk	keep	quit	stop
mention	recall	suggest	mention	regret
understand	miss	recommend	tolerate	postpone

Ex : 1. He avoids (to go) there. → He avoids going there.
2. He enjoys (to fish). → He enjoys fishing.

CamScanner

Rule-03: নিম্নোক্ত phrase এর পর আরেকটি verb আসলে তার সাথে ing হবে।

approve of	can't help
be better of	can't mind
forget about	get through
confess to	object to
look forward to	with a view to
count on	design of
insist on	think of
think about	accustomed to
adjunct to	give up
capable of	be used to
get used to	Go on

Ex : 1. He gave up (to smoke) → He gave up smoking.
2. He looks forward to (meet) me.
→ He looks forward to meeting me.

Rule-04: Mind, worth, would you mind, without এবং preposition এর পর verb থাকলে verb এর ing form হবে।

Ex :1. I don't mind (to have) a cup of tea.
→ I don't mind having a cup of tea.
2. Without (read), you cannot pass in the examination.
→ Without reading, you cannot pass in the examination.
3. I don't know about (compute).
→ I don't know about computing.

Rule-05: While এর সরাসরি verb থাকলে ing হবে, কিন্তু সরাসরি verb না থেকে subject থাকলে past indefinite tense হয়।

Ex: While walking to school, I saw a red cow grazing on the field.
While I was a child, I used to playing lodoo.

Rule-06: It is no good, it is no use, it is not worth, waste of time/ money ইত্যাদির পর v_1 + ing ব্যবহার করা হয়।

Ex: It is no good waiting for him.

Rule-07: কোনো sentence এ ২ টি verb থাকলে ২য় verb এর ing হয়।

Ex: I heard him saying this.

Base form

Rule-08: Modal auxiliary এবং let, need, dare এর পর verb এর base form হয়।

Ex : 1. He let me (to go) there. → He let me go there.
2. I need not (to go) there. → I need not go there.
3. I should (gone) there. → I should go there.

Rule- 09: Main verb এর পূর্বে am to, is to, are to, was to, were to, has to, have to, able to, used to, will have to থাকলে main verb টি base form এ হবে।

Ex : 1. He is to (go) there. → He is to go there.
2. I am to (plays) now. → I am to play now.
3. He used to (went) there. → He used to go there.

Past or past participle form

Rule-10: It is time, it is high time, wish, fancy প্রভৃতি এর পরবর্তী verb এর past indefinite form হয়।

Ex : 1. It is high time he (change) his behavior.
→ It is high time he changed his behavior.
2. I wish I (be) a child again.
→ I wish I were a child again.

Note: তবে unreal conditional এর ক্ষেত্রে wish এর পর be verb হিসেবে সবসময় were বসে।

Rule-11: To be, being, to have, having এরপর verb টির past participle হয়।

Ex : 1. Having (finish) her meals, she went to school.
→ Having finished her meals, she went to school.
2. It is to be (finish) in time.
→ It is to be finished in time.

Important Questions with Explanation

01. It is high time we (act) on the matter.
Ⓐ are acting Ⓑ acted
Ⓒ have acted Ⓓ could act
Ⓑ Explanation It is high time + sub + v_2. তবে It is high time + infinitive.

02. The family doesn't feel like —outing this season.
Ⓐ go Ⓑ gone
Ⓒ going Ⓓ to go
Ⓒ Explanation কোনো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করতে 'feel like' ব্যবহৃত হয়। এরপর যে verb বসে তার সাথে 'ing' যোগ করতে হয়। প্রদত্ত বাক্যে পরিবারটির বাহিরে না যাওয়ার ইচ্ছাকে বোঝাচ্ছে।

03. I couldn't mend the computer myself, so I — at a shop.
Ⓐ had it mended Ⓑ had it mend
Ⓒ did it mend Ⓓ had mended
Ⓐ Explanation কোনো কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করানোকে causative verb (have, make, let, get, help, etc.) বলে। Structure: Subject + have + বস্তু + V_3 (PP).

04. We look forward — a response from you.
Ⓐ to receiving Ⓑ to receive
Ⓒ in receiving Ⓓ for receiving
Ⓐ Explanation বাক্যটির অর্থ: আমরা তোমার উত্তরের অপেক্ষায় আছি। Look forward to, with a view to, be used to, get used to ইত্যাদির পরে কোনো verb থাকলে, সেই verb - এর সাথে ing যুক্ত হয়।

05. He said that he — be unable to come.
Ⓐ will Ⓑ shall
Ⓒ should Ⓓ would
Ⓓ Explanation Reporting verb, past tense-এ থাকলে, indirect speech-এর reported অংশকে অনুরূপ (corresponding) past tense- এ পরিবর্তন করতে হবে। এখানে shall/will-কে tense পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে would করা হয়েছে।

06. New programs will be — next week in Bangladesh television.
Ⓐ telecast Ⓑ published
Ⓒ broadcast Ⓓ broadcasted
Ⓐ Explanation আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নতুন অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

07. He advised me — smoking.
Ⓐ giving up Ⓑ to give up
Ⓒ in giving up Ⓓ from giving up
Ⓑ Explanation Advise, demand, ask, require, recommend, request, urge, insist, move প্রভৃতির পরে infinitive 'to' বসে এবং এর পরে verb এর base form বসে। To give up - পরিত্যাগ করা।

08. I don't mind — with the cooking but I am not going to wash the dishes.
Ⓐ to help Ⓑ help
Ⓒ helping Ⓓ for helping
Ⓒ Explanation Don't mind এর পরে verb এর সাথে ing যোগ হয়।

09. Just now he — his dinner, but he says he'll see you when he's finished.
Ⓐ is having Ⓑ has had
Ⓒ was having Ⓓ had
Ⓑ Explanation Sentence-এ just, just now, already, lately, recently ইত্যাদি থাকলে তা Present perfect tense হয়। (Structure: Sub + have/has + V.P.P + Ext.)

10. Which of the following sentence is correct?
Ⓐ One of my friends are a lawyer
Ⓑ One of my friends is a lawyer
Ⓒ One of my friend is a lawyer
Ⓓ One of my friends are lawyers.
Ⓑ Explanation One of দ্বারা গঠিত Sentence-এর structure: One of এর পর Noun/Pronoun টির Plural এবং তার পরের Verb-টি Singular হয়।

CamScanner

Conditional

❑ **Conditional হচ্ছে শর্তমূলক বাক্য। Conditional sentence সাধারণত তিন ধরনের হয়।**

1. Real Condition. 2. Unreal Condition.
3. Contrary to the fact Condition.

Real Condition : এই ধরনের Sentence গুলিতে সাধারণত শর্তপূরণ এবং তার ফলাফলের বাস্তব সম্ভাবনা দেখায়।

Ex: If he comes, I will go.
এখানে শর্তটি পূরণ হওয়া যেমন সম্ভব তেমনি শর্তপূরণ সাপেক্ষে তার ফলাফল আসাও সম্ভব।

Unreal Condition : এই ধরনের Sentence গুলিতে শর্তপূরণের কোন বাস্তব সম্ভাবনা থাকে না। আর তাই ফলাফল পাবার সম্ভবনাও নেই।

Ex: If we continued to practice, we could win the competition.
এখানে শর্তটি অবাস্তব এবং তাই ফলাফল পাবার সম্ভাবনাও নেই।

Contrary to the fact : এই ধরনের Conditional sentence গুলি real situation এর সাথে expression এর বৈপরীত্য দেখায়।

Ex: If I were a bird, I would fly to you.

❑ **নিম্নে বিভিন্ন ধরনের Conditional sentence এর Structural expression উপস্থাপিত হল।**

Rule-1: If + present indefinite ... Subject + will/shall/can/may + Verb in base form+ extension.

Ex: If the price is low, demand —
Ⓐ is increased Ⓑ will be increased
Ⓒ would be increased Ⓓ will increase **Ans Ⓓ**

Rule-2: If + past indefinite .... subject + would /could/might + Verb in base form + extension.

Ex: If I lived near my office, — in time for work.
Ⓐ I would be Ⓑ I shall be Ⓒ I will be Ⓓ I were **Ans Ⓐ**

Rule-3: If + past perfect ... Subject + would have/could have/ might have + past participle + extension.

Ex: What would have happened if ——?
Ⓐ The bridge is broken Ⓑ the bridge had been broken
Ⓒ the bridge had broken Ⓓ the bridge would break **Ans Ⓒ**

Rule-4: If + Subject + Were ... Subject + would/might/ could + Verb in base form + extension.

Ex: If I were a king, I — not know what sorrows are.
Ⓐ did Ⓑ should Ⓒ would Ⓓ will **Ans Ⓒ**

Rule-5: Subject + Verb in present form + as if/as though ... Subject + were + extension.

Ex: He talks as if he —— a mad.
Ⓐ were Ⓑ was Ⓒ had Ⓓ is **Ans Ⓐ**

Rule-6: Subject + past Verb + as if/as though .... Subject + past participle.

Ex: She acted as if/as though she had not heard me.

Rule-7: Had + Subject + past participle + extension... Subject + would have/could have/might have + past participle + extension.

Ex: Had I started my own business, I could have worked from home.

Hope

01. Hope verb-টি Sentence-এ present form-এ থাকলে পরবর্তী Clause -এটি Future Indefinite হবে।
Ex : I hope that she will understand me.

02. কিন্তু Sentence-এর শেষে যদি past time/marker (yesterday, ago, last + time) থাকে তাহলে পরবর্তী clause-এর verb-টি past form-এ হবে।
Ex : We hope that they came yesterday.

03. Hope verb-টি past form, এ বা past perfect tense-এ থাকলে পরবর্তী clause-এ would +Verb হবে।
Ex : I hoped that you would come.

04. Hope verb-টি past form-এ থাকে এবং পরবর্তী clause-এ past time/marker (yesterday, ago, last + time) থাকে তাহলে সেখানে past perfect tense হবে।
Ex : I hoped that you had passed in the last exam.

Wish

01. Sentence-এ wish থাকলে পরবর্তী clause-টি past tense হবে। Be verb থাকলে were হবে।
EX: I wish I —— all the questions correctly.
Ⓐ answer Ⓑ answered
Ⓒ can answer Ⓓ have answered **Ans Ⓑ**

02. কিন্তু পরবর্তী clause-এ যদি past marker (yesterday ago, last + time) থাকে পরের clause-টি past perfect tense-এ হবে।
Ex: We wish that they had come yesterday.

03. কিন্তু পরবর্তী clause-এ যদি Future Marker (tomorrow. Next...) থাকলে would/could + verb word হবে।
Ex: I wish that you could / would come home tomorrow.

04. Wish verb-টি past form-এ থাকলে পরের Verb-টি past perfect tense-এ হবে।
Ex: I wished he had done the work.

Important Questions with Explanation

01. If I were you, I — take the money:
Ⓐ shall Ⓑ will Ⓒ would Ⓓ may
Explanation 2nd conditional –এ be verb সর্বদা were হয়। তবে, main clause যথারীতি (sub + would + v_1) অপরিবর্তিত থাকে।

02. When water —— it turns into ice.
Ⓐ Will freeze Ⓑ freezes Ⓒ would freeze Ⓓ froze
Explanation এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা, তাই এই বাক্যটি Present Indefinite tense (freezes) এ হবে। তার মানে, যখন পানিকে ফ্রিজ করা হয়, তখন পানি ice বা বরফে পরিণত হয়।

03. This could have worked if I —— been more cautious.
Ⓐ had Ⓑ have Ⓒ might Ⓓ would
Explanation If + past perfect tense হলে, principal clause টি sub + would/ could/ might + have + verb এর past participle হয়।

04. If I —— a king!
Ⓐ am Ⓑ was Ⓒ were Ⓓ shall be
Explanation অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা বুঝাতে (to be) verb এর স্থানে were ব্যবহৃত হয়।

05. If a person cannot stop taking drugs, he or she is —.
Ⓐ attached to them Ⓑ committed to them
Ⓒ addicted to them Ⓓ devoted to them
Explanation Addiction-কোনো খারাপ কাজের প্রতি আসক্তি; Devotion - কোনো ভালো কাজের প্রতি অনুরাগ। Succumb অর্থ হার মানা/বশ্যতা স্বীকার করা; submit অর্থ দাখিল করা।

06. Rishan walks as if he —— lame.
Ⓐ is Ⓑ had been Ⓒ has Ⓓ were
Explanation As if/ As though এর পর সাধারণত past tense/ 'were' হয় clause টির be verb সর্বদা 'were' হয়।

07. The path —— paved, so we were able to walk through the path.
Ⓐ was Ⓑ had been Ⓒ has been Ⓓ been
Explanation So যুক্ত দুটি clause-ই একই Tense ব্যবহৃত হবে। Sentence টির প্রথম অংশ past Indefinite-এর Passive form-এ হবে।

08. If you were stopped by the police for speeding what —— you do?
Ⓐ will Ⓑ would Ⓒ do Ⓓ shall
Explanation Second condition অনুযায়ী if clause টি past indefinite হলে দ্বিতীয় clause এ subject + would/could/might + v_1 হয়।

09. He talks as if he —— everything.
Ⓐ has known Ⓑ had known Ⓒ will know Ⓓ knew
Explanation As if যুক্ত প্রথম clause টি present indefinite হলে দ্বিতীয় clause টি past indefinite tense (knew) এ হয়।

10. If I want to pass my exam, I—— study harder.
Ⓐ would have to Ⓑ will have to
Ⓒ had to Ⓓ want to
Explanation First conditional অনুযায়ী if clause টি present indefinite tense হলে পরের clause টি future tense (will have to) হয়।

CamScanner

Tag Question

Definition: সাধারণত কথোপকথনের সময় বাক্যের শেষে যে সমর্থনসূচক প্রশ্ন যুক্ত করা হয় তাকে Tag Question বলে।

Rule-01: Tag Question এর সময় positive বা affirmative statement এ negative tag এবং Negative statement এ affirmative tag ব্যবহৃত হয়। সেই সাথে statement এর শেষে কমা (,) এবং Tag question টির শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন- **Ex:**

01. **He can go to the college by bus, ——?**
Ⓐ won't he Ⓑ must he Ⓒ can't he Ⓓ will he **Ans Ⓒ**

02. **We didn't play very well today, —— ?**
Ⓐ did we Ⓑ could we Ⓒ should we Ⓓ must we **Ans Ⓐ**

Rule-02: Negative Tag এ auxiliary verb গুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন:

am + not = aren`t	shall + not = shan`t
is + not = isn`t	should + not = shouldn`t
are + not = aren`t	will + not = won`t
do + not = don`t	would + not = wouldn`t
does + not = doesn`t	may + not = mayn`t
did + not = didn`t	might + not = mightn`t
was + not = wasn`t	can + not = can`t
were + not = weren`t	could + not = couldn`t
had + not = hadn`t	must + not = mustn`t
have/has + not=haven`t/ hasn`t	need + not = needn`t

01. **'I' am just hopeless at telling jokes'-**
Ⓐ aren't I? Ⓑ aren't ?
Ⓒ amn't ? Ⓓ am I? **Ans Ⓐ**

02. **They have tried but failed, —— ?**
Ⓐ haven't they Ⓑ aren't they
Ⓒ don't they Ⓓ didn't they **Ans Ⓐ**

Rule-03: বাক্যের subject টি **The baby, The little child, The little girl** থাকলে এদের পরিবর্তে **it** বসে।
The baby is coming towards me, ...? = isn't it?

Rule-05: দেশের নাম হলে **it/she** বসানো হয়।
Bangladesh is our motherland, ... ? = isn't she/it?
এখানে she ব্যবহার করাই উত্তম কারণ বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি । আর "মা" কে she ধরে she বসানোই উত্তম।
তবে অন্য দেশের নাম দেয়া থাকলে সেখানে **she নয় it** বসাতে হবে।
India is our neighbouring country, ...? = isn't it?

Rule-04: কিছু **Gerund** বাচক শব্দ **(Walking, swimming, smoking, etc)** বাক্যের প্রথমে থাকলে এদের পরিবর্তে **it** বসে।
Walking is good for health, ...? = isn't it?

Rule-06: **Allah** এর নাম প্রথমে থাকলে শেষে **He** দিতে হয়।
Allah is almighty, ...? = isn't He?

Rule-07: বাক্যে সাহায্যকারি **verb** এবং **Modal Auxiliary verb** দেয়া না থাকলে বাক্যটি **present tense** হলে **do/does** এবং **past tense** হলে **did** বসাতে হয়। যেমন-

11. **She often visits her home town, ——?**
Ⓐ hasn't she Ⓑ doesn't she
Ⓒ didn't she Ⓓ isn't she **Ans Ⓑ**

12. **Banks close at 4 p.m., - ?**
Ⓐ do they Ⓑ must they
Ⓒ don't they Ⓓ isn't they **Ans Ⓒ**

13. **The girl broke the cup, —— ?**
Ⓐ did she Ⓑ didn't she
Ⓒ hadn't she Ⓓ hasn't she **Ans Ⓑ**

Rule-08: বাক্যের subject টি **All of us, all of them, most of them, most of the people** থাকলে শেষে **they** বসে।
All of them support him,....? = don't they?
* Most of them were clever, ...? = Weren't they?

Rule-09: বাক্যের প্রথমে **All, Everybody, Everyone, Somebody, Nobody, None, No, One, Neither** এবং **Plural** নাম থাকলে শেষে **They** বসে।
Everybody went there, ...? = didn't they?

Rule-10: s/es যুক্ত দেখে অনেকেই **does** বসাতে চায় কিন্তু সব সময় হয় না। যেহেতু **Everybody** এর পরিবর্তে **They** বসে এবং **They** এরপরে **do** বসে তাই s/es যুক্ত থাকার পর ও **does** হলো না।
* মূল কথা হচ্ছে প্রথমে **Subject** অনুযায়ী কি বসবে তা নির্ধারণ করে **do/does/did** বসাতে হবে।
Everyone likes the program , ...? = don't they?

Rule-11: **Negative Word** বাক্যে থাকলে **n't** যুক্ত করতে হয় না, **positive tag** হয়। এগুলো হচ্ছে **Nobody, None, No one, neither, no, hardly, few, little, scarcely, seldom, barely, never, don't, nothing, not** ইত্যাদি।

Ex: He never goes out with his dog, —— ?
Ⓐ does he Ⓑ does never he Ⓒ doesn't he Ⓓ ever he **Ans Ⓐ**

Rule-12: বাক্যের প্রথমে **Nothing, Something** থাকলে শেষে **it** হয়। **Nothing** থাকলে **anything**-ও বসানো যায়।
Nothing is impossible, ...? = is it?
Nothing is unnecessary, ...? = is anything?

Rule-13: **What** যুক্ত **Exclamatory** বাক্যে **it** দিতে হয়।
What a nice book it is, ... ? = isn't it?

Rule-14: আমরা জানি **Man** শব্দটি **Singular** কিন্তু **Man** দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতিকে বোঝায় তাহলে শেষে **They** বসে।
Man is mortal, ...? = aren't they?

Rule-15: **Imperative** বাক্যের মাধ্যমে যদি কোন **advice / order** বোঝানো হয় তাহলে শেষে **will you/ Won't you?** বসাতে হয়। **EX:**

01. **Come and see me tomorrow, ——?**
Ⓐ don't you? Ⓑ will you?
Ⓒ won't you? Ⓓ do you? **Ans Ⓑ**

02. **Shut the door , ——.**
Ⓐ don't you? Ⓑ can't you? Ⓒ won't you? Ⓓ all of them **Ans Ⓒ**

03. **Right tag question?**
Ⓐ Don't forget, are you? Ⓑ Don't forget, will you?
Ⓒ Don't forget, do you? Ⓓ Don't forget, should you? **Ans Ⓑ**

Rule-16: বাক্যের প্রথমে **Let's/Let us** থাকলে তা দ্বারা যদি কোন **proposal** বোঝায় শেষে **Shall we?** বসে।

Ex: Which of the following has a correct tag?
Ⓐ I am late, shan't I?
Ⓑ There some chairs upstairs are there?
Ⓒ Don't forget, could you?
Ⓓ Let's have a party, shall we? **Ans Ⓓ**

Rule-17: বাক্যের প্রথমে **it/there** থাকলে এরাই বসে।
It is new, ...? = isn't it?
There are many stars in the sky, ...? = aren't there?

Rule-18: **If** যুক্ত বাক্যের ২য় অংশ দেখে **tag question** বসাতে হয়।
If you study well, you will do better, ...? = won't you?
If they came, I would go, ...? = wouldn't I?

Important Questions with Explanation

01. **Choose the correct tag: "Let me do the work, —?**
Ⓐ shall we Ⓑ isn't it Ⓒ will you Ⓓ shan't it
Ans Ⓒ Explanation Let me/them/him etc এর tag question will you। তবে, Let us/let's এর tag question shall we।

02. **There are only twenty-eight days in February, ——?**
Ⓐ isn't it? Ⓑ aren't they? Ⓒ aren't there? Ⓓ are there?
Ans Ⓒ Explanation There is/ There are-যুক্ত বাক্যের Tag-এর subject-ও there।

03. **We won't be late, ——**
Ⓐ won't we? Ⓑ will we? Ⓒ are we? Ⓓ should we?
Ans Ⓑ Explanation Negative sentence এর tag question positive হয়। Won't থাকার কারণে will হবে।

04. **Kuakata was the place we went for that rainy vacation, —.**
Ⓐ isn't it? Ⓑ isn't there? Ⓒ wasn't it? Ⓓ don't it
Ans Ⓒ Explanation Positive sentence এর tag question negative হয়। was থাকার কারণে wasn't হবে।

CamScanner

05. Sonia has an exam tomorrow, ——.

Ⓐ doesn't she? Ⓑ has she?
Ⓒ don't she? Ⓓ haven't she?

Ans: Ⓐ **Explanation** মূল বাক্যে have/has থাকলে tag question-এ মূল verb হিসেবে বসলে Have verb এবং Do verb দুটিই ব্যবহার করা যায়।

06. No one was present in the meeting, ——

Ⓐ was they? Ⓑ wasn't they?
Ⓒ wasn't he? Ⓓ were they?

Ans: Ⓓ **Explanation** No one থাকলে verb singular হয় কিন্তু pronoun plural হয় (they) they আসার কারণে verb, were আসছে।

07. The weather is better today, ——?

Ⓐ hasn't it Ⓑ isn't it Ⓒ does it Ⓓ is it

Ans: Ⓑ **Explanation** Is এর tag question হবে isn't।

08. There has not been a great response to the sale, —— ?

Ⓐ does there Ⓑ has there Ⓒ hasn't there Ⓓ hasn't it

Ans: Ⓑ **Explanation** Negative sentence এর tag question positive হয়।

09. There aren't many guests here yet, ——?

Ⓐ are they Ⓑ are there Ⓒ aren't there Ⓓ will there

Ans: Ⓑ **Explanation** Negative statement এর tag question টি affirmative হয় এবং statement এর subject হিসেবে there থাকলে tag question এর subject হিসেবেও there হবে।

10. You still want to meet him, ——?

Ⓐ won't you Ⓑ don't you
Ⓒ do you Ⓓ will you

Ans: Ⓑ **Explanation** বাক্যটি simple present tense এ থাকায় tag question টি don't you হবে।

Voice

☐ ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গিমাকেই Voice বা বাচ্য বলে। ক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গি বলে দেয় কর্তা কাজটি নিজে করেছেন না কর্তার উপর কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

Voice Change এর ব্যবহার মূলত বৈজ্ঞানিক গবেষনার Report অথবা Newspaper Report এ ব্যবহৃত হয়।

Rule of Voice change

Voice Change দুইভাবে করা হয়: Active থেকে Passive এবং Passive থেকে Active.

☐ **Active to Passive :**

i. Active এর Object, Passive এর Subject হয়।
ii. Active এর Subject, Passive এর Object হয়।
iii. Passive এর Subject অনুযায়ী auxiliary Verb বসবে।
iv. Active এর Main Verb এর Past participle রূপ বসবে Passive Voice এ।
v. Passive Voice এর Object এর পূর্বে সাধারণত by/ to/ with/ at বসে।

Ex : Active : We play the piano.

Passive : The piano (i) is (iii) played (iv) by (v) us. (ii)

Note: Active Voice টি যে Tense এ থাকবে Passive Voice টিও সেই Tense এর হবে।

☐ **Subject এবং Object-এর রূপান্তর :**

Active Voice এবং Passive Voice এর Subject এবং Object যদি Noun হয় তবে পরিবর্তনে কোন সমস্যা হয় না। আর যদি Pronoun হয় তবে অবশ্যই Subject হিসাবে Nominative form এবং Object হিসাবে Objective form বসবে। নিম্নের ছকে বিষয়টি তুলো ধরা হলো-

Nominative/Subjective form	Objective form
I, We	Me, Us
You	You
He, She	Him, Her
They	Them

☐ **Auxiliary Verb-এর পরিবর্তন :**

01. প্রদত্ত বাক্যে যদি Auxiliary Verb না থাকে, তবে Verb এর Present form থাকলে Passive Voice এ am, is, are হবে।
02. Verb এর Past form থাকলে Passive voice এ was, were হবে।
03. Verb এর পূর্বে shall/ will থাকলে Passive voice এ shall be/will be হবে।

☐ **Verb এর পরিবর্তন :**

Auxiliary Verb-এর পরের Verb-টির Past participle form বসবে।

Voice Change of Tense

Rule-01: Present Indefinite Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে am/is/are বসবে, মূল Verb এর Past participle form হবে। By এর পর Active form এর Subject, Objective form এ বসবে।

Structure Subject + am/is/are + Verb এর past participle + by + Object

Ex : Transform into passive voice- 'I play football'

Ⓐ Football is played by me
Ⓑ Football has been played by me
Ⓒ Football is being played by me
Ⓓ None

Ans: Ⓐ

Rule-02: Present Continuous Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে am/is/are বসবে, being বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে এবং by এর পর Active voice এর Subject, Objective form এ বসবে।

Structure : Subject + am/is/are + being + past participle of Verb + by + Object

Ex: 'Kabir is reading this book'- এর সঠিক Passive বাক্য কোনটি?

Ⓐ This book is being read by Kabir
Ⓑ This book is being reading by Kabir
Ⓒ This book is reading by Kabir
Ⓓ This book is read by Kabir

Ans: Ⓐ

Rule-03: Present Perfect Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে have/ has বসবে been বসবে, Verb এর past participle form বসবে, by এর পর Active voice এর Subject; passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + have/has + been + past participle of Verb by + Object.

Ex : Active : He has played football.
Passive : Football has been played by him.

Rule-04: Present Perfect Continuous Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে have/has বসবে, been বসবে, being বসবে, Verb এর past Participle form বসবে by এর পর Active voice এর Subject passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + have/has + been + being + Past participle of Verb by + Object.

Ex :Active : He has been playing football
Passive : Football has been being played by him.

Rule-05: Past Indefinite Tense : প্রথমে Subject (Subjective form) বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে was/were বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে by এর পর Active voice এর Subject; passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + was/were + Verb এর Past participle + by + Object

Ex : The passive form of the sentence, 'The trainer walked the horse after the race' is:

Ⓐ The horse walked after the race by the trainer
Ⓑ The horse had walked after the race by the trainer
Ⓒ The horse was walked after the race by the trainer
Ⓓ The horse had been walking after the race by the trainer.

Ans: Ⓒ

CamScanner

Rule-06: Past Continuous Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject(Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে was/were বসবে, being বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে এবং by এর পর Active voice এর Subject; passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + was/were + being + Past participle of Verb + by + Object.

Ex : The correct passive of sheila was writing a letter is-
Ⓐ A letter was writing by Sheila
Ⓑ A letter was being writing by Sheila
Ⓒ A letter was being written by Sheila
Ⓓ A letter was been written by Sheila
Ans Ⓒ

Rule-07: Past Perfect Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) হিসেবে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে had বসবে, been বসবে, Verb এর past participle form বসবে, by এর পর Active voice এর Subject; passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + had + been + past participle of Verb+ by + Object.
Ex : Active : He had played football.
Passive: Football had been played by him.

Structure : Subject + had + been + being + Past participle of Verb + by + Object.
Ex : Active : He had been playing football.
Passive : Football had been being played by him

Rule-08: Future Indefinite Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject(Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে shall be /will be বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে। by এর পর Active form এর Subject; passive voice এ Object হিসেবে বসবে।

Structure : Subject + shall/will + be + Verb এর past participle + by + Object.
Ex :Active : He will play football.
Passive : Football will be played by him.

Rule-09: Future Continuous Tense : প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে shall be being /will be being বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে। by এর পর Active form এর Subject; Objective form এ বসবে।

Structure : Subject + shall/will + be + being + Verb এর past participle + by + Object.
Ex : Active : He will be playing football.
Passive : Football will be being played by him.

Rule-10: Future Perfect Tense প্রথমে Active voice এর Object, Subject (Subjective form) রূপে বসবে, Auxiliary Verb হিসেবে shall have been /will have been বসবে, মূল Verb এর past participle form হবে। by এর পর Active form এর Subject; Objective form এ বসবে।

Structure : Subject + shall have/will have + been + Verb এর past participle + by + Object.
Ex : Active : He will have played football.
Passive : Football will have been played by him.

Voice Change of Sentence

Rule-11: Voice Change of Interrogative Sentence

A. Interrogative sentence দু'ভাবে গঠিত হতে পারে। তাই Voice Change-এর ক্ষেত্রেও আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন-

i. Auxiliary Verb দ্বারা গঠিত হলে-
Passive voice এ Auxiliary Verb (প্রথম অংশ) আগে বসবে।
Active voice-এর Object, Passive voice-এর Subject হবে।
মূল Verb এর Past Participle form বসবে।
Active এর Subject Preposition যোগে Object হবে।
Ex :Active : Is Lutfar playing the ball?
Passive : Is the ball being played by Lutfar?

ii. Wh-elements দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝালে সেক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো প্রয়োগ করা যায়-
Wh-অংশ শুরুতে বসবে + পরের অংশ যথানিয়মে পরিবর্তন হবে।

Ex : The active form of 'Why wasn't the matter brought to my notice'?
Ⓐ Why didn't you bring the matter to my notice?
Ⓑ Why you did not bring the matter to my notice?
Ⓒ Why don't you bring the matter to my notice?
Ⓓ Why is the matter not brought to my notice?
Ans Ⓐ

B. **Who এর ব্যবহার-**
Active : Who + A.V + M. V + Object?
Passive : By Whom + A.V + Object + Past participle?

Note: A.V = Auxiliary verb
M.V = Main verb
Ex :Active : Who has done the work?
Passive : By whom has the work been done?

C. **What এর ব্যবহার-**
Active : What + A.V + Obj + M.V?
Passive : What+ A.V + Past participle Preposition+ Object?
Ex : Who did this? এর সঠিক passive voice কোনটি?
Ⓐ By whom was this done? Ⓑ By who this was done?
Ⓒ This was done by whom? Ⓓ By whom this was done? Ans Ⓐ

D. **Whom এর ব্যবহার-**
Active : Whom + A.V + Object + M.V ?
Passive : Who + A.V + Past participle + Preposition + Object?
Ex :Active : Whom do you want?
Passive: Who is wanted by you?

Rule-12: Voice change of Imperative Sentence :

A. **Active :** Verb + Object + Extension.
Passive : Let + Object + be + P.P + extension.
Ex : The correct passive form of the sentence : 'Take care of your health'
Ⓐ Let your health taken care.
Ⓑ Let your health be taken care of
Ⓒ Let your health taken care of
Ⓓ Health is taken care of by you
Ans Ⓑ

B. **Let যুক্ত Active কে Passive করার নিয়ম:**
Active : Let + Obj_1 + Present verb + Obj_2
Passive : Let + Obj_2 + be + Past participle + by + Obj_1.
Ex :Active : Let me do the work.
Passive : Let the work be done by me.

Note: মনে রাখতে হবে, Group Verb মূল Verb হিসাবে ব্যবহৃত হলে উহার সব অংশই Passive Voice-এ একত্রে বসবে।
[Active voice-এ Negative হলে Passive voice-এ Let-এর পরেই not বসাতে হবে]

Rule-13: Compound sentence-এ Voice change করার নিয়ম :
Compound sentence-এর ক্ষেত্রে উভয় অংশের Voice change করতে হবে এবং And, but, or ইত্যাদি conjunction অপরিবর্তিত থাকবে। তবে দু'টো অংশের Subject same হলে প্রথম অংশে by যোগে Object লাগে না।
Ex :Active : I have bought a book and I completed my home work
Passive : A book has been bought and my home work was completed by me.
Active : You have taken the bag and we have done the work.
Passive : The bag has been taken by you and the work has been done by us.
Never থাকলে- প্রথমে, Let never বসে, পরে অন্যান্য অংশ পূর্বের মতো ব্যবহৃত হবে-

Others Rule

Rule-14: মূল Verb এর পরে ব্যক্তিবাচক Object থাকলে-
প্রথমে Let বসে, পরে বস্তুবাচক Object, Subject রূপে বসে + be + past participle + for / to + ব্যক্তিবাচক Object বসে।
Ex :Active : Give me a piece of chalk.
Passive : Let a piece of chalk be given to me.

⇨ **Simple sentence-এ দু'টো Object থাকলে যে Object-টির সাথে Verb এর অপেক্ষাকৃত বেশি সম্পর্ক তা passive voice এ Subject রূপে বসে আর বাকি Object টি অপরিবর্তিত থাকবে।**
Ex : Active : I gave him a piece of chalk.
Passive : He was given a piece of chalk by me.

Note : মনে রাখতে হবে এরূপ passive voice-এ যে Object টি অপরিবর্তিত থাকে তাকে- Retained Object বলে।
Ex: The passive voice of 'He made us work' is
Ⓐ We was made the work by him.
Ⓑ We were made to work by him.
Ⓒ Work were made by him to us.
Ⓓ We were made the work for him.
Ans Ⓑ

Rule-15: Complex sentence-এর ক্ষেত্রে দু'টো clause-এরই passive voice করতে হয়।

Ex :Active : I know that he did the work.
Passive : It is known to me that the work was done by him.
or, **Passive :** That the work was done by him is known to me.
[উল্লেখ্য, প্রথম clause-এ Object না থাকায় passive voice-এ Introductory it ব্যবহৃত হয়েছে]

Ex: 'It is known to me how it was done by him' active voice কি হবে?
Ⓐ I know how he has done it
Ⓑ I knew how he has done it
Ⓒ I know how he did it
Ⓓ I knew ho he did it
Ans Ⓒ

Rule-16: Can, could, shall, should, would ইত্যাদি Modal verb যুক্ত বাক্যের Passive করার নিয়ম হলো-সাধারণ নিয়ম + Modal verb + be + মূল verb এর Past Participle.

Ex : Which one of the following is the correct passive form of the sentence "I can recite the poem"?
Ⓐ Recitation of the poem is possible by me.
Ⓑ The poem could be recited by me.
Ⓒ The poem can be recited by me.
Ⓓ Recitation of the poem can be performed by me.
Ans Ⓒ

Rule-17: কিছু verb এর ক্ষেত্রে by এর পরিবর্তে to, at, with ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

Ex :'He pleased us?' বাক্যটির সঠিক Passive Voice হলো-
Ⓐ We were pleased by him.
Ⓑ We were pleased to him.
Ⓒ We were pleased with him.
Ⓓ We were pleased upon him.
Ans Ⓒ

Rule-18: Be going to + verb যুক্ত sentence কে Passive করার সময় to + be + v.p.p ব্যবহৃত হয়।

Ex : Identify the correct passive form of 'He is going to open a shop'.
Ⓐ He is being gone to open a shop.
Ⓑ A shop is being gone opened by him.
Ⓒ A shop will be opened by him.
Ⓓ A shop is going to be opened by him.
Ans Ⓓ

Important Questions with Explanation

01. Identify the right passive voice of 'It is impossible to do this'.
Ⓐ Doing this is impossible.
Ⓑ This is impossible to be done.
Ⓒ This is must be done.
Ⓓ This can't be done.
Ⓑ Explanation প্রদত্ত প্রশ্নের active বাক্যে ....to do.... থাকলে passive-এ .... to be done.... হবেই। আর মনে রাখতে হবে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন হবে না।

02. The correct passive form of "You must shut these doors" is-
Ⓐ These must be shut doors
Ⓑ Shut the doors you must
Ⓒ Shut must be the doors
Ⓓ These doors must be shut
Ⓓ Explanation Modal auxiliaries যুক্ত বাক্য passive করার structure: object + modal auxiliaries + be + verb এর past participle + ------

03. I know him.
Ⓐ He is known by me
Ⓑ He was known to me
Ⓒ He has been known by me
Ⓓ He is known to me
Ⓓ Explanation I know him করার ক্ষেত্রে মূল verb-এর পর by এর পরিবর্তে to বসবে।

04. Choose the correct form (passive) of "Who will do the work?"
Ⓐ Who will be done the work?
Ⓑ Who will done the work?
Ⓒ By whom will the work be done?
Ⓓ Whom will the work be done?
Ⓒ Explanation Interrogative sentence যদি who দিয়ে শুরু হয় তাহলে তাকে passive voice-এ পরিবর্তনের সময় By whom দিয়ে শুরু করতে হয় এবং Shall/will পরিবর্তিত হয়ে Shall be/ will be হয়।

05. Identify the correct passive form of 'Open the window'.
Ⓐ Window should be opened.
Ⓑ Let the window be opened.
Ⓒ Let the window be opened by you.
Ⓓ The window must be opened.
Ⓑ Explanation Imperative sentence-এর passive করার নিয়ম: Let + Object + be + V_3

06. The Parthenon is said —— created in the Age of Pericles.
Ⓐ to have become Ⓑ to have begun
Ⓒ to have been Ⓓ to have had begun
Ⓒ Explanation Voice-এর passive-এর নিয়মে 'to have' থাকলে "to have been + Verb এর past participle form বসে।

07. The passive form of the sentence 'Some children were helping the wounded man' is ——.
Ⓐ The wounded man was helped by some children
Ⓑ The wounded man was helping some children
Ⓒ The wounded man was being helped by some children
Ⓓ The wounded man was to be helped by some children
Ⓒ Explanation Past Continuous Tense-এর Passive Structure: ....was/were being + given ... .

08. The best passive form of the sentence: 'We don't like idle people'.
Ⓐ We are not liked by idle people.
Ⓑ Idle people are not like us.
Ⓒ Idle people are not liked by us.
Ⓓ Idle people are not of our liking.
Ⓒ Explanation উত্তরে Present Indefinite-এর Passive form (...don't like = ... are not liked ...) হবে।

09. Which one of the following sentences is in passive form?
Ⓐ Somebody is using the computer now.
Ⓑ Somebody has cleaned the room.
Ⓒ The room has been cleaned.
Ⓓ They are building a new road in the city.
Ⓒ Explanation Auxiliary verb + V_3 form এ থাকলে যেটা সাধারণত passive হয়।

10. Which one is the correct active sentence of the passive form: 'The wounded man was being helped by some boys?'
Ⓐ Some boys were helping the wounded man
Ⓑ Someboys were helping the wounded man
Ⓒ Some boys were helped the wounded man
Ⓓ Some boys were being help the wounded man
Ⓐ Explanation "কয়েকজন বালক আঘাতপ্রাপ্ত লোকটিকে সাহায্য করছিল" এর ইংরেজি হলো: Some boys were helping the wounded man। এর passive হলো the wounded man was being helped by some boys। some এবং boys দুইটি আলাদা শব্দ, তাই some-এর পর gap দিয়ে boys বসাতে হবে।

CamScanner